LIFE

OF

NAPOLEON BONAPARTE.

BY

SHYAMA CHARAN CHATTERJEE

Head Pundit Calcutta Normal School

SECOND EDITION.

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনচরিত।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত

শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta:

…nd published by Peary Lall Bannerjee

…ress J. C. Chatterjee & Co's Press,

44, Amherst Street.

1883

বিজ্ঞাপন।

ভূমণ্ডলে যত মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সর্ব্বপ্রধান। আলেকজাণ্ডর, হানিবল এবং সিজর প্রভৃতি বীরগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তারের পথ তাঁহাদিগের পিতা ও অপরাপর ব্যক্তিগণ পরিষ্কার করিয়া যান। কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষে সেরূপ কিছুই হয় নাই। তিনি সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা গুণে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইউরোপখণ্ডের ইতিহাস নেপোলিয়নের অসামান্য কার্য্যকলাপব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ঈদৃশ মহাপুরুষের জীবনচরিতপাঠে যে মহোপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইঁহার জীবনচরিত সাগর-সদৃশ বিবিধ রত্নের আকর। ইহাতে কি যুদ্ধনৈপুণ্য, কি বুদ্ধিপরিচালনা, কি প্রবেচ্ছতা, কি স্থিরনিশ্চয়তা, কি বহুজাতির প্রতিকূলে এক ব্যক্তির শক্তিপ্রকাশ, সর্ব্ববিধ গুণগ্রাম সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই জীবন-চরিত অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। প্রধান প্রধান ঘটনা-ব্যতীত ইহাতে অধিক বিষয় বিদিত হইবার আশা নাই। ইহা মহাবীর নেপোলিয়নের জীবন-চরিতের উপক্রমণিকামাত্র। ইহা দ্বারা পাঠকগণের নেপোলিয়নের বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠে কৌতূহলশিখা উদ্দীপিত করিয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সফল হইলেই চরিতার্থ বোধ করি।

পাবনা নর্ম্মাল বিদ্যালয়
১৬ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে যে যে স্থান অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ছিল, তৎসমুদায় বিশদীকৃত ও সুসম্বদ্ধ করা গিয়াছে। এক্ষণে ইহা পূর্ব্ববৎ পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সফল বোধ করি ইতি।

কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়।
২০ শে বৈশাখ ১২৯০।

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্শিকাদ্বীপের অন্তঃপাতী আজাসিয়ো নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চার্লস বোনাপার্ট এক জন সামান্ত ব্যবহারাজীব ছিলেন; স্থানীয় লোকের নিকটেই তাঁহার যাহা কিছু আদর ছিল, তদ্ব্যতীত যাহাতে তদীয় পুত্র লোকের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন, তাঁহার এতাদৃশ কোন অসাধারণ গুণ ছিল না। নেপোলিয়নের মাতার নাম লিটিসিয়া রামোলিনী। তিনি অত্যন্ত স্থিরপ্রকৃতি ও সাতিশয় গুণবতী ছিলেন। বোধ হয়, নেপোলিয়নও সেই মাতৃসম্বন্ধীয় অবিচলিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনকালে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে সেই স্বভাবের লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। নেপোলিয়নের পিতা মাতা কর্শিকাদ্বীপবাসী কুলীনগণের মধ্যে গণনীয় হইলেও তাদৃশ ধনবান্ অথবা মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন না। যাহা হউক, তিনি যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তৎকালে তাঁহার নিকট অনেক চাটুকার জুটিয়াছিল। তাহারা ইটালিদেশীয় প্রসিদ্ধ রাজবংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহাকে নিরত প্রশংসা করিত। নেপোলিয়ন তাহাদের চাটুবচনে প্রোৎসাহিত না

[illegible] আপনাদের [illegible] করিয়া বলিয়াছেন যে, যে সময়ে মণ্টিনটীর যুদ্ধে আমার প্রথম জয়লাভ হয়, সেই সময় হইতেই অভিজাতদলের সংখ্যাতে মদীয় নাম গণনা করিতে পারি। ইহার পূর্ব্বে কেহই আমাকে এরূপ সম্মানচিহ্ন প্রদান করেন নাই।

নেপোলিয়ন তদীয় পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম যোজেফ। ইনি পরিশেষে স্পেনের রাজা হন। নেপোলিয়নের অনুজ তিন সহোদর ও তিন সহোদরা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও পাঁচ ভ্রাতা ও ভগিনী ছিল তাহারা সকলেই শৈশবকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল।

নেপোলিয়নের বাল্যাবস্থার বিষয় স্মরণ করিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কথিত আছে একটী পিত্ত[illegible] বোনাপার্টের প্রিয় ক্রীড়নক ছিল। তিনি সমুদ্রতীরসন্নিহিত একটী নিকুঞ্জে মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিতেন। তথায় নির্জ্জন বাসের রসাস্বাদ অনুভব করিয়া নানাবিষয়িণী চিন্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেন। সেই নিকুঞ্জের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

লোকে শৈশবদশাতেই যে নেপোলিয়নের স্বভাবের উৎকর্ষের পরিচয় পাইয়াছিল তাঁহার স্বসম্পর্কীয় আজাসিয়া নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ লুসিয়েন বোনাপার্টের বাক্যদ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি আসন্ন-মৃত্যুকালে তরুণবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে শয্যার পার্শ্বে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদাদি করিয়া নেপোলিয়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোজেফকে [illegible], [illegible] নেপোলিয়ন [illegible] বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও যে [illegible]

[illegible] সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে। [illegible]
নিদর্শন স্বরূপ থাকে। আমি তাঁহার কার্য্য [illegible]
ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছি। নেপোলিয়ন সেণ্ট [illegible]
বাস করিবার সময় স্বীয় বাল্যচরিতের বিবরণ স্বয়ং [illegible]
করিয়া গিয়াছেন। তিনি বর্ণন করিয়াছেন, "[illegible]
আমি অত্যন্ত অবাধ্য ছিলাম। কেহই আমাকে শাসনে রাখিতে
পারিত না এবং কিছুতেই আমার মনোবিকার [illegible]
আমি কলহপ্রিয় ও অপকারক ছিলাম। কোন ব্যক্তিকেই ভয়
করিতাম না। আমি কখন এক জনকে প্রহার করিতাম,
কখন বা অপরকে বলপূর্ব্বক [illegible] লইয়া যাইতাম। [illegible]
পরিবারগণের মধ্যে সকলেই আমার ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া
থাকিত। মদীয় জননী আমার ঈদৃশ দুর্ব্ব্যবহারে শঙ্কিত হইয়া
[illegible] উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিতেন ও আমার প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখি-
তেন। শিশুগণের অন্তঃকরণে যে সকল ভাব বদ্ধমূল হইলে
মনোবৃত্তি সমধিক বলবতী ও তেজস্বিনী হইতে পারে, আমাদের
সেই সমুদায় ভাবোদ্দীপক কার্য্যের প্রতি তিনি কেবল অনুরাগ
প্রকাশ করিতেন। আমরা দোষ করিলে, তিনি কদাপি
ক্ষমা করিতেন না। যদি কেহ তাঁহার নিকট গিয়া কথা
বলিত, তিনি তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন এবং কেহ
তাঁহার কথা না শুনিলে তিনি কুপিতা হইতেন।" নেপোলিয়ন
ইহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে 'আমি মাতার নিকট যে
সকল সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই আমার উন্নতি-
সোপানে অধিরোহণ করিবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে।'
ফলতঃ তদীয় জননী অনেক বিষয়ে পুত্রকে সুশিক্ষা [illegible]
করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

পূর্ব্বকালে লোকের মনে এই একটি অগাধ সংস্কার ছিল, [illegible]

অদ্যাপি অনেকের আছে, যে শস্ত্রবিদ্যাই প্রধান বিদ্যা। সন্তানগণকে এই বিদ্যায় সুশিক্ষিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নেপোলিয়নের পিতামাতাও তাদৃশ সংস্কারাবিষ্ট ছিলেন। পুত্র উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইবেন; এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা নেপোলিয়নকে দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রিয়েন নগরের সাংগ্রামিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। ঐ বিদ্যালয় কতিপয় মঠধারী ব্যক্তির পরিদর্শনাধীন ছিল এবং অনেক বিষয়ে তাঁহাদের নিয়মানুসারে বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদিত হইত। যে বিদ্যালয়ে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা যে এতাদৃশ শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের শাসনাধীন ছিল, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক, তাঁহাদের নিয়মানুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে রাত্রিকালে একটী নির্জ্জন কুটীরে অবরুদ্ধ থাকিতে হইত। তৎকালে [illegible] বালকের নিকট শয্যা, জলপূর্ণ লৌহময় পাত্র এবং পানপাত্র, এতাবন্মাত্র উপকরণ থাকিত। নেপোলিয়নের এই বিদ্যালয়ের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তরকালে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে "আমি ব্রিয়েন বিদ্যালয়ে বড় সুখী ছিলাম"। এই বাক্যটী সচরাচর তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত।

নেপোলিয়নের জন্মভূমি কর্শিকাদ্বীপ তদীয় জন্মের অব্যবহিত-পূর্ব্বে ফরাসীরাজ্যভুক্ত হয়। সেই কারণে তিনি ফরাসী-ভাষা উত্তম রূপে শিখিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রিয়েন বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশকালে তিনি প্রায় মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন, লোকের সহিত বড় আলাপ পরিচয় করিতেন না। তথায় অভিনিবেশসহকারে উক্ত ভাষার অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় এবং সাহিত্য-শাস্ত্রে বিশেষ

শিক্ষকতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গণিতবিদ্যা এবং সমরসংক্রান্ত ব্যূহরচনাপ্রভৃতির উপযোগী অপরাপর বিজ্ঞানশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বোরিয়েন নামক একটী সতীর্থ বালককে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বোরিয়েনও তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি উত্তরকালে স্বীয় সম্পাদকের (সেক্রেটারির). কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে বোরিয়েনও এক জন সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

পিচিগ্রু ব্রিয়েন বিদ্যালয়ে নেপোলিয়নের উপশিক্ষক ছিলেন। তিনি তৎকালে অনন্যসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অচল-চিত্ততার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সময়ে বোর্বোন্‌বংশীয়েরা নেপোলিয়নকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন, সেই কালে তিনি বলিয়াছিলেন, যে "এক্ষণে তোমাদের সে চেষ্টা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র, আমি তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিশেষরূপে জানি। তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছেন, সেই পক্ষই আশ্রয় করিবেন। কদাপি স্বীয় মতের অন্যথা করিবেন না।" এই পিচিগ্রুই আবার কোন কারণে উত্তরকালে নেপোলিয়নের প্রতিকূলে চক্রান্ত করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের বাল্যচরিত্রসম্বন্ধে অনেক গুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এস্থলে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা তিনি কোন বিশেষ দোষ করায়, তাঁহাকে কোন নির্দ্ধারিত দিবসে মোটা পশমি কাপড় পরিধান এবং ভোজনগৃহের দ্বারে জানুপাতনপূর্ব্বক বসিয়া ভোজন করিতে হইয়াছিল। তিনি এরূপ অভিমানী ছিলেন যে, ঐ অপমান

[illegible] অনুতাপ করিলেন। এই অবসরে গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি নেপোলিয়নের তাদৃশ অবস্থাদর্শনে শঙ্কিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নানা-প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। অনন্তর যে শিক্ষক নেপোলিয়নের তাদৃশ দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন যে, 'তুমি না বুঝিয়া গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এই বালকের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে ইহাকে অপমান করা তোমার নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। অতএব ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া কার্য্য করিবে, যেন এ প্রকার অবস্থা আর কদাপি না ঘটে।

একদা কোন গ্রামে একটী মহোৎসব হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সহাধ্যায়িগণের সমভিব্যাহারে সেই উৎসব দর্শনের নিমিত্ত সমধিক উৎসুক হন। কিন্তু কোন ছাত্র উৎসবস্থলে না যাইতে পারে ইহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের স্পষ্ট নিষেধ ছিল। সুতরাং নেপোলিয়ন তৎকালে কোন উপায় না দেখিয়া তত্রত্য উদ্যানের ভিত্তিমূল এরূপ দক্ষতাসহকারে খনন করিলেন, যে তাহাতে একটী প্রশস্ত নির্গমপথ উদ্ভূত হইল। সমুদায় ছাত্র অধ্যক্ষগণের অগোচরে ক্রমশঃ সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধি আছে, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে এরূপ ভয়ঙ্কর তুষারপিণ্ড সকল পতিত হয়, যে তাহাতে ব্রিয়েনগরের সমুদায় স্থান স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা প্রায় চারি পাঁচ হস্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে নেপোলিয়ন বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের [illegible] এই প্রকার [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible]

[illegible] বয়ঃক্রমকালে তথা হইতে [illegible] বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার [illegible] করিয়া তদীয় শিক্ষকগণ তত্রত্য গবর্ণমেণ্টে একখানি [illegible] প্রেরণ করেন। তাহাতে ইহাও লিখিত ছিল, যে [illegible] বালকটী পরিণামে নৌবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইতে পারিবে।

তিনি সম্প্রতি যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন তাহাতে ফরাসিদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তানেরাই প্রায় অধ্যয়ন করিতেন। যে রীতি অনুসারে ছাত্রগণ তথায় বাস করিত, তদ্দ্বারা তাহারা বিলক্ষণ বিলাসী হইয়া উঠিত। মিতাচার বিষয়ে তাহাদের অভ্যাসই ছিল না। নেপোলিয়ন বাল্যকালাবধি তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ অভ্যস্ত ছিলেন, এই কারণে তিনি উক্ত রীতিটী উত্তম বলিয়া অনুমোদন করিতে পারিলেন না। উপাদেয় দ্রব্য উপভোগ ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিতি করিতে সকলেই কামনা করে, কিন্তু তাঁহার স্বভাব তদ্বিপরীত ছিল। তিনি তত্রত্য ছাত্রগণকে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন, যে 'ছাত্রগণকে সামান্য খাদ্য দ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য, যে সকল বস্তুর রসাস্বাদন করিলে, তাহারা বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠে এতাদৃশ ভক্ষ্যদ্রব্য কদাপি দেওয়া বিধেয় নহে। তাহাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্য [illegible] [illegible] প্রয়োজন নাই। তাহারা আপনারাই পরস্পর [illegible] কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে। কথিত আছে, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নেপোলিয়নের এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

[illegible] বৎসর বয়ঃক্রমকালে নেপোলিয়নের পিতার [illegible] [illegible] এই কারণে তাঁহাকে অগত্যা [illegible] [illegible]

[illegible] এক প্রকার অভিনব আমোদ অনুভব করি। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যে সকল তুষাররাশি পতিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নানা পথ প্রকাশ, তদুপরি খাত খনন এবং অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া দুর্গ ও স্তম্ভ-নির্ম্মাণাদি কার্য্য আরম্ভ করি। আমরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করি। এক দল অপর দলকে আক্রমণ করুক; যে দল আক্রমণ করিবে, আমি তাহাদের পক্ষ হইয়া কি রূপে যুদ্ধ চালাইতে হইবে, সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করি।" নেপোলিয়নের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া পরস্পর নর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ঐ যুদ্ধ ক্রমাগত পঞ্চদশ দিবস চলিয়াছিল। তৎকালে তাহারা তুষারের সহিত কঙ্কর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর মিশ্রিত করিয়া গোলা প্রস্তুত করে। তদ্দ্বারা অনেক ছাত্র আহত হওয়াতে তাহারা অগত্যা এই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়।"

নেপোলিয়ন বিদ্যালয়ের অবকাশোপলক্ষে কর্শিকাদ্বীপে প্রতিগমন করিতেন। তথায় পেয়োলি নামক বৃদ্ধ সেনাপতির সহবাসে থাকিয়া, প্রায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। পেয়োলিও তাঁহার প্রতি সমধিক স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। এই উদারাশয় সেনাপতি একদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নেপোলিয়ন! তোমার রীতি নীতি ও কার্য্য দেখিয়া তোমাকে নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কদাপি গণনা করা যাইতে পারে না। প্লুটার্ক যে সকল মহাবীরের জন্মবিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগেরই মধ্যে বিখ্যাত-নামা বলিয়া পরিগণিত হইতে পার।"

নেপোলিয়ন স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে ব্রিয়েন বিদ্যালয়ে [illegible] উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ

করিতে হইয়াছিল। তদীয় শিক্ষকগণ তাঁহার গুণের বিষয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ন ভবিষ্যতে প্রধান পদে অধিরূঢ় ও মহৎলোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। ইহাও পরম আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে, যে তিনিও শিক্ষকগণের তাদৃশ উপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি পরে উচ্চপদে আসীন হইলে, তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, তিনি লাফিয়ারনামক সেনা-দলের লেপ্‌টেনেণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ পদেই থাকিয়া সাত বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার আর কিছুই পদোন্নতি হয় নাই। তথাপি তিনি সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। "সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আমরা বহু-দিবসাবধি একরূপ অবস্থাতেই জীবন যাপন করিলাম।" এই বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট সময়ে সময়ে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন। কোন ব্যক্তি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে অথবা নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে; লোকের নিকট তাহার পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু নেপোলিয়ন সেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি সম্রাট্ হইলে পর, এক দিবস কতিপয় রাজগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যে লাফিয়ারনামক সেনাদলের লেপ্‌টেনেণ্ট ছিলেন, সে বিষয় তাঁহাদের সমক্ষে উল্লেখ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

তিনি সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর, একদিন প্রাতঃকালে সেনানিবেশে উপস্থিত হইয়া সৈনিকগণের অস্ত্রশিক্ষাকৌশল

সন্দর্শন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তরুণবয়স্ক একজন সৈনিক-পুরুষ তাঁহার নিকট এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন, "মহারাজ! আমি সৈনিকদলে থাকিয়া পাঁচ বৎসর লেপ্‌টে-নেণ্টের কার্য্য করিতেছি, ইতিমধ্যে আমার আর কিছুই উন্নতি হইল না। উপরিতন কর্ম্মচারিগণ আমার গুণের বিষয় কিছুই বিবেচনা করেন না। এই নিমিত্ত নিজ অবস্থার বিষয় মহা-রাজকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি।" তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "পাঁচ বৎসরের মধ্যে তোমার উন্নতি না হওয়াতে তুমি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইতেছ। কিন্তু যে পদে তুমি পাঁচ বৎসর নিযুক্ত আছ, আমি সেই পদে থাকিয়া সাত বৎসর কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে দেখ, আমি স্বীয় অধ্যবসায়-প্রভাবে কিরূপ উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াছি।"

নেপোলিয়ন স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অবকাশ পাইলেই লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন। মুদ্রাঙ্কণ করিবার অভি-প্রায়ে তিনি ঐ সময়ে কর্শিকাদ্বীপের ইতিহাস লেখেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। ফরাসী-রাজ্যের অন্তর্গত কোন প্রদেশীয় সভার সভ্যগণ এই বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, 'কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, জাতি-সাধারণ লোকে সুখী হইতে পারে, এই বিষয়ে যে ব্যক্তি একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে সভা হইতে পুরস্কার প্রদান করা যাইবে।' নেপোলিয়ন উক্ত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়া সেই পুরস্কার লাভ করেন। অনন্তর তিনি সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, টালিরাণ্ড* তদীয় হস্তলিখিত সেই আদর্শ লইয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি তাহা

---

* ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিদ্রোহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। নেপোলিয়নের শাসনকালে বিদেশীয় রাজমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

একবারমাত্র পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যে এই রচনায় স্বাধীনতার অনুকূলে অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে যৌবনোচিত অবিমৃষ্যকারিতাও প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনায় লিখিত বিষয়ের সহিত আমার ইদানীন্তন কার্য্যের সামঞ্জস্য হইতেছে না, অতএব ইহা বিনষ্ট করাই বিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা অগ্নিসাৎ করিলেন এবং টালিরাঁণ্ডকে কেবল এইমাত্র বলিলেন, যে "এক ব্যক্তি সকল বিষয়ে সমান মনোযোগী হইতে পারেন না।"

নেপোলিয়ন যে সময়ে সেণ্টহেলেনায় বন্দীভূত ছিলেন, তৎকালে সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক স্বকৃত রচনা সকল পাঠ করিয়া হর্ষ ও বিষাদ উভয়ই অনুভব করিতেন। এমন কি, তিনি সেই সমুদায় বিষয়ের যতই আলোচনা করিতেন, ততই তাঁহার অন্তঃকরণে উৎসাহশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় তিনি নির্ব্বাসনক্লেশ তত দূর অনুভব করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহার যে বিদ্যানুশীলনবিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন ছিল, তাহা অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত-লেখক আলিসন তাঁহার বিষয়ে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে "বোনাপার্ট যদি প্রধান বিজয়ী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি যে একজন প্রধান গ্রন্থকার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।" তদানীন্তন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি এক জন বিশেষ ভাবগ্রাহী ও প্রগাঢ়চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

লেপ্‌টেনেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়েই কলম্বায়ার-নাম্নী এক জন যুবতীর প্রতি নেপেলিয়নের অনুরাগ জন্মে। পরস্পর উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই কামিনীর নিতান্ত

বাসনা ছিল, কিন্তু তিনি যৌবনকাল বহুমূল্য জ্ঞান করিতেন এবং বৃথা আলস্যে উহা ক্ষেপণ করা দূষণীয় বিবেচনা করিতেন। এই নিমিত্ত তৎকালে ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন নাই।

নেপোলিয়নের সমভিব্যাহারী এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, "একদা আমরা উভয়ে নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। যে সকল স্থান আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাদের সৌন্দর্য্য দর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, সেই সমুদায় স্থান যুদ্ধব্যাপারের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে কি না, এই বিষয়েই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে, এস্থলে যুদ্ধোপকরণ সমুদায় সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে, কি প্রকার সহজ উপায়েই বা অত্রত্য উচ্চতম অট্টালিকা ভগ্ন করা যাইতে পারে, এবম্বিধ চিন্তাই তাঁহার অন্তঃকরণে সতত জাগরূক থাকিত।

নেপোলিয়ন লেপ্‌টেনেণ্টের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই ফরাসিদেশে শাসনসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের নিদানভূত তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে তত্রত্য সাধারণ লোকের চিত্ত কলুষিত ও ক্ষুভিত হইয়া উঠে। তন্নিবন্ধন তাহারা সমবেত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ও জাতি-সাধারণ সভা সংস্থাপন করে। নেপোলিয়ন এই সময়ে যৌবনোচিত অধ্যবসায়সহকারে বিদ্রোহিগণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং উক্ত বিবাদের প্রসঙ্গ করিয়া "সপর অব্ বোসায়ার" নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। ঐ সময়ে একজন সৈনিক কর্ম্মচারী সম্রাটের প্রশংসাসূচক সঙ্গীতধ্বনি করিয়া বিদ্রোহীদিগের এরূপ কোপোদ্দীপন করিয়া দিয়াছিল, যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তৎকালে

নেপোলিয়ন কেবল হস্তাবলম্ব দিয়া আসন্ন বিপদ্ হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরকালে যে সাম্রাজ্যরূপ মহোচ্চ আসনে অধিরূঢ় হইবেন, এতাবৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় নাই।

প্রায় ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন কাপ্তেনের পদে উন্নমিত হন, কিন্তু কোন্ সৈনিকদলে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা তিনি অপরিজ্ঞাত ছিলেন। বোধ হয়, তৎকালে তিনি নিয়মিতরূপে বেতন প্রাপ্ত হইতেন না। কারণ তাঁহার তদানীন্তন সমভিব্যাহারী বোরিয়েন বর্ণনা করিয়াছেন, যে তিনি কিছু কিছু ঋণ করিয়া আপনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।' এই সময়ে তিনি অর্থাভাবে এরূপ হীনাবস্থায় পতিত হন, যে তাঁহাকে স্বকীয় ঘটিকাযন্ত্র-পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছিল। তিনি তৎকালে অর্থাগমের আর একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তথায় যে সকল ভাড়াটিয়া বাটী ছিল, তৎসমুদায় অল্পভাটকে লইয়া, অধিক ভাটকে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তদ্দারা কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার অভাব মোচন হইত। কিন্তু অচিরেই যে তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, এই অবধিই তাহার সূত্রপাত হয়।

কর্শিকাদ্বীপ ফরাশি গবর্ণমেণ্টের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইলে, তিনি স্বদেশের প্রতিকূলে অভিযান করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হন। এই যাত্রায় তাঁহাকে সমভিব্যাহারী জনগণের সহিত নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, কতিপয় দিবস কেবল তুরগমাংস ভক্ষণ করিয়া, তাঁহারা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি তথায় এরূপ দক্ষতাসহকারে সমরনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

যে তথা হইতে প্রত্যাগত হইবার অনতিবিলম্বেই টুলোঁ নগর অবরোধ করিবার নিমিত্ত সেনাপতিপদে বৃত হন।

ফরাসিদেশের মধ্যে টুলোঁ একটী প্রধান সামুদ্র বন্দর। এইস্থানে অস্ত্রাগার প্রভৃতি যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী সমুদায় সামগ্রী সঞ্চীভূত থাকিত। অত্রত্য অধিবাসীরা সাহসী হইয়া অত্যাচারী নৃশংস বিদ্রোহিবর্গের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করে। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজদিগের প্রতি উহাদের সাতিশয় বিদ্বেষ ছিল। তাঁহাদের রণতরি অথবা সেনাগণ তত্রত্য বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিত না। ফরাসীদেশীয় নির্দ্দয় রাজদ্রোহী শক্রগণ জয়লাভ করিলে, ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে; ইহা বিবেচনা করিয়া টুলোঁর অধিবাসিগণ তৎকালে বৈরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিল। এদিকে বিদ্রোহীদিগের অধিপতিগণ এই উপদেশ দিয়া তথায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন, যে "যদি তোমরা টুলোঁ অধিকার করিতে পার, তাহা হইলে নৃশংস ব্যাপারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে।" সেনাগণ এই উপদেশ পাইয়া উক্ত নগর আক্রমণ করিল। বিপক্ষেরা ইংরাজদের সহায়তা লাভ করিয়া আক্রমণকারীদের সমুদায় উদ্যম ভগ্ন করিয়া দিল। তাহারা উক্ত নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত যতবার চেষ্টা করিল, প্রত্যেকবারেই বিফল-প্রযত্ন হইল। এইরূপে বারংবার পরাজিত হইলে, বিদ্রোহীদিগের অধিপতিগণ স্থির করিলেন, এক্ষণে সেনাপতি পরিবর্ত্তন করা বিধেয়; অন্যথা জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা নেপোলিয়নকে উক্ত পদে বরণ করিলেন।

সেনাপতিপদে নেপোলিয়নের নির্ব্বাচন সকলের সন্তোষদায়ক হইল। তৎকালে তাহারা বিবেচনা করিল, যে "এক্ষণে যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্যপদে নিয়োজিত হইয়াছেন, অতএব আমা-

দের অভীষ্টবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবারই সমধিক সম্ভাবনা।” নেপোলিয়ন কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, যে টুলোঁ অবরোধ করিবার নিমিত্ত যে সমুদায় প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, সেগুলি বিশুদ্ধ ছিল না, বিশেষতঃ অধ্যক্ষগণ সাবধানে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন নাই। নগর দাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল অগ্নিময় উত্তপ্ত গোলা রাখা হইত; তৎসমুদায় শিবির হইতে এত দূরে সন্নিবেশিত ছিল, যে তথা হইতে আনয়ন করিবামাত্র শীতল হইয়া যাইত। সুতরাং তাহাতে অভিপ্রেত কার্য্য সুসিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু বিদ্রোহীরা চিত্রকর কার্তোঁ ও চিকিৎসক ডপে শস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ এই দুই ব্যক্তির উপর যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্য চালাইবার ভার দেওয়ায়, সেনাগণ একবারে নিরুৎসাহ হইয়াছিল। নেপোলিয়ন এবম্বিধ অনেক দোষ দর্শন করিয়া তৎসমুদায় সংশোধন করিলেন এবং বিজয়ের মূলীভূত একটী প্রধান অন্তরীপের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইল। এই স্থানটী নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত হইলেও তথা হইতে টুলোঁর অভ্যন্তরভাগ ও পোতাশ্রয় স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইত। আক্রান্ত ও আক্রমণকারী উভয়পক্ষেরই এই সংস্কার ছিল, যে এই অন্তরীপ নগর হইতে সমধিক দূরবর্ত্তী। ইহা অধিকার করিলে অবরোধের পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইবে না। ইহা বিবেচনা করিয়া কোন পক্ষই তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। নেপোলিয়ন প্রকৃতবিষয়ে উহার উপযোগিতা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, যে “এই প্রধান অন্তরীপটী একবার অধিকার করিতে পারিলে, ইহার উপরিভাগে আগ্নেয়াস্ত্রপ্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং এই স্থান হইতে গোলা বর্ষণ করিলে, অত্রত্য উপসাগরস্থ সমুদায় রণতরি অবিলম্বে ভস্মীভূত হইতে

পারে। তদ্দর্শনে ব্রিটিস সৈন্যগণ ভীত হইয়া হয় ত পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে, অথবা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিবে।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অনেক কষ্টের পর তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন এবং অবরোধের পক্ষে ঐ স্থানের উপযোগিতার বিষয় যেরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সম্যক্ ফলিত হইল। ইংরাজ সেনাগণ রণতরি সকল লইয়া দূরে প্রস্থান করিল। টুলোঁর অধিবাসিগণ তাহাদের নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিল, “আমাদিগকেও জাহাজে তুলিয়া লইয়া চল। অত্যাচারী নৃশংস বিদ্রোহীদিগের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না; তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা আমাদের প্রাণবধ করিবে।” এইরূপ বারংবার প্রার্থনা করায় সংগ্রামপোতে প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র লোক আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ তথায় স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে নির্দ্দয় অত্যাচারীদিগের হস্তে নিপতিত হইল। তাহাদের কাতরস্বর, চীৎকারধ্বনি এবং গোলাগুলির শব্দে সংগ্রামস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল। দহ্যমান পোত সমুদায়ের আলোকে তত্রত্য পোতাশ্রয় আলোকময় হইল। ফলতঃ উক্ত নগরের অবরোধকালে যেরূপ নৃশংস ব্যাপার ও ভীষণ কাণ্ডের সম্ভাবনা করা গিয়াছিল, সেইরূপই অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে, যে এই সময়ে নেপোলিয়নের অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে অনেক লোককে কারারুদ্ধ রাখে। তিনি স্বয়ং আপদে পতিত হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সেই বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্রোহীদিগের অধিপতিগণ এই সময়ে একটী বিষয়ে এরূপ নির্দ্দয় স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, যে তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাঁহারা এই ঘোষণা করিয়া

দিয়াছিলেন, যে যাহারা টুলোঁ নগরের অবরোধকালে দুর্গ-রক্ষার্থে নিযুক্ত ছিল, তাহারা এক্ষণে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে, আমরা বিশেষ আনুকুল্য এবং সংগ্রামনিহত সৈন্য-দিগের শূন্য পদ সমুদয় তাহাদের দ্বারা পরিপূরণ করিব। অনন্তর ঐ ঘোষণানুসারে ১৪০ জন দরিদ্র ব্যক্তি কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কর্ম্মপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, সেই নিরাশ্রয় হতভাগ্যেরা তথায় আসিবামাত্র ঐ নির্দ্দয় অধিপতিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতি উদ্বন্ধনদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

টুলোঁ নগরের অবরোধকালে নেপোলিয়নের পার্শ্ববর্ত্তী এক জন সৈনিক পুরুষ অকস্মাৎ গুলিদ্বারা আহত হয়। তৎকালে তিনি সেনাগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সেই মুমূর্ষু সৈনিকের হস্ত হইতে পতিত বন্দুক লইয়া গুলিদ্বারা পরিপূরিত করেন। ঐ আহত সৈন্যের চর্ম্মরোগ ছিল। কোন প্রকার সংস্রববশতঃ তিনিও ঐ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। উত্তমরূপে ঐ রোগের চিকিৎসা না হওয়াতে বহুদিবসাবধি তিনি উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

জুনো এবং ডুরোঁ নামে প্রধান সৈনিকদ্বয় উক্ত নগরের অবরোধসময়ে নেপোলিয়নের বীরোচিত অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। জুনো স্বীয় পিতাকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "আমাদের তরুণ-বয়স্ক সেনাপতির সদৃশ লোক জগতে দুর্লভ; বহু শতাব্দীর মধ্যে এরূপ দুই একটি লোক কেবল ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন।" নেপোলিয়নের বিষয় তদীয় সৈনিকেরা এইরূপে বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলেও, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাবশতঃ তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জাতিসাধারণ

সমাজের প্রেরিত কার্ত্তো ও ডপে নামক ভীরু প্রতিনিধিদ্বয় সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া আপনারাই জয়নিবন্ধন গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে যুদ্ধ-বিষয়িণী বিজ্ঞাপনী পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে নেপোলিয়নের নামোল্লেখও করেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নেপোলিয়ন টুলোঁর অবরোধকালে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের অগোচর ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী ফরাসী উপদুর্গ সমুদায়ের তত্ত্বাবধায়কতাপদে নিযুক্ত করেন। তিনি উক্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করায়, অধ্যক্ষগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ইটালিদেশের পর্য্যন্ত-সীমায় অবস্থিত সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিয়দ্দিন অধীনভাবে থাকিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করেন। জেনোয়া নগরে যে ফরাসী রাজদূত ছিলেন, তিনি তত্রত্য প্রতিবেশিবর্গকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার সুযোগ দেখিতেছেন; তাঁহার প্রতি জাতিসাধারণ সভার এই সংশয় উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহারা নেপোলিয়নকে দৌত্যকার্য্যে বরণ করিয়া সঙ্গোপনে তথায় প্রেরণ করেন। কনিষ্ঠ রবস্পিয়ার তাঁহার যথেষ্ট সমাদর ও তদীয় গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এই নিমিত্ত জেনোয়ানগর গমনকালে তিনি নেপোলিয়নের সমভিব্যাহারী হন। এই সময়ে বিদ্রোহীরা

চক্রান্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ রবস্পিয়ারের * প্রাণবধ করে। এই শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কনিষ্ঠ রবস্পিয়ার পারিসে প্রতিগমন করেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে নেপোলিয়নকে সমভিব্যাহারে আসিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তদীয় মনোরথ পূর্ণ করেন নাই। ফলতঃ তৎকালে তিনি রবস্পিয়ারের সঙ্গে না আসিয়া বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছিলেন, অন্যথা রবস্পিয়ার ও তদীয় আত্মীয় পক্ষের ভাগ্যে যে দশা ঘটিয়াছিল, তাঁহার ভাগ্যেও নিঃসন্দেহ সেই দশা ঘটিত। যাহা হউক, তথাপি তিনি পরাক্রান্ত অভ্যুত্থিত নূতন দলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তিনিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, এই সন্দেহ করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। তদনুসারে তাঁহাকে বন্দিদশায় কতিপয় সপ্তাহ অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

নেপোলিয়ন যে কার্য্যকারকের হস্তে ধৃত হন, বন্দিদশায় তাঁহার নিকট আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত এই আবেদন করিয়াছিলেন; "মহাশয়! যদি আপনার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপকারসাধনক্ষম মাদৃশ সেনাপতিকে নিধন করিতে আপনি কি অভিলাষী হইবেন? আমি স্বদেশের উপকারী কি অপকারী, এবং দেশীয় লোকে আমার গৌরব করে কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, পরে আমার জীবন হরণ করিবেন। আমি জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমি দেশীয় লোকের ঘৃণার পাত্র, যদি ইহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে

* ইনি ফরাসী বিদ্রোহীদিগের প্রধান নেতা। ইনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ও নৃশংস ছিলেন। ইঁহার আদেশানুসারে যে কত নর নারী কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইনি বিপক্ষপক্ষের ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া পরিশেষে খড়্গাকার অস্ত্রবিশেষের (গিলটাইন) আঘাতে হত হন।

অভিলাষ করি না।" নেপোলিয়নের উক্ত আবেদন ফলোপধায়ক হইল। তিনি কারামুক্ত হইয়া পারিসে প্রত্যাগমন করিতে অনুমত হইলেন।

অচিরস্থায়িনী বন্দিদশায় তিনি সময় বৃথা ব্যয় করেন নাই। তৎকালে তিনি যে কর্মচারীর রক্ষণাধীনে ছিলেন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাকে ইটালিদেশের মানচিত্র পরিদর্শন করিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার অনন্তরবর্ত্তী কার্য্যজাত দেখিয়া ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, যে যুদ্ধযাত্রাপ্রভাবে তদীয় নাম উত্তরকালে ইউরোপখণ্ডে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, তিনি কারাবাসের সময় তদ্বিষয়ক কৌশল উদ্ভাবন করিতে শিথিল-প্রযত্ন হন নাই।

একদা অপরাহ্নে নেপোলিয়ন সাতিশয় ক্লান্ত হওয়াতে, কারাবাস-ক্লেশ-মোচনার্থ, তথায় কোন পুস্তক অন্বেষণ করিতেছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী আধারে একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন। উহাতে রোম দেশের স্বত্ববিষয়িণী ব্যবস্থা সকল নিরূপিত ছিল। তিনি সেই পুস্তকখানি অভিনিবেশপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সেই বিধি সকল ভবিষ্যতে তাঁহার উপকারে আসিবে কি না, তাহা তিনি কখন কল্পনাও করেন নাই, কিন্তু তথাপি তৎসমুদায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হৃদয়ে ধারণা করিলেন। অনন্তর সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, উহাদের ফলবত্তা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি যে সময় প্রধান প্রধান ব্যবস্থাপকগণের সহায়তায় স্বদেশীয় ব্যবস্থা সমুদায় বিধিবদ্ধ করেন, তৎকালে ব্যবস্থাশাস্ত্রের মূল নিয়মে, তাঁহার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া ব্যবস্থাপকগণ সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়নের জীবন-চরিতের এই অংশটী পাঠ করিয়া এই উপদেশ পাওয়া যায়, যে যিনি স্বীয় উন্নতি-সাধন কামনা করেন,

তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তদ্বিষয়ে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন। নেপোলিয়ন কারাগৃহে থাকিয়াও ব্যবস্থা শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহে ও তদীয় সার-সঙ্কলনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অনন্তর নেপোলিয়ন প্যারিসে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অভিনব গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্ম্ম প্রার্থনায় আবেদন করেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন নাই। লাবেণ্ডি-নামক স্থানে নিবেশিত পদাতি সৈনিক দলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করা ন্যায়ানুমোদিত নহে, এই কারণেই হউক, অথবা পদাতিক সেনাদলের অধিনায়কতাপদ-গ্রহণে অনিচ্ছাবশতই হউক, তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই। পরন্তু যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি তাঁহাকে এই বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন, যে "তোমার অতি অল্প বয়স,' তুমি যুদ্ধ কার্য্যের কি জান।" তিনি তাহার এই সুতীক্ষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, যে " বৎসরানুসারে যোধগণের বয়ঃক্রম গণনা করা উচিত নহে, যুদ্ধ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় অবধি তাহার সংখ্যা-নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।"

নেপোলিয়ন এই সময়ে কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে নিরুপায় হইয়া পারিসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় বোরিয়েনের সহিত তাঁহার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়। তৎকালে রিক্তহস্ত হওয়াতে তাঁহার দূরারোহিণী আশালতা ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল এবং দুরবস্থায় পতিত হইয়া মানসিক তেজের হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি বোরিয়েন ও তদীয় বন্ধুবর্গের গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে তদীয় আহার-সামগ্রী যোগাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা কোন ধনাঢ্য সুরা-বিক্রয়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার তাদৃশ সৌভাগ্যোদয়

শ্রবণে সাতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। মনে মনে বিবেচনা করি-লেন, যে "এই সন্নিহিত রাজবর্ত্মের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ভব-নের অধিকারী হইতে পারিলেই এবং নিজের গমনাগমনের জন্যে একখানি শকট থাকিলেই, আপনাকে কথঞ্চিৎ চরিতার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি।" যাহা হউক, মানুষের সকল অবস্থা সমান যায় না। তিনি যে পরিণামে পার্থিব সুখসম্পদ্ সম্ভোগ করি-বেন, এক্ষণে তাহার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অর্থাগমের নানা উপায় চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, যে "ফরাশীদেশ পরিত্যাগ করিয়া তুরুষ্কদেশীয় সৈনিক দলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এখানে থাকিলে হয় ত, চিরকালই এই অবস্থায় থাকিতে হইবে।" লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে যে "দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের অগ্র-দূত।" তিনি পরিণামে এই বাক্যের যাথার্থ্য বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন।

এই সময়ে (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) ফরাশীদেশীয় প্রকৃতিবর্গ অভি-নব বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী-দর্শনে অসন্তুষ্ট ও অপরক্ত হইয়া উঠিল, এবং সমস্বরে কহিতে লাগিল, যে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহারা এতাবৎ-কাল জাতি-সাধারণ সভার প্রতি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দেখিল, যে এই সভা দ্বারাই দেশের বিশেষ অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে। অতএব ইহারও অবস্থাগত পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বিদ্রোহীদলের অধিপতিগণ লোকের তদানীন্তন মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন। ইহা স্থিরীকৃত হইল, যে এখন অবধি পাঁচ জন ডিরেক্টর শাসন-সম্পর্কীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিবেন। আর

জাতি-সাধারণ সভার পরিবর্ত্তে অপর দুইটী সমাজ সংস্থাপিত হইবে। তাহাতে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের বাদানুবাদ চলিবে এবং প্রত্যেক সমাজের সভ্যগণকে পরস্পরের মতসাপেক্ষ হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাঁহারা পক্ষপাতদূষিতচিত্তে আরও একটী নিয়ম করিলেন, যে জাতি-সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশ সভ্য নূতন সমাজদ্বয়ের সভ্য হইবেন। এই শেষোক্ত নিয়মটী নির্দ্ধারিত না হইলে উক্তপ্রকার পরিবর্ত্তন সকলেরই অনুমোদনীয় হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। পারিসের ধনাঢ্য লোকেরা বিদ্রোহিগণের এবম্প্রকার অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া বিবেচনা করিলেন, যে এই প্রকার পরিবর্ত্তনে ঐ দলেরই সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকিতেছে, নূতন সমাজ কেবল নামান্তর মাত্র; ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নূতন গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। নব-বিদ্রোহিগণের এই জয়লাভ দর্শনে গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং এই সঙ্কটের সময় যিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন, এমত যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে নব-নিয়োজিত ডিরেক্টর বারাস নেপোলিয়নের বীরোচিত সাহস ও ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি কর্শিকাবাসী এক জন যুবা পুরুষকে বিলক্ষণ চিনি। তিনি কিছুতেই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার লোক নহেন। তিনিই এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি।"

অনন্তর সৈনিকদলের অধিনায়কতাপদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়নকে অনুরোধ করিলে, তিনি উভয় পক্ষের বলাবল বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং কোন্ পক্ষ অবলম্বন

করিলেই বা স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই রূপ ধ্যান-পরায়ণ হইয়া পরিশেষে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার যাদৃশ ক্ষিপ্রকারিতাগুণ ছিল, তাদৃশী অসাধারণ বিবেক-শক্তিও ছিল। তিনি কার্য্যকালে এই উভয় গুণই প্রদর্শন করিতেন।

পারিসের অনতিদূরবর্ত্তী একটী অস্ত্রাগার অধিকার করিবার নিমিত্ত তিনি নিশীথ সময়ে এক জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। সেই কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য কামান, বন্দুক ও গোলাগুলি প্রভৃতি সমুদায় যুদ্ধোপকরণ অবলীলাক্রমে হস্তগত করিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরক্ষণেই বিপক্ষ সৈনিক দল পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রশালা অধিকার করিবার মানসে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব-বলে অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে হতাশ হইয়া তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে হইল। এই সময়ে প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য নেপোলিয়নের অধীনে ছিল। এতদ্ব্যতীত, এক দল স্বতঃপ্রবৃত্ত সেনাও তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিল। এই শেষোক্ত সেনাদলের প্রায় অধিকাংশ লোক পারিস নগরস্থ নিম্নশ্রেণী হইতে সংগৃহীত হইলেও, উহারা "পবিত্র দল" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ন তৎকালে প্রধান প্রধান রাজমার্গের চতুষ্পথে কামান রাখিয়া দিলেন, এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত জাতিসাধারণ সভায় আট শত বন্দুক পাঠাইলেন। যাহারা কার্য্যে কিছু না করিয়া কেবল কথায় সাহস প্রকাশ করে, তাহারা তৎকালে তাঁহার এই সকল অনুষ্ঠান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে বিদ্রোহীরা আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিল, এবং রণস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র নেপো-

লিয়নের কার্য্যদক্ষতা ও কৌশল-সম্পন্ন উপায়বলে ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। নেপোলিয়নের এই জয়লাভদর্শনে পরম প্রীত হইয়া জাতিসাধারণ সভা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে পারিস নগর ও অভ্যন্তরীণ ভূভাগের সেনানী-পদ প্রদান করিলেন। এই উচ্চতর সৈনিকপদে অধিরূঢ় হওয়াতে তাঁহার দারিদ্র্যদশা ও দুঃখের অবসান হইল। তিনি প্রভূতধনশালী হইয়া উঠিলেন। সামান্য বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন এবং সকলেই তাঁহার গৌরব ও সম্মাননা করিতে লাগিল। তদবধি তদীয় বন্ধুগণ অভ্যস্ত রীতি অনুসারে তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি আর তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না।

এই সময়ে নেপোলিয়নের ভাবী সৌভাগ্যের প্রসূতিস্বরূপ আর একটী ঘটনা উপস্থিত হইল। এক দিবস তিনি স্বীয় কার্য্যালয়ে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে একজন সৈনিক পুরুষ সুশীল ও সৌম্যমূর্ত্তি একটী বালককে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "এই বালকটী বিদ্রোহ-ঘটনার সময়ে মৃত মহাত্মা মারকুইস ডি বোহারনের পুত্র; পৈতৃক-তরবারি-প্রার্থনায় ভবৎসন্নিধানে সমাগত হইয়াছেন।" সৈনিক পুরুষ এই রূপে বালকের পরিচয় প্রদান করিলে, নেপোলিয়ন তাহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন। সে পিতার তরবারি প্রাপ্ত হইবামাত্র শোকে অধীর হইয়া অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নেপোলিয়ন দুঃখার্ত্ত হইয়া তাহার শোকাপনোদন করিবার নিমিত্ত বহু প্রয়াস পাইলেন এবং বিবিধ-প্রকারে তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিলেন। সেই বালকের জননী পুত্রের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পর দিন তথায় আসিয়া নেপোলিয়নের তাদৃশ শিষ্টাচারনিবন্ধন তাঁহাকে

অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই যুবতীর নাম যোষে-ফাইন। ইনি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার সময়ে এরূপ ভব্যতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন, যে তদ্দ্বারা নেপোলিয়নের চিত্ত বিগলিত ও বিমোহিত হইয়া গেল। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তদীয় পাণিগ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। যোষেফাইন পূর্ব্বদিবস পুত্রের নিকট তদীয় আকৃতি ও প্রকৃতির বিষয় যেরূপ অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে পরস্পরের সাক্ষাৎ-কার হইবার অগ্রেই নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে পরিণয়বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়াতে, তিনি তদ্বিষয়ে আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, স্বামী ও ভার্য্যা উভয়ের অর্দ্ধাঙ্গভাব সম্বন্ধ। পতি যে সুখ দুঃখ ভোগ করেন, পত্নীও তাহার অংশ-ভাগিনী হন। সুতরাং এক ব্যক্তির জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে, তদীয় ভার্য্যার বিষয় বর্ণন করাও নিতান্ত আব-শ্যক; অন্যথা প্রস্তাবিত বিষয়টী বিকলাঙ্গ হয়। অতএব এস্থলে যোষেফাইনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

যোষেফাইন পরমদয়ালু ও দানশৌণ্ড ছিলেন। পতির উপর তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। এই আধিপত্যনিব-ন্ধন সচরাচর সাধারণের সবিশেষ উপকার দর্শিত। তিনি স্বামীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। মুহূর্ত্তকালও স্বামী-ব্যতিরেকে থাকিলে, আপনাকে অসুখী বিবেচনা করিতেন এবং স্বামী কোন রূপ ক্লেশ বা বিপদে পতিত হইলে, স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকেও তাহাতে পাতিত করিতেন।

যোষেফাইন এইরূপ বহুগুণের আধার হইয়াও দোষসম্পর্ক-

শূন্য ছিলেন না। তিনি স্বামীকে প্রতারণা করা দোষ বলিয়া গণনা করিতেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম নেপোলিয়নের অপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি বিবাহের দিবস আপনার প্রকৃত বয়স গোপন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া অপেক্ষাকৃত ছয় বৎসর ন্যূনবয়স্কা স্বীয় ভগিনীর জন্মপত্রিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় পরিচ্ছদপ্রিয়া ছিলেন। স্বামীর অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে মহার্হ পরিচ্ছদ ও গৃহসামগ্রী ক্রয় করিতেন। তন্নিবন্ধন সাংসারিক আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবার সময়ে স্বামীর সহিত তাঁহার নিরন্তর বিবাদ উপস্থিত হইত। তিনি স্বামীর নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত নিয়মিত পণ্য-প্রদাতৃগণকে মধ্যে মধ্যে বলিয়া পাঠাইতেন, যে "তোমারেদ যত প্রাপ্য হইয়াছে, সম্প্রতি তাহার অর্দ্ধাংশমাত্রের বিবরণপত্র প্রেরণ করিবে।" যিনি এবম্ভূত নানাগুণরত্নে মণ্ডিত ছিলেন, এবং স্বামীর উপর প্রভূত প্রভুতা স্থাপন করিয়া পরোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রে এতাদৃশ কলঙ্ক থাকা, কি শোচনীয় ব্যাপার, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

নেপোলিয়ন বিবাহের পর পারিসে অধিকদিন অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। দ্বাদশ দিবসের মধ্যেই তাঁহাকে যোযেফাইনের সহবাস পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎকালে ইটালিদেশে অবস্থিত ফরাসি সেনাদলের অধিনায়কতাপদে নিযুক্ত হওয়াতে তিনি অবিলম্বে উক্ত দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এই সময়ে প্রিয়তমার নিকট যে সকল পত্রিকা প্রেরণ করেন, তৎসমুদায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই পত্রগুলি পাঠ করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে তাঁহারা উভয়েই প্রগাঢ় প্রণয়পাশে আবদ্ধ ছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের পরস্পরানুরাগ

এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে যোষেফাইন ও তদীয় কন্যা হর্টেন্‌স উভয়ে সূচীকর্ম্ম দ্বারা নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া যোষেফাইন পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে নিরন্তর পতিবিষয়ক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, উহা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ প্রতিকৃতি নেপোলিয়নের প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালিকায় নিহিত ছিল। যে সময় লণ্ডন নগরে নানাবিধ দ্রব্যজাত প্রদর্শিত হয়, তৎকালে সেই প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

টুলোঁর যুদ্ধকালে নেপোলিয়নকে অধীনভাবে থাকিয়া, অধিনায়কতার কার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই যাত্রায় তদীয় হস্তে সমরসংক্রান্ত অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াতে, তিনি দ্রুতপদে ও উৎসাহপূর্ণ-হৃদয়ে ইটালিদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি এক্ষণে যে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। তৎকালে তত্রত্য ফরাসি সৈনিকগণের অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাজয়-প্রযুক্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া ইটালিদেশের পর্য্যন্তসীমায় অবস্থিতি করিতেছিল। তথাহইতে এক পাদও অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিপক্ষসেনা অপেক্ষা তাহারা সংখ্যায় ন্যূন ছিল। তাহাদের পরিচ্ছদ ও যুদ্ধোপকরণ সমুদায় নিতান্ত জঘন্য হইয়াছিল। তাহাদের চরণে পাদুকা ছিল না এবং অনেক দিন অবধি তাহারা বেতন প্রাপ্ত হয় নাই। নেপোলিয়ন এই সঙ্কটের সময় তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় অবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত করিলেন। তিনি সমবেত সেনাগণের সমীপে উৎসাহ-

বর্দ্ধক ও প্রীতিকর এইরূপ বক্তৃতা করিলেন, "সৈনিকগণ! সাধারণতন্ত্র তোমাদের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী আছে, কিন্তু উঁহার এরূপ কোন বিষয় বিভব নাই, যে তদ্দ্বারা তোমাদের সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে; একারণ আমি পৃথিবীতলস্থ সাতিশয় উর্ব্বর ভূভাগ তোমাদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি। এই স্থানে সমৃদ্ধিশালী ও ধনরত্নপরিপূর্ণ অনেক প্রদেশ ও উপনগর আছে। তোমরা মনে করিলে, এই সমুদায় অনায়াসে হস্তগত করিতে পার। এবিষয়ে সিদ্ধিলাভ তোমাদের পক্ষে দুরূহ হইবে না। অতএব পুরোভাগে এতাদৃশ লোভনীয় বস্তু বিদ্যমান থাকিতে, তোমাদের সাহসহীন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।"

নেপোলিয়ন এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, সৈনিকগণের অন্তঃকরণে আশা সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং অনতিবিলম্বে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়াদেশীয় সেনাগণ তাঁহাদের গমনের অন্তরায় হইল। এই চমূগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া, জেনোয়াসন্নিহিত আল্পস পর্ব্বতের গমনীয় পথ সমুদায়ের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। নেপোলিয়ন যাত্রার এই বিঘ্ন দেখিয়া, স্বীয় বাহিনীসকল সমবেত করিয়া, অন্যতম বিপক্ষসেনাদল আক্রমণ করিলেন, এবং সৈন্যসংখ্যার আধিক্যনিবন্ধন সত্বর তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া, তিনি মুহূর্ত্তকালও সৈনিকগণকে বিশ্রামার্থ অবকাশ প্রদান করিলেন না; পরক্ষণেই আবার তাহাদিগকে একত্র করিয়া, অপর দুই সেনাদল ক্রমান্বয়ে আক্রমণ ও পরাজয় করিলেন। ফলতঃ তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রকারিতাপ্রভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে কৃতকার্য্য হইলেন, যে পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাদল সংগ্রামকালে পুরোবর্ত্তী সহচরবর্গের

পরাজয়বৃত্তান্তও অবগত হইতে পারিল না। এই যুদ্ধ "মণ্টিনটির যুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। উহাতে উত্তরকালে মহৎ ফল ফলিয়াছিল। সার্ডিনিয়ার রাজার বাসভূমি ঐপ্রকার স্থানে অবস্থিত ছিল, যে তাঁহাকে আল্পস গিরির দৌবারিক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। তিনি নেপোলিয়নের প্রতাপে বশীভূত হইয়া, কতিপয় প্রধান উপদুর্গ তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং অপমানসূচক কয়েকটী নিয়মে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন। এই অবমাননায় ভগ্নমনোরথ হইয়া, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং ঈদৃশ আন্তরিক যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন, যে অল্পদিবসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

নেপোলিয়ন এইরূপে সিদ্ধকাম হইয়া সময় বৃথা নষ্ট করিলেন না। বিপক্ষ সেনাগণ যে যে স্থানের রক্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে তথা হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন এবং সেই সমুদায় স্থান স্বয়ং অধিকার করিয়া, পরিশেষে টুরিণ, মিলান ও পেবিয়া এই নগরত্রয় অবরোধ করিলেন। অষ্ট্রিয়াগবর্ণমেণ্ট এই অসম্ভাবনীয় পরাজয়বশতঃ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া, উমরসরনামক বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ সেনাপতিকে অধিনায়কতাপদে নিযুক্ত করিয়া, অভিনব সেনাদল প্রেরণ করিলেন। নূতন সেনানী অশীতি সহস্র সৈনিক সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ব্যূহরচনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তদনুসারে তিনি সৈনিকগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলেন। এই সময়ে নেপোলিয়নের অধীনে কেবল ত্রিংশৎ সহস্র সৈনিক ছিল। তিনি বলবিন্যাসবিষয়ে বিপক্ষ সেনানায়কের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রণালী

অবলম্বন করিলেন। তিনি সৈনিকগণকে একত্র সমবেত করিয়া ক্রমে ক্রমে শত্রুপক্ষীয় তিনটী সেনাদলই আক্রমণ ও পরাভব করিলেন। উম্‌রসর কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই স্বীয় বহুসংখ্যক সেনা হত ও আহত দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে দুর্গবেষ্টিত মাণ্টুয়া-নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অষ্ট্রিয়া-গবর্ণমেণ্ট অরাতিগণের এবম্ভূত অশ্রুতপূর্ব্ব জয়লাভ-দর্শনেও হতাশ না হইয়া, পুনরায় অপর এক ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া রণস্থলে প্রেরণ করিলেন। এই নব নিয়োজিত সেনানীও তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুসারে পূর্ব্ববৎ সৈনিকগণকে তিন ভাগে বিভক্ত ও পরস্পর কিয়দ্দূর ব্যবহিত করিয়া সন্নিবেশিত করিলেন। এই সময়ে ফরাসিদেশ হইতে অনেক সৈন্য আসিয়া নেপোলিয়নের সেনাগণের সহিত সংযোজিত হওয়াতে, তিনি সৈন্যবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্বতন সেনানায়ক-গণের ন্যায় এই অভিনব সেনাপতিরও ভ্রান্তিসঙ্কুল ব্যূহরচনা-দর্শনে পূর্ব্বক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক বিপক্ষগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিলেন এবং বৃদ্ধ সেনানী উমরসরকে মাণ্টুয়ানগর হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়া, স্বয়ং তাহা অধিকার করিলেন।

অষ্ট্রিয়া-গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপার-দর্শনেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, পরিশেষে যুবরাজ চার্লসকে সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও ফলোপধায়িনী হইল না। তিনি অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে হতাশ হইয়া ইটালি হইতে রাজধানী প্রতি-গমন করিলেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নেপোলিয়নের এই রূপ আকস্মিক প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও ইটালি-দেশের নানা প্রদেশস্থ রাজগণ সাতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। তৎকালে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ অনন্যোপায় হইয়া, স্বীয়

রাজ্যের আক্রমণ-নিবারণার্থ নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। মডেনার ডিউক ও ইটালিদেশস্থ অপরাপর সামন্তগণ কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ কতিপয় প্রধান নগর সমর্পণ করিয়া, তাঁহার অনুগত হইলেন। তত্রত্য সমুদায় রাজগণের ভাগ্যেই প্রায় এই দশা ঘটিল; কেবল নেপল্‌সের রাজা বিজয়ীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, কিয়দ্দিনের নিমিত্ত স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। বহুকাল সংস্থাপিত বিনিস্‌নগরস্থ সাধারণতন্ত্রের সদস্যগণ তদীয় অনুগ্রহভাজন হইবার নিমিত্ত বহুপ্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন তাহাদের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত রাজ্যতন্ত্র সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। তত্রত্য রাজ্যসমুদায় ফরাসি ও অষ্ট্রিয়া-রাজ্যভুক্ত হইল।

ইটালিদেশে নেপোলিয়নের যুদ্ধযাত্রার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। তিনি যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তাহার লক্ষণ সকল এই সময়ে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অধ্যবসায়, কার্য্যদক্ষতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণের ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে সকল উপায় প্রয়োগ ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিতেন, তৎসমুদায় অব্যভিচরিতরূপে ফলোপধায়ক হইত। এই সকল বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

নেপোলিয়নের এবম্প্রকার আশু বিজয়লাভের প্রকৃত কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে তিনি সমরসংক্রান্ত ব্যূহরচনাবিষয়ে নূতন প্রণালী অবলম্বন করাতেই তদ্বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে শস্ত্রবিদ্যা অত্যন্ত হীনাবস্থায় ছিল, তাহার উন্নতিসাধন করিবার নিমিত্ত

কেহই যত্নবান্ হন নাই। কতকগুলি নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ও একরূপ রীতিক্রমে যুদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এক ঋতুতে সৈনিকগণ একটী অথবা দুটীর অধিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না। শীতকালে তাহারা যুদ্ধব্যাপারে একবারে বিরত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিত। কিন্তু নেপোলিয়নের সময়ে এই সকল বিষয়ের অনেক ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সৈনিক-গণ সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া শত্রুগণের অভিমুখে যাত্রা করিতেন। একটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই বিরত হইতেন না। তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই পুনর্ব্বার সেনাসংগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া, সমধিক দূরে অবস্থিত বিপক্ষবর্গকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতেন। তদ্দর্শনে তাহারা ইতি-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইত। সুতরাং তাঁহার জয়লাভ দুরূহ হইত না। তিনি এই রীতি অনুসরণ করাতে, একটী সংগ্রামের পরেই আর একটী সংগ্রাম উপস্থিত হইত। ফলতঃ তাঁহার সময়ে যত শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধব্যাপার সম্পাদিত হইত, এরূপ প্রায় কোন কালেই হয় নাই। তিনি যুদ্ধকালে স্বকৃত যুদ্ধ-সমুদায়ের প্রতিকৃতি উঠাইবার নিমিত্ত একজন নিপুণ চিত্রকর নিযুক্ত করেন। সে ব্যক্তি একটী সংগ্রামের আদর্শ সমাপন না করিতেই, তিনি আর একটী যুদ্ধে জয়ী হইতেন। যুদ্ধ-ব্যাপারের এইরূপ সত্বরতানিবন্ধন সেই চিত্রকর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, স্বকীয় কার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে অপারগ হইয়াছিল।

একদা অষ্ট্রিয়াদেশীয় একজন বহুদর্শী সৈনিক পুরুষ নেপোলিয়নকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখানে একজন যুবা পুরুষ আছেন। তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়মবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তিনি যে রীতি অনুসারে সংগ্রামক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট। তিনি অদ্য আমাদের পশ্চাদ্ভাগে

আছেন, কল্য আবার পুরোবর্ত্তী হইবেন; পরদিন আবার হয় ত আমাদের পশ্চাদ্ভাগেই থাকিবেন। সমরসংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মের এরূপ ব্যতিক্রম কোন প্রকারেই সহ্য হয় না।”

“নেপোলিয়ন স্বীয় সৈনিকগণকে আপদে পাতিত করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা পান।” তৎসম্বন্ধে এই অপবাদ প্রচারিত হয়। কিন্তু তিনি ইটালি, লোদী ও আর্কোলার যুদ্ধকালে যেরূপ অসংসাহসিকতা প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ঐ অপবাদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ লোদীর যুদ্ধের সময় তাঁহার সাহসের বিষয় স্মরণ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ স্থানের নিম্ন দিয়া একটী নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তদুপরিস্থ একটী সেতুর প্রান্তভাগে বিপক্ষগণ ত্রিশটী কামান শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং তাহা হইতে অনবরত গোলাগুলিপ্রভৃতি আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় তথায় অগ্রসর হওয়া সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। ফরাসিসেনাগণ তদভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন তদ্দর্শনে ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, স্বয়ং পতাকা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় সৈনিকগণের পুরোভাগে স্থাপন ও তৎসমভিব্যাহারে বিপক্ষগণের অভিমুখে গমন করিলেন, এবং সম্মুখবর্ত্তী ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের করাল কবল হইতে অদ্ভুতরূপে মুক্তিলাভ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন। আর্কোলার যুদ্ধকালেও তাঁহার ঈদৃশ দুঃসাহস প্রদর্শিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার জীবনকালে যত যুদ্ধঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই দুইটী যুদ্ধের সময় তিনি যেরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, এরূপ বিপদ্ আর তাঁহার জন্মাবচ্ছিন্নে ঘটে নাই। তিনিও নিজে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অধীনস্থ সেনাগণ বিপদে পতিত হইলে, যে সেনানায়ক আপনাকেও তাহাতে পাতিত করেন, তাহারা তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া থাকে। নেপোলিয়নের এতাদৃশ-সদ্ভাবনিবন্ধন তদীয় সৈনিকগণ তাঁহাকে সমধিক আদর ও ভক্তি করিত এবং নির্ভয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইত। তিনিও ঈদৃশ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, যে কদাপি তাহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করিতেন না। তাহারা তদীয় ভাবী আক্রমণের বিষয়ে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিত এবং তৎসম্বন্ধে কখন কখন এরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিত, যে তাহা তিনি কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন। একদা তিনি এরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্র বিষম বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। এমত সময়ে একজন দীর্ঘকায় সৈনিক পুরুষ অকস্মাৎ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে সরাইয়া দিয়া, পরিশেষে সমুচিত সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিল, "মহাশয়! আপনি আমাদের কাণ্ডারিস্বরূপ, আপনার মৃত্যু হইলে আর কোন্ ব্যক্তি আমাদিগকে এই বিপত্তিসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন?"

নেপোলিয়ন স্বীয় সৈনিকগণকে এইরূপে সমধিক প্রশ্রয় দিয়াও, কিরূপে তাহাদের নিকট আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাহারা কোন সংগ্রামে পরাজিত হইলে, তিনি এই বলিয়া ভৎর্সনা করিতেন, "এই ব্যক্তিগণ অদ্যাবধি ফরাসি সৈনিক নামে অভিহিত হইবার অনুপযুক্ত। ইহারা যে ইটালিবিজয়ী সৈন্য নহে, তাহা ইহাদের পতাকায় লিখিয়া দেওয়া হউক।" নেপোলিয়নের এইরূপ তিরস্কারে তাহাদের অন্তঃকরণ যেন শল্যে বিদ্ধ হইত। তাহারা লজ্জাবনতমুখে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিত,

"আমাদিগকে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমরা যদি পুনর্ব্বার পরাজিত হই, তাহা হইলে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।" এইরূপে অনুনয় বিনয় করিয়া পরিশেষে তাহারা তদীয় অনুগ্রহ-ভাজন হইত।

নেপোলিয়নের যুদ্ধকালে চাতুরী-প্রদর্শন প্রায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সত্যের প্রতি অনাদর করিয়াও তাহা সম্পাদন করিতেন। ইটালির সংগ্রামকালে ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। একদা কোন কারণ-বশতঃ শত্রুগণের অভিমুখে বিলম্ব করিয়া যাত্রা করা, তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হয়। তিনি তৎকালে তাহাদিগকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া, ফরাসি গবর্ণমেণ্ট সন্ধি করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, এই ব্যপদেশে সন্ধিপতাকা প্রেরণ করেন। তদ্দর্শনে বিপক্ষেরা অভিগমনে বিরত হইয়াছিল। অপর এক সময় তিনি অল্প-সংখ্যক সৈনিক সমভিব্যাহারে একটী পল্লীতে অবস্থিত ছিলেন, এমত সময়ে বহুসংখ্যক অষ্ট্রিয়-সেনা আসিয়া, অকস্মাৎ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে। তৎকালে অষ্ট্রিয় সেনানায়ক, নেপোলিয়ন তথায় উপস্থিত নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া, দূতদ্বারা এই সন্দেশ প্রেরণ করেন, "ফরাসিদিগকে বল, তাহারা আমাদের অধীনতা স্বীকার করুক।" বার্ত্তাবহ তথায় উপস্থিত হইলে, নেপোলিয়ন প্রথমতঃ স্বীয় সৈনিকগণকে মণ্ডলাকারে স্থাপন করিয়া, পশ্চাৎ আদেশ করেন, যে দূতের চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া এখানে আনয়ন কর। সে তদবস্থায় তথায় নীত হইলে, তিনি তদীয় নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত নেপোলিয়নকে পুরোভাগে দেখিতেছ কি না?" বার্ত্তাবহ তৎকালে নেপোলিয়নের নাম শুনিবামাত্র ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, যেন মন্ত্রগুণে বশীভূত হইল, এবং অষ্ট্রিয়-

সেনাপতির নিকট প্রতিগমন করিয়া বলিল, "ফরাসিসেনানী বহুল সৈনিকসহ যুদ্ধার্থ সজ্জীভূত রহিয়াছেন।" তচ্ছ্রবণে অষ্ট্রিয়-সেনাপতি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া, স্বীয় সৈনিকগণকে বন্দিস্বরূপ নেপোলিয়নের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি যে নেপোলিয়নের ঈদৃশ বাগুরাজালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ন ইটালির যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, যে যে প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশস্থ উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ও প্রতিমূর্ত্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া পারিসে প্রেরণ করিলে, তৎসমুদায় অতিসমাদরপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছিল। তিনি যে সময় এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে কোন ব্যক্তি একটী প্রতিকৃতি যথাস্থানে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আট লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং তদীয় সৈনিকগণও ঐ অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিয়াছিলেন, "অর্থ অকিঞ্চিৎকর বস্তু; উহা শীঘ্রই ব্যয়িত হইয়া যাইবে; কিন্তু এই প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিলে, ইহার নাম বহুকাল স্থায়ী হইবে। বিশেষতঃ ইহা পারিসে নীত হইলে তত্রত্য শিল্পবিদ্যার সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

তিনি আপনি আপনার এরূপ প্রভু ছিলেন, যে উৎকোচ-গ্রহণের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ ও নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়াও লোভ সম্বরণ করিতেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তাঁহাকে স্বদেশে আনিবার নিমিত্ত জর্ম্মণিদেশস্থ বহুল ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-তর মনোরথ তদীয় অন্তঃকরণে জাগরূক থাকাতে, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। নেপোলিয়নের শত্রুগণ মনে করিয়া-ছিল, যে তদীয় মনোগত ভাব সকল অবগত হইতে পারিলে,

আমাদের স্বার্থসাধন হইতে পারিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া, তাহারা রূপবতী যুবতী কামিনীগণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। ঐ রমণীগণ তদীয় রহস্য উদ্ভাবন ও তদুপরি প্রভুতা স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ ভাব ভঙ্গীদ্বারা তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে এই কুহকিনীগণ কুসুমাচ্ছাদিত কালকূটস্বরূপ; ইহারা একবার শরীর স্পর্শ করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্মসংযম-প্রভাবে তাহাদের মায়াজালে আবদ্ধ হন নাই।

ইটালিদেশে নেপোলিয়নের প্রথম যাত্রাকালে তত্রত্য অধিবাসিগণের অন্তঃকরণে সহানুভূতি প্রবল হইয়াছিল। তৎকালে তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল, যে কর্শিকাদ্বীপ নেপোলিয়নের জন্মভূমি হওয়াতে, প্রকারান্তরে ইহাঁকে স্বদেশীয় লোক বলা যাইতে পারে। সুতরাং ইহাঁদ্বারা আমাদের সবিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইনি যুদ্ধে জয়ী হইলে আমরা স্বাধীনতাসুখ অবাধে অনুভব করিতে পারিব। এই বিবেচনা করিয়া তাহারা তদীয় বিজয়-দর্শনে পরম পরিতৃপ্ত হইল। তিনিও জয়লাভের পর কতিপয় ইটালীয় প্রদেশ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিয়া, কিয়দ্দিনের নিমিত্ত তাহাদের ঐ অমূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল করিলেন। অনন্তর যখন পরাজিত প্রদেশ সমুদায় হইতে বলপূর্ব্বক অন্যায্য করগ্রহণ ও ফরাসি গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে সময়ে সময়ে অভ্যুত্থিত বিদ্রোহিগণের কঠিনতর দণ্ড বিধান করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সে বিশ্বাস অপগত হইল। তৎকালে যে সকল লোক তদীয় ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, বিদ্রোহী হইয়াছিল, পেবিয়া নগরের অধিবাসি-

গণও তদন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তাহাদিগের দণ্ডবিধানকালে তাঁহার অন্তঃকরণে যে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তদীয় বাক্যদ্বারাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি সৈনিকগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, যে তোমরা চব্বিশ ঘণ্টাকাল পেবিয়ানগর লুঠ করিবে। সে সময় আমার নিকট কেবল দ্বাদশশতমাত্র সেনা ছিল। তাহারা মদীয় আজ্ঞা-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে, তত্রত্য অধিবাসিগণের কাতরস্বরে ও ক্রন্দনধ্বনিতে আমার অন্তঃকরণ এরূপ ব্যথিত ও কর্ণকুহর এরূপ বধিরীকৃত হইয়াছিল, যে তিন ঘণ্টাকাল লুঠের পর আর আমি তাহা সহ্য করিতে পারি নাই। আমি তৎক্ষণাৎ সেনাগণকে সেই ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়াছিলাম।"

এই যুদ্ধের সময়েই আর একটী ঘটনা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত যে বিচলিত হইয়াছিল, তাহাও এস্থলে তদীয় বাক্য দ্বারা উল্লিখিত হইতেছে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি একদা রণস্থল পরিদর্শন করিতেছিলাম, এই অবসরে একটী কুকুর গতাসু প্রভুর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া, আমার অভি-মুখে ধাবমান হইল এবং করুণস্বরে চীৎকার করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম, যে সেনানিবেশ অথবা তৎসংক্রান্ত সেনাদলে এই মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব থাকিবার সম্ভাবনা; কিন্তু যখন বিবেচনা করিলাম, এই কুকুরব্যতীত আর সকলেই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণে যে কিরূপ ভাবোদয় হইল, তাহা বলিবার নহে। সহস্র সহস্র সৈনিকের ভাগ্যে কি দশা ঘটিবে, তদ্বিষয় বিবেচনা না করিয়া, আমি দৃঢ়তাসহকারে অনেকবার যুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই এবং সেই

সমুদায় সংগ্রামে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াও, আমার নেত্র হইতে বিন্দুমাত্র অশ্রু পতিত হয় নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই সময়ে একটী কুকুরের কাতরস্বর-শ্রবণে আমার মনে বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হইয়াছিল।"

তৃতীয় অধ্যায়।

নেপোলিয়ন ইটালিদেশস্থ মন্ত্রভবনে বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া, যে সময় অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতেছিলেন; সেই সময়ে তদীয় সহাধ্যায়ী বোরিয়েন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি বন্ধুভাবে পরম সমাদর করিলেন। কিন্তু বোরিয়েন সাংসারিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অল্প দিবসের মধ্যে এরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া, তিনি যথোচিত সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তদ্দর্শনে নেপোলিয়ন পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর সকলে চলিয়া গেলে, তিনি বোরিয়েনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি অদ্য কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে আমার প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

নেপোলিয়ন ও অষ্ট্রিয় রাজদূত ঐকমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক সন্ধির প্রাথমিক অনুষ্ঠানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘসূত্রতারূপ রাজনীতি অনুসরণ করিলে বিশেষ ফলোদয় হইতে পারিবে, এই আশায় উভয়েই তাহা সম্পূর্ণ করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তৎকালে নেপোলিয়নের এই অভিপ্রায় ছিল যে, সেনানী

মোরোঁ ফরাসি সৈনিকগণ-সমভিব্যাহারে জর্ম্মনি হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজধানীর প্রতিকূলে যাত্রা করিতে পারিবেন; এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি তদ্বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এদিকে আবার বিপক্ষপক্ষ ভাবিয়াছিল, যে ফরাসি সম্রাটের প্রতি অনুরক্ত লোকেরা পারিসনগরস্থ গবর্ণমেণ্টকে হীনশক্তি করিবার নিমিত্ত যে চক্রান্ত করিতেছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, শত্রুগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তদভিমুখেই যাত্রা করিবে, তন্নিবন্ধন আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই বিবেচনা করিয়া তাহারা সন্ধিবিষয়ক কর্ত্তব্য সম্পাদনে শ্লথাদর হইয়াছিল। কিন্তু নেপোলিয়নের সুচতুরবুদ্ধিকৌশলে তাহাদের এই আশা ফলবতী হয় নাই। তিনি রাজভর্ক্তগণের ষড়যন্ত্রের বিষয় শীঘ্রই জানিতে পারিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদিগের সমীপে যথাসময়ে সেনা ও অর্থ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিলেন। এই সুযোগে তদীয় অভিভাবকগণ সময়োচিত সাহায্যদানের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের একজন প্রধান মেম্বরের পদে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু নেপোলিয়নের তরুণবয়স্কতাপ্রযুক্ত পারিসের কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী হওয়াতে, তাঁহাদের সে মনোরথ সফল হইল না। যাহা হউক, তিনি উক্ত পদ গ্রহণের নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন অথবা তদপ্রাপ্তিনিবন্ধন ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না। অদ্যাপি তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই, এই বিবেচনায় তদ্বিষয়িণী চেষ্টায় বিরত হইয়া, ইটালিদেশস্থ রাজ-কার্য্যে অভিনিবেশ প্রদান করিলেন।

এদিকে অষ্ট্রিয় সম্রাটের যে আশা ছিল, শত্রুগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপর শত্রুগণের অভিমুখীন হইবে, তদ্বিষয়ে

হতাশ্বাস হইয়া, তিনি স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া নেপোলিয়নের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই,—"সন্ধি-ঘটিত কার্য্যসকল যেরূপ শিথিলভাবে চলিতেছে, তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। এই কার্য্যটী সম্পূর্ণ হইলে যে অসংখ্য জীবহিংসাস্রোতঃ প্রতিরুদ্ধ ও বহুসংখ্যক লোক সুখী হইতে পারিবে, তাহা আপনার স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" নেপোলিয়ন সম্রাটের পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া সন্ধিসংক্রান্ত কার্য্যসমুদায় নিরবশেষ করিলেন। পাঠকগণ! তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, সম্রাটের পত্রিকায় অসংখ্য প্রাণিবধের বিষয় উল্লিখিত ছিল বলিয়া, তিনি যুদ্ধ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সে ঋতুটী সংগ্রামক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে বলিয়াই, তিনি তদ্বিষয়ে বিরত হইয়া সন্ধিকার্য্য সমাপন করিলেন।

অসাধু রাজনীতি মন্ত্রিসভায় প্রায় অনুসৃত হইয়া থাকে। অষ্ট্রিয়সম্রাট্ উক্ত রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, নেপোলিয়নের সম্পাদকের নিকট এই প্রস্তাব করেন, "যদি তুমি স্বীয় প্রভুর রহস্য সমুদায় ব্যক্ত কর, তাহা হইলে তোমাকে বহুমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিব।" এই বিষয়টী নেপোলিয়নের শ্রুতিগোচর হওয়াতে, তিনি বহুজনসমক্ষে তথাকার রাজদূতকে সাতিশয় তিরস্কার করেন। তচ্ছ্রবণে ঐ রাজদূত হতবুদ্ধি হইয়া, আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই!

এই সময়ে নেপোলিয়নের স্বাধীনতাসুখভোগস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পারিস গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানিরপেক্ষ হইয়া, কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত এবম্প্রকার বৈলক্ষণ্য ও বর্দ্ধমান পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া, গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত শঙ্কিত হইল এবং তদীয় আচার ও কার্য্য পরিজ্ঞানার্থ

সময়ে সময়ে সেনাপতিগণকে চরস্বরূপ ইটালিতে প্রেরণ করিতে লাগিল। তাঁহারা কোন কার্য্যব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইলে, নেপোলিয়ন যথোচিত শিষ্টাচারপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যদ্বারা অচিরেই ইহা প্রতিপন্ন হইল, যে তিনি গবর্ণমেণ্টের সমুদায় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া অবাধে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয় রাজদূতের সহিত সন্ধি করিবার সময়েও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যভাব বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। উক্ত রাজদূত সন্ধি-বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিকট অর্পণ করিলে, তিনি "অষ্ট্রিয়সম্রাট্ ফরাসি সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন" প্রথম ধারায় লিখিত এই বিষয়টী পাঠ করিয়া বলিলেন, "সন্ধিপত্রে এবিষয়ের উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ফরাসি সাধারণ-তন্ত্রের বিদ্যমানতা সকলেরই বিদিত আছে। অতএব ঐ ধারাটী একবারে উঠাইয়া দাও।"

তদীয় চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যে একদা এই সন্ধি উপলক্ষে অষ্ট্রিয় রাজদূতের সহিত কতিপয় নিয়ম-বিষয়ে তাঁহার মতভেদ হয়। রাজদূত তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, "আমাদের সম্রাট্ এই সকল নিয়মে আবদ্ধ হইতে বাধ্য নহেন।" নেপোলিয়ন তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া, একটী স্ফটিকময় বহুমূল্য পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভূমিতে আঘাত করিয়া বলিলেন, "যদি তোমাদের সম্রাট্ এই সকল নিয়মে বাধ্য না হন, তাহা হইলে আমি তদীয় সাম্রাজ্য এই পাত্রের ন্যায় খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিব।" বোরিয়েন এই ঘটনাটী একবারে অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইটালিদেশে অষ্ট্রিয় রাজদূতের সহিত সন্ধিব্যাপার শেষ

হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে যোষেফাইন ভর্ত্তৃসমীপে উপনীত হইলেন। তিনি যাত্রাকালে যে যে নগর অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, তত্রত্য লোকেরা রাজ্ঞীর ন্যায় তাঁহাকে সমাদর ও অভ্যর্থনা করিল। নেপোলিয়ন তৎসমভিব্যাহারে ইটালির নানা-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিলেন, এবং যেন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছেন, এই ভাবে মণ্টিবেলো নগরে একটী সভার অধিবেশন করি-লেন। তৎকালে বিলাসপরায়ণ ও সমারোহপ্রিয় জনতায় সেই স্থান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ সে সময় ইটালির সর্ব্বত্র তিনি রাজোপচারে পূজিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক-জন সামান্য লোকের সহিত তদীয় অন্যতম ভগিনীর পরিণয়-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। ঐ ভগিনী নেপোলিয়নকে এই বলিয়া পত্র লেখেন, "ভ্রাতঃ! আমাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা অথবা পরিত্যাগ করিও না, আমরা যখন এক জননীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ যে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহা তোমার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।" এই পত্রিকা পাঠ করিয়া, নেপোলিয়নের তাদৃশ অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি বিরাগপ্রদর্শন ও মুখভঙ্গী করিয়া সেই পত্রিকা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

নেপোলিয়ন এইরূপে অষ্ট্রিয়ারাজ্যের সহিত সন্ধিব্যাপার সমাধা করিয়া, পারিসে প্রতিগমন করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তদীয় সিদ্ধিপরম্পরাদর্শনে তৎকালে সর্ব্ব-সাধারণ জনগণের চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল, এবং সকলেই তাঁহার দর্শনলালসায় ঔৎসুক্যসহকারে তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ইটালি হইতে যাত্রা করিয়া রাষ্টাড় নগরে উপস্থিত হইলেন। সন্ধিসংক্রান্ত কোন কার্য্য শেষ করিবার নিমিত্ত তথায় তাঁহাকে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিতে হইল। উক্ত নগরে অবস্থানকালে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহক-

গণের নিকট স্বীয় জয়পতাকা প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তদীয় অসংখ্য বিজয়বৃত্তান্ত উৎকীর্ণ ছিল। সেই বৈজয়ন্তী দর্শন করিলে, অনায়াসেই বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বীরগণের মধ্যে এক ব্যক্তিদ্বারা ঈদৃশ জয়লাভ প্রায় ঘটে নাই। যাহা হউক, তিনি রাষ্টাডনগরে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে মদীয় স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ঘটনাসকল ইতিমধ্যে পারিসে সজ্ঘটিত হইতে পারে। অতএব এ সময় তথায় উপস্থিত থাকিলে তদ্বিষয়ে অনেক সুবিধা হইতে পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি রাষ্টাডনগর হইতে পারিসের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আগমনকালে পথিমধ্যে যে যে স্থানে বিশ্রামার্থ অবস্থিতি করিলেন, তথায় পরম সমাদরে গৃহীত ও সম্মানিত হইলেন! ফলতঃ তৎকালে এই বিজেতাকে দেখিবার নিমিত্ত লোকের এরূপ কৌতুহল জন্মিয়াছিল, যে তাহারা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া নিমেষ-শূন্যলোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল!

নেপোলিয়নের সমকালীন একজন গ্রন্থকার তাঁহার সম্বন্ধে এই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, "তদীয় মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিলে, উভয়ের আকারগত বৈলক্ষণ্য প্রায় দৃষ্ট হয় না। তিনি খর্ব্বাকৃতি, ক্ষীণকায় ও পাণ্ডুবর্ণ ছিলেন, তাঁহার আকার দেখিলে বোধ হইত, যে তিনি নিয়ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার মুখশ্রীতে বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট অনুমিত হইত। তিনি নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু কি বিষয় ধ্যান করিতেছেন, তাহা কেহই উদ্ভাবন করিতে পারিত না। ফলতঃ তাঁহার তৎকালীন ভাব দেখিলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারিত, যে তিনি স্থিরচিত্তে যে বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন, তাহা অতি গুরুতর; ইউ-রোপের শুভাশুভ তাহার উপর বহুলপরিমাণে নির্ভর করিতেছে।"

অনন্তর নেপোলিয়ন পারিসে উপস্থিত হইলে, রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃগণ মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে সেই উৎসব দর্শনের নিমিত্ত রাজধানী জনতায় পরিপূর্ণ হইল। সুচতুর বাগ্মী টালিরাও তদীয় অসংসাহসিক কার্য্যজাত বর্ণন করিয়া, শাসনকর্ত্তৃসভায় তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "এই মহাবীর দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ হইলে সাধারণতন্ত্রের পক্ষে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু উঁহার স্বাভাবিক অধ্যয়ন-প্রবৃত্তি যাদৃশী বলবতী, তাহাতে তাদৃশ অমূলক আশঙ্কা উপস্থিত হইবার কোন কারণই নাই। বরং ইহাই সমধিক সম্ভাব্য, যে ইঁহার বিদ্যানুশীলনে প্রবল অনুরাগ সত্ত্বেও, ইনি আমাদের সমুত্তেজনায় তদ্বিষয়ে বিরত হইয়া, স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধনের নিমিত্ত নব নব সাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবেন।" নেপোলিয়ন তদানীন্তন মানসিক ভাব গোপন করিয়া, কেবল বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তদনন্তর সভার সভ্যগণ অপর একটী বক্তৃতায় ইংলণ্ডের উপকূলভাগ লক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়নকে বলিলেন, "পৃথিবীর এই অংশে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দৃঢ়তাসহকারে যত্নশীল হইলে এখানেও জয়শ্রী তোমার হস্তগামিনী হইতে পারে।"

নেপোলিয়ন কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর না দেখাইয়া, অতি সামান্যভাবে পারিসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মনে মনে যে সকল উপায় কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা কেহই অবগত হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে সাবধানে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস পরে তত্রত্য বৈজ্ঞানিক সভা তাঁহাকে সভ্যপদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত

হইলেন এবং সভার কার্য্যকলাপে সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। সভার অধিবেশনদিবসে তিনি নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া, সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এই নিমিত্ত অপরাপর সভ্যগণ তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। তিনি তাহার এই প্রত্যুত্তর দেন, "জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার নিরস্ত হইলে যে জয়লাভ হয়, তাহাকেই প্রকৃত বিজয় বলিতে হইবে। তাদৃশ জয়লাভে কাহাকেও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয় না।" পারিসের মিউনিসিপাল সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদীয় সম্মানার্থ তাঁহার আবাসবাটীর সন্নিহিত রাজবর্ত্মের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্ত করিয়া "বিজয়মার্গ" এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই রূপে নেপোলিয়নের সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হইলেও, তিনি নানা বিষয়ে অসুখী ছিলেন। তন্মধ্যে যোষেফাইনের অপব্যয়িতা তাঁহার বিশেষ অসুখের কারণ হইয়াছিল। ঐ ললনা স্বামীর অনুপস্থিতিকালে মনোনীত দ্রব্যাদিদ্বারা গৃহ সুসজ্জিত করিতেন; সেই সকল বস্তু অক্রেয় হইলেও অনুচিত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তৎকালে সে বিষয়ে তাঁহার হিতাহিত বিবেচনা থাকিত না।

একদা জনৈক কামিনী নেপোলিয়নের সমীপে উপস্থিত হইয়া গোপনে এই সংবাদ দেন, "মহাশয়, আপনার জীবন বিনাশের নিমিত্ত অমুক স্থানে চক্রান্ত হইয়াছে, অতএব আপনি সাবধানে থাকিবেন!" তিনি তচ্ছ্রবণে সাতিশয় ভীত হন। অনন্তর যে ভবনে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তথায় গমন করিয়া দেখেন, যে রমণী তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাকেই চক্রান্তকারীরা হত্যা করিয়াছে। সময়ের দূরত্বনিবন্ধন এক্ষণে

এই চক্রান্তের কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহকগণ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এই ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও, এবম্প্রকার ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠানে যে অনুমোদন করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নেপোলিয়নের কার্য্যপ্রবণ চিত্ত দীর্ঘকাল নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারিল না। তিনি ফরাসিদেশের বন্দর সমুদায় দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য এই যে, ধীবরেরা ও তত্রত্য অপরাপর ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডের উপ-কূলভাগের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহা-দের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, যে সৈনিকগণ কোন্ স্থানে রণতরি হইতে অবতরণ করিলে, ইংলণ্ডদেশ আক্র-মণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই অভীষ্টসিদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। তিনি উক্ত গবে-ষণায় প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইলেন, যে ইংলণ্ডদেশ আক্রমণের পক্ষে কোন উপায়ই সুপ্রশস্ত নহে। ইহা অবগত হইয়া তিনি পরিশেষে স্থির করিলেন, যে "বিপৎসঙ্কুল পথে পদার্পণ করা অনুচিত; অতএব আমি এই বিষয়ের নিমিত্ত ফরাসি সেনাগণকে আপদে পাতিত করিব না।"

ইংলণ্ড আক্রমণে এই রূপে হতাশ হইয়া, তিনি দূরতর জন-পদ সমূহের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মিসরদেশই প্রথমতঃ তদীয় লোভাক্রান্ত-চিত্তের লক্ষ্য হইল। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে আমেরিকায় যে সকল ফরাসি উপনিবেশ ছিল, তৎসমুদায় ইংরাজেরা হস্তগত করিয়াছে, এক্ষণে এই দেশ অধিকার করিতে পারিলে, সেই ঔপনিবেশিক-গণের বাসভূমি হইতে পারে। পরন্তু মিসরদেশে বসতি বিস্তার

হইলে, পরিশেষে ফরাসিদিগের ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বোনাপার্টের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য ইটালিতে সমরানল পুনঃ প্রজ্বলিত করিতে পারে, এবং ফরাসি রণতরি সকল ইংলণ্ডীয় পোতরাজির অধ্যক্ষগণকর্তৃক বন্দীকৃত হইলে, ফরাসি সৈনিকগণ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হইতে পারে; রাজ্যের শাসনকর্তৃগণ ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও, স্বদেশে নেপোলিয়নের বর্দ্ধমান পরাক্রমদর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত এবং তদীয় হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া, তাঁহার অভিনব উদ্যমে কিঞ্চিন্মাত্র বাধা দিলেন না। যাহা হউক, নেপোলিয়ন স্বীয় স্বাভাবিক সাহসগুণে এই সকল বিপদ্‌কে অতিসামান্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি অক্লিষ্ট আয়াসসহকারে মিসরদেশে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি এত অধিক সংগ্রামপোত সংগ্রহ করেন, যে ইংরাজেরা তদ্দর্শনে সহজেই অনুমান করিয়াছিল, যে তাহাদের উপকুলভাগ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়েই এই সমুদায় রণতরি সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি এদিকে মিসরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়া, ইউরোপীয় বিবিধব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ শিল্পকার্য্যে নিপুণ ও শ্রমজীবী লোকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তথায় একটী পুস্তকালয়-স্থাপনার্থ বিবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিতে বোরিয়েনকে অনুমতি দিলেন। এই পুস্তকালয়ের জন্য যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয়, তৎসমুদায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল, কাব্য, আখ্যান ও নীতিশাস্ত্র এই ছয়ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন বেদ, কোরাণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ও অন্তভাগ নীতিশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডীয় যে সকল রণতরি নেপোলিয়নের যাত্রার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত ছিল, তৎসমুদায় প্রবল বাত্যায় দিগ্‌দিগন্তে নীত হইলে, তিনি সৈনিকগণকে পোতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রাতঃকালে শুভযাত্রা করিল। তৎকালে সমুদ্র উদয়মান সূর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণমালায় প্রদ্যোতিত হইয়া মনোহর শ্রী ধারণ করিল, এবং বহুদূরপর্য্যন্ত পোতাবলীদ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল। এই যাত্রার চরম ফল কি ঘটিবে, তদ্বিষয় অপরিস্ফুট থাকাতে, সে সময় সকলেরই অন্তঃকরণ মহোচ্চ আশায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ন সসৈন্যে প্রস্থান করিয়া মাল্‌টায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহা হস্তগত করিবার নিমিত্ত কিয়দ্দিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। এই দ্বীপে তাঁহার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পারিসের শাসনকর্তৃসভা তত্রত্য দুর্গ-রক্ষক সেনাগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গোপনে প্রণিধিবর্গ প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তনায় তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনপূর্ব্বক ফরাসিদিগের পক্ষ আশ্রয় করিতে স্থিরনিশ্চয় হওয়াতে, নেপোলিয়ন অভিপ্রেত বিষয়ে অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইলেন। তথাকার দুর্গরক্ষক সেনাগণ লোক দেখাইবার নিমিত্ত কতিপয় গোলামাত্র নিক্ষেপ করিল, তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করাতে, সে রক্ষা কেবল নামমাত্রসার হইল। যাহা হউক, তিনি তত্রত্য দুর্গের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং সৈনিকগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "এস্থানেও আমরা অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের সহায়তাবলেই এই

দুর্গের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলাম, অন্যথা এখানে আমাদের প্রবেশলাভ বড় সহজ হইত না।"

অনন্তর তিনি মাল্‌টাদ্বীপস্থ দুর্গরক্ষণে বহুল সৈন্য নিয়োজিত করিয়া মিসরদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে দূরবর্ত্তী ইটালিদেশীয় পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরদেশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভূতপূর্ব্ব ইটালিযুদ্ধবৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে, তদীয় অন্তঃকরণ প্রগাঢ় উৎসাহশিখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরন্তু তৎকালে তিনি দূর হইতে এল্‌বাদ্বীপও নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে তিনি কিয়ৎকালের নিমিত্ত এই স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ ভাবী বিপদাপাতের কোন লক্ষণই এ সময় লক্ষিত হয় নাই।

যাত্রাকালে তিনি ফরাসি পোতাধ্যক্ষের পোতে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে সমুদায় রণতরি সেই পোতের পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তৎকালে তিন শত সমরপোত তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। সমুদ্রের উপরিভাগ তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল। মিসরদেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমুদায়ের প্রকৃত বিবরণ অবগত হইবার অভিপ্রায়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। গমনকালে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তিনি স্বয়ং বিবিধবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তাঁহাদের তর্কশক্তির পরীক্ষা করিতেন। তাঁহারা কখন ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কখন শাসনপ্রাণালীগত এবং কখন বা গ্রহমণ্ডলে লোকের বসতি আছে কি না, এবম্প্রকার জটিল বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের সমীপাগমনবার্ত্তাশ্রবণে সময়ে সময়ে তাহার ব্যাঘাত উপস্থিত হইত।

একদা ইংলণ্ডীয় পোতনায়ক নেল্‌সন ফরাসি রণতরির অতিনিকটবর্ত্তী হইলে, ফরাসি পোতাধ্যক্ষ সাতিশয় ভীত হইয়া নেপোলিয়নকে বলিলেন, "মহাশয়! আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, যে উভয় পক্ষীয় সংগ্রামপোত পরস্পর একত্র হইলে, বিলক্ষণ বিপদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব এসময় ইহার প্রতীকার বিধান না করিলে আপনার যাত্রার পক্ষে অশুভ ফলোৎপত্তি হইতে পারে।" ফরাসি পোতাধ্যক্ষের এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না। একদা এই ভয়ের বিশেষ কারণও উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু অনুকূল ঘটনাবশতঃ কোন পক্ষের কিছুই অনিষ্ট ঘটে নাই। ব্রিটিস ও ফরাসি উভয়পক্ষীয় রণতরি পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, যে সার্দ্ধসপ্তক্রোশেরও ন্যূন পথ উভয়ের মধ্যে ব্যবহিত ছিল, কিন্তু নিবিড় কুজ্‌ঝটিকানিবন্ধন কোন পক্ষই প্রকৃত বিষয় অবগত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, নেপোলিয়ন সুচতুরবুদ্ধিবলে ফরাসি পোতাধ্যক্ষের ভয় অনেক লঘু করিলেন।

এদিকে নেল্‌সন মাল্‌টাদ্বীপ বিপক্ষহস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ফরাসিদিগকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনার দুই দিবস পরেই নেপোলিয়ন উক্ত নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রিটিস পোতাধ্যক্ষের তথা হইতে প্রয়াণবার্ত্তা-শ্রবণে বিষম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, বিবেচনা করিয়া, আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন, এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সৈনিকগণকে রণতরি হইতে অবতরণ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। তৎকালে প্রবল-ঝাত্যানিবন্ধন সমুদ্রের তরঙ্গমালা প্রচণ্ডবেগে প্রতিহত হইতেছিল। সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় অবতরণক্রিয়া নিতান্ত সহজ নহে। এই

বিপৎপাত-নিবারণার্থ ফরাসি পোতাধ্যক্ষ ব্রুইস অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নেপোলিয়নকে এই ব্যাপার হইতে কিছুতেই নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না। তৎকালে সৈনিকগণ স্থলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত যে সকল নৌকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিল, তৎসমুদায় ভীষণ উর্ম্মিমালায় প্রবলবেগে আন্দোলিত হইয়া, পর্য্যায়ক্রমে নিমগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল। যখন সংগ্রামপোত ও অবতরণপোত পরস্পর সমতল হইল, তখন তাহারা শেষোক্ত পোতে লম্ফ দিয়া পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ অবতরণ-প্রক্রিয়াদ্বারা অনেকের প্রাণবিনাশ হইল। কিন্তু নেপোলিয়নের দৃষ্টিতে উহা সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি ব্রিটিশ পোতাধ্যক্ষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের সহিত তারতম্য করিয়া এই বিপদ্‌কে গুরুতর বলিয়া বোধ করিলেন না।

অনন্তর সেনাগণ স্থলে অবতীর্ণ হইলে; একটীও বৃক্ষ বা লোকালয় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তাহারা সমুদায় স্থান প্রাকৃতিকশোভাবিবর্জ্জিত ও মরুভূমিময় নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া বিবেচনা করিল, "আমরা যে আশায় আশ্বাসিত হইয়া, বিপৎসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা ফলবতী হওয়া নিতান্ত দুরূহ। কারণ প্রকৃতিদেবীর এই প্রদেশের প্রতি এরূপ নিরনুগ্রহ দৃষ্টি, যে তিনি এস্থানে বন্ধ্যার আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রদেশ ফরাসিদের অধিকারভুক্ত হইলেও, আমরা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিব না।" সৈনিকগণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াও একবারে হতোৎসাহ হইল না। তাহারা জাতিস্বভাবসুলভ প্রফুল্লতাসহকারে অন্তঃকরণের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। নেপোলিয়নও সেনাগণ ভগ্নোদ্যম না হয়, এই অভিপ্রায়ে

তাহাদের নিকট পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, "তোমরা মিসরদেশে উপস্থিত হইলে, প্রত্যেককে পঞ্চদশ বিঘা পরিমিত উর্ব্বর ভূমি প্রদান করিব।" সেনানীর এই অঙ্গীকারানুসারে তাহারা বালুকাময় অনুর্ব্বর ভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "ঐ দেখ, আমাদের প্রত্যেকের পঞ্চদশ বিঘা পরিমিত ভূমি পুরোভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

নেপোলিয়ন ভাবিয়াছিলেন, আলেক্জাণ্ড্রিয়ানগরস্থ দুর্গ অতর্কিতভাবে অবরোধ করিব, তত্রত্য সেনাগণ তন্নিবারণার্থ সজ্জিতক্রম না থাকাতে, সহজেই আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডীয় পোতনায়ক নেল্‌সন প্রস্থানকালে সৈনিকদিগকে সতর্কতাসহকারে দুর্গ রক্ষা করিবার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন; তদনুসারে তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার রক্ষণে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং নেপোলিয়ন সৈনিকগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্গ রোধ করিলে, তাহারা সাধ্যানুসারে তন্নিবারণার্থ যত্নবান্ হইল। কিন্তু তাঁহার রণকৌশলনিবন্ধন তাহারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ফরাসি সেনারা অবিলম্বে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া দুর্গ অধিকার করিল, এবং সে স্থানও রাশীকৃত ধ্বংসাবশেষপ্রায় দেখিয়া, নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরক্ষণেই নেপোলিয়ন এই ভাণ করিয়া একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, "তুরুস্ক সম্রাটের অধীনে থাকিয়া, যে মামলুক জাতি এতাবৎকাল এদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদের প্রজাপীড়ন-দর্শনে সম্রাট্ একান্ত অপরক্ত হইয়া, আমার প্রতি উক্ত জাতির অত্যাচার হইতে দেশের উদ্ধার সাধন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি তদনুসারে এস্থানে সমাগত হইয়াছি।" তিনি এই

মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিয়া তদীয় যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্রাট্ যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সাবধান হইলেন। পরন্তু তিনি ফরাসিদেশ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে টালিরাণ্ডের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে মিসরদেশে ফরাসিদিগের যাত্রার প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন করিবার নিমিত্ত তুমি দূতস্বরূপ তুরুস্কের রাজধানীতে গমন করিবে। কিন্তু সেই সুচতুর রাজনীতিজ্ঞের এপ্রকার ভবিষ্যদৃষ্টি ছিল, যে তিনি এই সঙ্কটজনক দৌত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, আপনাকে বিপদে পাতিত করেন নাই।

আলেক্জাণ্ডিয়া নগরের অবরোধবার্ত্তা-শ্রবণে মিশরদেশীয় লোকেরা অবিলম্বে আমাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া, নেপোলিয়ন কায়রো নগর আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে সৈনিকগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ স্থলপথে ও অপরভাগ জলপথে সত্বর প্রেরণ করিলেন। যে ভাগ জলপথে যাত্রা করিল, তাহারা সামরিক পোতারোহণপূর্ব্বক নীলনদ দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূর গমনের পর তদ্দেশীয় পোতে অধিষ্ঠিত জনগণের সহিত একটী সামান্য যুদ্ধঘটনা উপস্থিত হয়। তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া, উক্ত সেনাগণ নিরাপদে কায়রো নগরে সমুত্তীর্ণ হইল। কিন্তু স্থলপথে যাত্রাকারী সেনাগণের গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। তাহাদিগের গমনপথে কতিপয় মরুভূমি ছিল। তন্মধ্যে একতম মরুভূমির অর্দ্ধপথ গমন করিয়া; তাহারা ঈদৃশ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, যে একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা দুই দিবস বিশ্রামার্থ তথায় অবস্থিতি করিল। ফলতঃ তৎকালে সর্ব্বসাধারণের এবম্প্রকার দুর্ব্বিষহ কষ্ট উপস্থিত হইল, সে অন্যের

কথা দূরে থাকুক, সাহসিক যোদ্ধৃগণও জীবনবিষয়ে হতাশ হইল। সে সময় সৈনিকগণ প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইয়া বিষম যাতনা অনুভব করিতে লাগিল, এবং পিপাসায় আকুল হইয়া শুষ্ককণ্ঠ হইল। তাহারা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি পানীয় প্রাপ্ত হইল না। মরুভূমির মধ্যস্থিত কতিপয় কূপের নিম্নভাগে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল ছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত কর্দ্দম মিশ্রিত হওয়াতে উহা একবারে অপেয় হইয়াছিল। পরন্তু মরুভূমিস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকারাশি নিয়ত বায়ুবেগে উৎপতিত হইয়া, সেনাগণের চক্ষুঃ কর্ণ এবং মুখ পরিপূরিত করিতে লাগিল। এদিকে আধার শত্রুদল দ্রুতগামী আরব্য অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া, তাহাদের পুরোভাগে বিচরণ করিতে লাগিল এবং সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন যে কোন ব্যক্তিকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইল, তাহারই শিরশ্ছেদন করিল। সৈনিকগণ এইরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেও ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং সাতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণের পর তরুরাজিপরিবেষ্টিত একটী হ্রদ দূর হইতে তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, বস্তুতঃ তাহা হ্রদ নহে। মরুভূমির প্রসিদ্ধ মরীচিকায় দৃষ্টিভ্রম উৎপাদিত হওয়াতে, দূর হইতে উহাকে হ্রদ বলিয়া তাহাদের প্রতীতি জন্মিয়াছিল। তদ্দর্শনে তাহারা প্রোৎসাহিত হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে ও ত্বরিতপদে অগ্রগামী হইল কিন্তু সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, যাহাকে হ্রদ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল তাহাকে অন্যথাভূত দর্শন করিয়া জীবনের আশা একবারে পরিত্যাগ করিল। যাহা হউক, তাহারা এইরূপ নানা ক্লেশ ও বিপদে পতিত হইয়া, পরিশেষে কষ্টস্থষ্টে কায়রোনগরে উপস্থিত হইল। স্থলপথ ও জলপথগামী সমুদায় সেনা রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইলে, নেপোলিয়ন দেখিলেন, যে

তুরুষ্ক সেনাগণ তদীয় পুরপ্রবেশের প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত সসজ্জ হইয়া, পিরামিড সমুদায়ের তলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি স্বীয় সৈনিকদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সেনাগণ! তোমাদের পুরোভাগে যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের শীর্ষদেশ হইতে চত্বারিংশৎ শতাব্দীর লোকে তোমাদের ইদানীন্তন কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিবে। সুতরাং এ সময় সাহসসহকারে সমুচিত বীরত্ব প্রদর্শন না করিলে, তোমরা পরিণামে যশস্বী হইতে পারিবে না। অতএব সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমার এই কয়েকটী কথা যেন তোমাদের অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরুক থাকে।" তিনি এইরূপে বাক্যশেষ করিয়া অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিলেন। ফরাসি-বলনিকর বন্দুকফলক উত্তোলন করিয়া, সমন্তাৎ অগ্নিশিখা বর্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন মৃত্যু স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইয়া সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর উভয় পক্ষে পরস্পর যুদ্ধারম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ অল্পকালস্থায়ী হইলেও, উহাতে অসম্ভাবনীয় অনিষ্ট ঘটিল। তুরুষ্ক সৈনিকগণ দৃঢ়তর ফরাসিব্যূহ ভেদ করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রয়াস পাইল বটে, কিন্তু কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে তাঁহাদিগের শস্ত্রানলে আপনাদিগকে আহুতি প্রদান করিল।

এইরূপে তুরুষ্ক বলনিকর ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হইবার পর নেপোলিয়ন বিষম বিপদে পতিত হইলেন। ইংলণ্ডীয় পোতাধ্যক্ষ নেল্‌সন সিরিয়ার উপকূল বেষ্টন করিয়া, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরে প্রতিগমন করিলেন এবং ফরাসি রণতরিসমূহ আবুকার অখাতে ভাসমান দেখিয়া, তৎসমুদায় প্রায় সমূলে বিনষ্ট করিলেন, কেবল দুই একখানিমাত্র অবশিষ্ট থাকিল। তদ্দর্শনে ফরাসি সেনা-

বিরহ শোকে অধীর হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহারা যে সকল পোতে অধিরূঢ় হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিবার আশা করিয়াছিল, তৎসমুদায় ধ্বংসাবশেষিত দেখিয়া, অনেকেই জীবনে হতাশ হইয়া, আত্মহত্যা সম্পাদন করিল। কেহ কেহ অশ্বারূঢ় পুরোগামী উপরিতন কর্ম্মচারীদিগকে "ঐ ফরাসিঘাতকেরা যাইতেছে," এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহা হউক, সৈনিকগণ ক্রমশঃ শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া, স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, এবং মিসরদেশ অধিকার করিবার নিমিত্ত সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিল। কেবল ফরাসিদেশ হইতে অপর সেনাদলের আগমন প্রতীক্ষায় যাহা কিছু বিলম্ব হইল। ফলতঃ তাহারা স্বল্প সময়ের মধ্যেই অভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিল।

অনন্তর নেপোলিয়ন মিসরদেশের শাসনপ্রণালী-সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত দেশে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শান্তিদেবী বিশ্রামসুখ লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সুশাসনপ্রভাবে অবিলম্বে তথায় বিবাদানল একবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল এবং প্রকৃতিবর্গ শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল। অধিক কি, তিনি প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইবার নিমিত্ত মুসলমানবেশপর্য্যন্ত পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাদৃশ নেপথ্যদর্শনে স্বীয় কর্ম্মচারিগণ পরীহাস করিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া পরক্ষণেই আবার সেই বেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি উত্তরকালে সেণ্টহেলেনায় বাস করিবার সময় মুসলমানবেশ পরিগ্রহ ও মহম্মদীয়-ধর্ম্মসম্বন্ধে অপরাপর উৎসাহদানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "মিসররাজ্য-লাভার্থ বেশপরিবর্ত্তন অযৌক্তিক নহে।"

নেপোলিয়ন উত্তরকালে মিসরদেশে যাত্রাসম্বন্ধে নিম্নলিখিত

বৃত্তান্তটী স্বয়ং বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, "মদীয় পত্নী যোষেফাইন চীনদেশীয় কদাকার একজন বামন পুরুষকে ভৃত্য রাখিয়াছিলেন ও তাহাকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিতেন। সেই ব্যক্তি ভিন্ন ফরাসি-দেশে চীনদেশীয় লোক আর একজনও ছিল না। তিনি যে সময় কোন স্থানে যাত্রা করিতেন, তৎকালে তাহাকে স্বীয় শকটের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করাইয়া সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। ইটালিদেশে যাত্রাকালেও তাহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বভাব এরূপ মন্দ ছিল, যে সুযোগ পাইলেই চুরি করিত। এই কারণবশতঃ তিনি তাহাকে স্বদেশে প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মিসরদেশ, ফরাসি ও চীনদেশের অর্দ্ধপথ। এই নিমিত্ত আমি মিসরদেশে যাত্রাকালে তাহাকে পোতে আরোহণ করাইয়া সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার প্রতি মদ্যরক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি যে সময় মরুভূমির উপর দিয়া স্থলপথে গমন করি, তৎকালে আমি আর প্রত্যাগমন করিব না, এই বিবেচনা করিয়া সে অতি অল্প মূল্যে দুই সহস্র বোতল সুস্বাদু মদ্য বিক্রয় করিয়া, সমুদায় অর্থ হস্তগত করিয়াছিল। অনন্তর আমি প্রতিগমন করিলে সে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইল না। সে প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে বলিল, "মহাশয়! তস্করেরা আপনার সমুদায় মদ্য অপহরণ করিয়াছে!" অনন্তর সে গোপনে সমুদায় মদ্য বিক্রয় করিয়া মুদ্রা হস্তগত করিয়াছে, ইহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইলে সকলে আমাকে এই ব্যক্তির উদ্বন্ধনদণ্ড প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, আমি তাহা না করিয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহার উদ্বন্ধনদণ্ড প্রদান করিলে, যাহারা

জানিয়া শুনিয়া মদ্য ক্রয় করিয়া পান করিয়াছিল, তাহাদিগেরও তাদৃশ দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল।”

অনন্তর নেপোলিয়ন অবকাশ প্রাপ্ত হইলে মিসরদেশীয় বিবিধ কীর্ত্তিস্তম্ভসমুদায়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া বহুসংখ্যক পুরাতন খাত সংস্কার করাইলেন, এবং তত্রত্য যে সকল লোক দীর্ঘকাল আলস্যশয্যায় শয়ান ছিল, তাহাদিগকে শ্রমশীল করিয়া তুলিলেন। তিনি তথাকার মরুভূমির উপর দিয়া বারংবার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিকে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, “এই মরুভূমি অসীম; বোধ হয়, ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই।” একদা তিনি উক্ত মরুভূমির উপর দিয়া শকটারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাদৃশ যান কস্মিন্ কালেও সে পথে যায় নাই। সায়ংকালে শীতের আধিক্যনিবন্ধন তাঁহার পরিচারকগণ অগ্নি জ্বালিবার আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু মরুভূমির উপর দিয়া গমনকালে মৃত পথিকদিগের অস্থি ও কঙ্কাল-ব্যতীত তথায় অন্য কোন দাহ্য পদার্থ ছিল না। সুতরাং তৎসমুদায়ই ইন্ধনীভূত হইল। এইরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যে ধূমরাশি উত্থিত হইল, তাহার পূতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহারা নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিল। যদি কেহ নেপোলিয়নের জীবনবৃত্ত চিত্রার্পিত করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তিনি এই বিষয়টী অবগত হইলে, অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

একদা তিনি লোহিত সাগর পার হইতেছিলেন, এমত সময়ে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হওয়াতে প্রায় জলমগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরি-

ছলচ্ছলে বলিয়াছিলেন, যদি আমি মিসরদেশীয় নরপতির * ন্যায় জলমগ্ন হইতাম, তাহা হইলে ইউরোপখণ্ডের যাজকমণ্ডলী অধার্ম্মিক বলিয়া আমার বিষয়ও ধর্ম্মপুস্তকে ঘোষণা করিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নেপোলিয়ন পরিশেষে মিসরদেশে ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইলেন, যে তাঁহার ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি পুরুষ-ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির এরূপ দশা ঘটিলে, তিনি নিঃসন্দেহ যার পর নাই, ভগ্নোৎসাহ হইতেন। কিন্তু নেপোলিয়ন সেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন না। তদীয় চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। এই নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ বিপদাপাতে তদীয় অন্তঃকরণ কলুষিত ও নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই।

তিনি যে সকল সংগ্রামপোতে সৈনিকগণকে স্বদেশে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক বিনাশিত হইল। শাত্রবপোতাধিরূঢ় জনগণ ভস্মীকৃত রণতরিস্থ দ্রব্যাদি লুঠ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পুরোভাগে বিচরণ করিতে লাগিল। পরন্তু অল্পসংখ্যক লোকে একটী বৃহৎ জনপদ অধিকার করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, মিশরদেশীয় জনতা প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইবার নিমিত্ত উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা

---

* বাইবেলে বর্ণিত আছে, পুরাকালে ফেরোয়া নামক জনৈক মিসররাজ মিসর হইতে পলায়নকালে য়িহুদীনেতা মূসার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সসৈন্যে লোহিত সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

করিতে লাগিল। এই সমুদায় বিপৎপাত পরিদর্শন করিয়াও নেপোলিয়ন সাহসহীন হইলেন না। সঙ্কটের সময় যাদৃশ উৎসাহ ও বিবেকশক্তির আবশ্যক, তাহা তিনি প্রদর্শন করিলেন।

অনন্তর তিনি অবগত হইলেন, একটী সেনাদল সসজ্জ হইয়া সংগ্রামপোতে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার বিপক্ষে কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে যাত্রা করিয়াছে এবং রুশীয়েরা তুরুষ্কদিগের সহিত পূর্ব্ববৈর পরিত্যাগ করিয়া, প্রোক্ত সেনাদলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এদিকে ইংরাজেরা তুরুষ্কদিগের সাহায্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ পাইতেছে। এই সমুদায় বিপদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি ঈদৃশ সঙ্কটজালে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও স্বীয় মহোচ্চ মনোরথ চরিতার্থ করিবার অভিনব উপায়সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং কর্ত্তব্যতা অবধারণার্থ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে সিরিয়াদেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ঐ দেশ আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দেশস্থ নানাজাতিকে একবার তাহাদিগের শাসনকর্তৃগণের প্রতিকূলে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব ও তৎসমভিব্যাহারে কনষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্বদেশে প্রতিগমন করিবার পথও পরিষ্কৃত হইবে। অধিকন্তু এই অবসরে অষ্ট্রিয়-সম্রাটের পরাজয়-সাধনবিষয়েও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

বোরিয়েন বর্ণনা করিয়াছেন, "তিনি এই সকল বিষয় চিন্তা করিবার সময় প্রায় সর্ব্বদা একখানি বৃহৎ মানচিত্র পুরোভাগে বিন্যস্ত করিয়া রাখিতেন, এবং একাগ্রচিত্তে তদুপরি নেত্র-নিধানপূর্ব্বক তদীয় প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধারণা করিতেন। তন্নিবন্ধন অনেক স্থলে জয়লক্ষ্মী তাঁহার হস্তগামিনী হইয়াছিল।"

একারের শাসনকর্ত্তা জিজার নেপোলিয়নের উল্লিখিত মহোচ্চ মনোরথসিদ্ধির অন্তরায় হইলেন। তিনি তাঁহার সন্ধি-বিষয়ক প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না, প্রত্যুত, ঐ অভিপ্রায়ে প্রেরিত তদীয় কর্ম্মচারীর শিরশ্ছেদন করিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত হইলেও, বোনাপার্ট সিরিয়াদেশের আক্রমণ-বিষয়ক সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন না। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রায় পঞ্চসহস্র সৈনিক সমভিব্যাহারে উক্ত দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাগণ মিসরদেশীয় দগ্ধপ্রায় মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সিরিয়াদেশের উর্ব্বর ভূভাগে উপস্থিত হইল। তথায় চতুর্দ্দিকে শস্যপূর্ণক্ষেত্র দর্শন করিয়াও সহজে তাহাদের ভ্রান্তি দূর হইল না। মিসরদেশে আগমনকালে মরীচিকায় দৃষ্টিভ্রম উৎপাদিত হওয়াতে তাহাদের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা তৎকালে স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইল। তত্রত্য ভূমিসমুদায়ের শস্যশালিতা নয়নগোচর করিলেও, প্রথমতঃ উহা অলীক বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল, পরে বহুকষ্টে সেই ভ্রান্তিজাল অপনীত হইলে, তাহারা নিরতিশয় আনন্দে পুলকিত হইল।

অনন্তর সিরিয়াদেশীয় মরুভূমির উপর দিয়া গমনকালে সৈনিকগণ পিপাসায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, স্ব স্ব অধিনায়কগণের প্রতি মনে মনে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং নানাক্লেশে তাহা অতিক্রম করিয়া গাজা ও জাফা এই নগরদ্বয় যুগপৎ অবরোধ করিল। জাফানগর প্রচুর রক্ষিসৈন্যে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত হওয়াতে, নেপোলিয়ন স্বীয় সৈনিকগণকে তথায় ভীষণ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা ঈদৃশ নৃশংস ব্যাপার সম্পাদন করিল, যে তাহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যাহা হউক, পরি-

শেষে তিনি দুইজন কর্ম্মচারীকে এই আদেশ দিয়া পাঠাইলেন, “তোমরা মদীয় ক্রোধান্ধ সেনাগণকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা কর এবং যাহারা নগররক্ষণে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে যত্নশীল হও।”

কর্ম্মচারিদ্বয় এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, “যাহারা আমাদের শরণাগত হইবে, তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব।” উক্ত ঘোষণানুসারে তিন সহস্র আলবানিয়াদেশীয় সেনা তাঁহাদিগকে লিখিতনিয়মে আবদ্ধ করিয়া বন্দিস্বরূপ আত্ম সমর্পণ করিল। সেই উভয় কার্য্যকারক তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নেপোলিয়নের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি বহুসংখ্যক সেনা নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ কর্ম্মচারিদ্বয়ের প্রতি সরোষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, “তোমাদের এত অধিক লোকের জীবন রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য কি? আমাদের প্রচুর আহারসামগ্রী অথবা তাদৃশ রক্ষিসেনা নাই, যে ইহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখি। বিশেষতঃ ইহাদিগকে এক্ষণে মুক্ত করিয়া দিলেও বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কারণ, ইহাদের শত্রুদলের সহিত সম্মিলিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব এবিষয়ে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?

তিনি এই রূপে সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইলে, ঐ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের ভাগ্য-নির্ণয়ার্থ তৎক্ষণাৎ একটী সামরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে অনেক বাদানুবাদের পর পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল, যে উহাদের আশু প্রাণবধ করাই কর্ত্তব্য। নেপোলিয়নও সভ্যগণের এই বিচার যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সেই বন্দিগণ সমুদ্রতীরে নীত হইলে, গোলা-

বর্ষণদ্বারা সকলেরই প্রাণ বিনাশিত হইল। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইউরোপে প্রচারিত হইলে, সকলেই সমস্বরে নেপোলিয়নের ঘোর অপযশঃ ঘোষণা করিতে লাগিল। নিহত সেই হতভাগ্য ব্যক্তিগণের পর্ব্বতাকার কঙ্কালরাশি সূর্য্যকিরণে শুভ্রবর্ণ হইয়া, সমরসংক্রান্ত নৃশংসব্যাপারের ভীষণচিহ্নস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা দর্শন করিলে অথবা মনে হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক ও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহা হউক, সামাজিক রীতি ও যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়মানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সকল বন্দী পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আত্মসমর্পণ করে, তাহাদের জীবনরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু নেপোলিয়ন তদ্বিপরীত আচরণ করিয়া নিতান্ত অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন দুরপনেয় কলঙ্করাশি তদীয় চরিত্রে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর নেপোলিয়ন একারের অবরোধার্থ সজ্জীভূত হইয়া সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরটী এবম্প্রকার স্থানে অবস্থিত ছিল, যে তথা হইতে সিরিয়ার সমুদয় ভূভাগ লক্ষিত হইত। সুতরাং প্রকৃত বিষয়ে উহার বিলক্ষণ উপযোগিতা ছিল। কিন্তু উহা দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত ও গন্তব্যপথে অবস্থিত থাকায়, তাঁহার অগ্রগমন ও স্বার্থসাধনের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। তৎকালে তদীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল, যে তিনি ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ টিপু সাহেবের নিকট দূতদ্বারা এই সন্দেশ পাঠাইয়াছিলেন, "আপনি যখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, আমি প্রাণপণে তখন আপনার সহায়তা করিতে সম্মত আছি।" কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার এই চেষ্টা ফলোপধায়িনী হয় নাই।

সর সিড্‌নি স্মিথনামক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ফরাসি-

কারাগৃহে কিয়দ্দিবস রুদ্ধ ছিলেন। তিনি তথা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, একার নগরে ঈদৃশ দক্ষতাসহকারে সেনানীর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যে নেপোলিয়নের জয়ের পক্ষে অসম্ভাব্য বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আরব্ধ কার্য্যে একবার ব্যাঘাত জন্মিলে লোকে সচরাচর দ্বিগুণতর আগ্রহের সহিত তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তিনিও তাদৃশ আগ্রহাতিশয়সহকারে যতবার উক্ত নগর আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন, ততবারই তাঁহাকে বিফলপ্রয়াস হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। পরিশেষে মিসরদেশে তাঁহার আশু প্রতিগমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তথায় প্রতিপ্রয়াণ করিলে, উচ্চ অভিমান খর্ব্ব এবং আশাভঙ্গ হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়াও, অনিচ্ছাসত্ত্বে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন; এবং সৈনিকগণকে রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিলেন। তিনি এতাবৎকাল যত যুদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইহাকেই তাঁহার প্রথম পরাজয় বলিতে হইবে। যাহা হউক, তদীয় সেনাগণ তদবধি জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতিগমনকালে ঘোরতর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া হস্তস্থিত প্রজ্বলিত বর্ত্তিদ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিপক্ক শস্যরাজি দগ্ধ করিয়া ফেলিল। হায়! যাহারা ঈশ্বরদত্ত ভোগ্যবস্তু সকল আপনারা উপভোগ করিতে অক্ষম হইয়া, তৎসমুদায় অন্যেরও উপভোগের অযোগ্য করে, তাহাদের ন্যায় নির্দ্দয় ও পামর জগতে অতি বিরল। ফলতঃ মানুষ স্বার্থান্ধ হইলে, কোন কার্য্যই প্রায় তাহার অসাধ্য থাকে না। নেপোলিয়নের সৈনিকগণের উক্ত প্রকার আচরণই এবিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

একারের যুদ্ধে যে সকল কর্ম্মচারী আহত হইয়াছিল, তাহাদের পরিচারকগণ স্বীয় স্বীয় প্রভুকে চতুর্দোলে আরোহণ করা-

ইয়া আপনারা স্বয়ং বহন করিতে লাগিল। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া করুণাশূন্যহৃদয়ে তাহাদিগকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। সেই হতভাগ্য কর্ম্মচারিগণ তদবস্থায় পতিত হইয়া মৃত্যুর অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে পরিচারকগণের অন্তঃকরণে দয়ার লেশমাত্রও উদিত হইল না। তাহারা প্রভুভক্তি বিস্মরণপূর্ব্বক তথা হইতে অবলীলাক্রমে প্রস্থান করিল। এদিকে অপরাপর সৈনিকগণ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও সাতিশয় ক্লান্ত হওয়াতে গমনে অশক্ত এবং অবসন্ন হইয়া মরুভূমিস্থ বালুকায় পতিত হইতে লাগিল। তাহারা সমভিব্যাহারী করুণাবিমুখ বন্ধুগণের আনুকূল্য প্রার্থনায় কাতরস্বরে অনেক অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না। নির্দ্দয় সঙ্গিগণ এই হতভাগ্যদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। কেবল মর্ম্মভেদক পরীহাসবাক্যে ব্যথিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই যাত্রায় নেপোলিয়ন বিষম সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করেন। আরবদেশীয় একজন ভ্রমণকারী তদীয় উপাংশুবধসম্পাদনার্থ পথের পার্শ্বস্থিত একটী জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিল। তিনি যে সময় সেই স্থান দিয়া গমন করেন, তৎকালে সেই ব্যক্তি তথা হইতে তাঁহার প্রতি গুলি প্রয়োগ করিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা তদীয় গাত্র স্পর্শ না করিয়া, পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে তাঁহার সৈনিকগণ ক্রোধান্ধ হইয়া, সেই আততায়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং পাছে সে পলায়ন করিয়া অলক্ষ্য হয়, এই অভিপ্রায়ে তাহাকে সমুদ্রের অভিমুখে তাড়িত করিয়া তাহার প্রতি গুলি প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে কৌশলক্রমে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া, সত্বরপূর্ব্বক দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেনাগণ

তাহাকে তথা হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস পাইল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর অপর সৈন্যদল তথায় উপনীত হইবামাত্র, নেপোলিয়ন তাহাদিগকে এই আদেশ করিলেন, "তোমরা ঐ পর্ব্বতে আততায়ীর অন্বেষণ কর। সাবধান! যেন সে তথা হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে না পারে।" তাহারা এই আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র, তন্ন তন্ন করিয়া সেই জিঘাংসুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং পরিশেষে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া, গুলিদ্বারা তদীয় প্রাণবধ করিল।

কায়রোনগরে নেপোলিয়নের প্রতিগমনকালে আসিয়াদেশ-প্রসিদ্ধ মারীভয় তদীয় সেনাদলে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন তিনি জাফানগর সত্বর পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তদীয় বহুসংখ্যক সেনা উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়াতে, জীবনবিষয়ে হতাশ হইয়া তত্রত্য চিকিৎসালয়ে বাস করিতে লাগিল। তাহারা আশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি অধিকপরিমাণে তাহাদিগকে অহিফেণ সেবন করাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। তাহাতে অনেক সৈনিক অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিল। যাহা হউক, তিনি উক্তরূপে তাহাদের প্রাণবধ করিবার এই হেতু নির্দ্দেশ করেন, যে তৎকালে তুরুস্ক ও ফরাসি এই উভয় জাতির মধ্যে এবম্প্রকার বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রথমোক্ত জাতি শেষোক্ত জাতীয় কোন ব্যক্তিকে বন্দীকৃত করিতে পারিলেই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিত। শত্রুকৃত তাদৃশ অবমাননা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু অনন্তগুণে শ্রেয়স্কর, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি পূর্ব্বোক্তরোগে আক্রান্ত সৈনিকদিগকে বিপক্ষহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অহিফেণ ভক্ষণ

করাইবার বিধি দিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি উহার যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ যথার্থ হইলেও, উহা নিতান্ত অবৈধ ও ন্যায়গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতন্নিবন্ধন তিনি অপবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। আপামর সাধারণ সকলেই তদীয় অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

উক্তরূপ প্রক্রিয়াবশতঃ মৃত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা-নিরূপণবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি চরিতাখ্যায়ক বলেন, ঊর্দ্ধসংখ্যায় পঞ্চ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। অপরে কহেন, ন্যূন সংখ্যায় ষষ্টিসংখ্যক ব্যক্তি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিল। যাহা হউক, মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, এই গণনাদ্বারা নেপোলিয়নের অপকলঙ্ক দূরীভূত হইবে না।

সত্যের প্রতি নেপোলিয়নের বিলক্ষণ অনাদর ছিল। যেস্থলে মিথ্যা ব্যবহার করিলে, অধিকতর সুবিধা বিবেচনা করিতেন, তথায় তিনি সত্যের প্রতি প্রায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। এই নিমিত্ত কায়রোনগরে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে, যখন বিজ্ঞাপনীদ্বারা স্বীয় প্রতিগমনের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেন, তখন তাহাতে আপনার বিপদ্ ও পরাজয়বৃত্তান্তের নামমাত্রও উল্লেখ করিলেন না। কেবল স্বীয় সিদ্ধিপরম্পরা-বর্ণনদ্বারা তাহা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত করিলেন। ইহার অল্পদিবস পরেই কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সমাগত একদল তুরুষ্কসেনা রণতরি হইতে তথায় অবতীর্ণ হইলে, তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, সেই যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তির জীবন বিনাশ করিয়া আপনি জয়লাভ করিলেন। এই সময়েই একটী অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া,

তাঁহার জয়োল্লাস বিষাদরূপে পরিণত হইল। তুরুষ্কসেনা-বাহিনী ইংলণ্ডীয় পোতরাজির অধ্যক্ষের প্রতি তিনি একদা সাতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, পোতনায়ক তাহার প্রতিদানস্বরূপ কতকগুলি জর্ম্মনিদেশীয় সংবাদপত্র তাঁহার সমীপে প্রেরণ করেন। দশ মাসকাল ইউরোপীয় সংবাদ প্রাপ্ত না হওয়াতে, তদীয় অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই বার্ত্তাবহগুলি পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং সাতিশয় ঔৎসুক্যসহকারে তৎসমুদায় পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঠ করিতে করিতে পরিশেষে অবগত হইলেন, যে অষ্ট্রিয়েরা তদীয় অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, ইটালিদেশ পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছে। সুতরাং তিনি যে উৎসাহসহকারে তথায় সমরনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইয়াছে। এই সংবাদটী পাঠ করিবামাত্র অধীর হইয়া, সংবাদপত্রখানি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিলেন! "হায়! অষ্ট্রিয়েরা ইটালিদেশ পুনরধিকার করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে! এতদিনের পর আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ অকিঞ্চিৎকর হইল। আমরা তাহার ফল সমগ্ররূপে ভোগ করিতে পারিলাম না।"

অনন্তর তিনি স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, "ফরাসিরা শাসনকর্ত্তৃসমাজের নিয়ম সকল অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া, ঐ সমাজের প্রতি নিতান্ত বীতানুরাগ হইয়াছে। এসময় স্বদেশে প্রতিগমন করিলে, আমাকে পরম সমাদরপুর্ব্বক অভ্যর্থনা ও সৎকার করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব অবিলম্বে তথায় আমার যাত্রা করা বিধেয়। যেহেতুক, ফরাসিদেশে প্রধান আধিপত্য লাভের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।" এই রূপ চিন্তা করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ কতিপয়

কর্ম্মচারীকে বিজনে আহ্বানপূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমনের সমুদায় আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা তচ্ছ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া, অতিসঙ্গোপনে তদীয় আজ্ঞা সম্পাদন করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে স্বদেশগমনবার্ত্তা-শ্রবণে তাহাদের আনন্দরাশি ঈদৃশ উদ্বেল হইয়া উঠিল, যে পাছে অপর কেহ তাহাদের অভিপ্রেত বিষয় অবগত হইয়া, বিঘ্ন উৎপাদন করে, এই শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া, তাহারা এপ্রকার সাবধানতাসহকারে গমনের উদ্যোগ করিল, যে নেপোলিয়নের বহুসংখ্যক সৈন্যমণ্ডলী এবং প্রতিনিধি সেনানায়ক ক্লেবারও তাঁহার তদ্বিষয়ক অভিপ্রায়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না।

অনন্তর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ২৩সে আগষ্ট তারিখে নেপোলিয়ন কতিপয়মাত্র পরিচারক-সমভিব্যাহারে দুইখানি ক্ষুদ্র রণতরিতে আরোহণ করিলেন। ফরাসিদেশ হইতে আগমনকালে যে সকল সুশোভিত ও সুসজ্জিত সংগ্রামপোত আনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই দুইখানি কেবল প্রকৃতাবস্থায় ছিল, অবশিষ্ট সমুদায়গুলি বিপক্ষগণকর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি উক্ত পোতদ্বয়মাত্র আশ্রয় করিয়া মিসরদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ তদীয় সেনাগণের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইল। যাহা হউক, স্বীয় স্বার্থপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সৈনিকগণকে আপদে পাতিত করিয়া, তাঁহার মিসরদেশ হইতে যাত্রা করা, কোন প্রকারে বিধেয় হয় নাই। এতন্নিবন্ধন চিরকাল তদীয় অপকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

নেপোলিয়ন যাদৃশ অবস্থায় স্বদেশে প্রতিগমন করিতে

লাগিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বিষাদ উপস্থিত হয়। তথা হইতে আগমনকালে যেরূপ সমারোহে সমাগত হইয়াছিলেন, এসময়ে তাহার কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। তৎকালে অর্দ্ধক্রোশপরিমিত পথ অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত বহুসংখ্যক বৃহত্তর পোতরাজিতে পরিপূর্ণ হওয়াতে, যে সমুদ্র মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে তদুপরি কেবল দুইখানিমাত্র ক্ষুদ্র রণতরি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল, এবং পাছে উহা বিপক্ষেরা আক্রমণ করে, প্রতিমুহূর্ত্তেই এই আশঙ্কা জন্মিতে লাগিল। এসময় বাহ্যশোভাদর্শনকুতূহলী দর্শকগণের জনতায় সমুদ্রতীর আর পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ হইল না। কেবল কতিপয়মাত্র পরিচারক তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। পাছে কেহ তাহাদের পলায়নের বিষয় অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করে, এই ভয়ে তাহারাও আবার প্রতিপাদক্ষেপে কম্পিত-কলেবর হইতে লাগিল।

মিসরদেশ হইতে যাত্রাকালে শত্রুহস্তে পতিত হইবার আশঙ্কা বলবতী হওয়াতে, নেপোলিয়ন পথিমধ্যে স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি নিয়ত মনের অসুখেই কাল হরণ করিতে লাগিলেন। দুশ্চিন্তাপরিহারমানসে সময়ে সময়ে কেবল দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া চিত্তবিনোদন করিতেন। কথিত আছে, তিনি এই ক্রীড়ায় প্রতারণাপূর্ব্বক জয়লাভ করিতেন। কিন্তু সেই অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, বিজিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিতেন। যাহা হউক, কতিপয় দিবসের পর তদীয় পোতদ্বয় তাঁহার জন্মভূমি কর্শিকাদ্বীপে উপনীত হইল। তথায় কিয়ৎক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিয়া, পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ প্রাক্কালে ফরাসি উপকূলের লক্ষ্য

স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই পোতদ্বয়ের অদূরেই ইংলণ্ডীয় পোতরাজি নিরীক্ষণ করিয়া, নেপোলিয়নপ্রভৃতি সকলেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তন্নিবন্ধন সে রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা হইল না। অপরাপর সকলে ভয়ে অভিভূত হইয়া, রাত্রির অবসান প্রার্থনা করিতে লাগিল। তৎকালে নেপোলিয়ন কেবল একাকী অন্তঃকরণের স্থিরতারক্ষণে সমর্থ হইলেন, এবং ভয়বিহ্বল পোতাধ্যক্ষের কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অনুকূল দৈবনিবন্ধন সেই পোতদ্বয় বিপক্ষগণের লক্ষ্য হইল না। তাঁহারা সে রাত্রি অতিকষ্টে যাপন করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিক্ অরুণবর্ণ হইলে, ইংলণ্ডীয় পোতরাজি সমধিক বিপ্রকৃষ্ট ও ফরাসি উপকূল অতিসন্নিকৃষ্ট নয়নগোচর করিয়া, তাঁহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, এবং শত্রুহস্ত হইতে ভাগ্যক্রমে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া, আপনাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ৯ই অক্টোবর তারিখে তিনি ফ্রিজস্ উপসাগরে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিনিবন্ধন তিনি স্বজাতীয় গুপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবগত ছিলেন না। এই নিমিত্ত তত্রত্য রক্ষিসেনাগণের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে অপারগ হওয়াতে, প্রথমতঃ অরাতি বিবেচনায় গোলাগুলি আসিয়া, তীর হইতে তদীয় পোতোপরি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার পোতাধিরূঢ় জনগণের প্রগাঢ় হর্ষচিহ্ন-দর্শনে আত্মীয়বোধে তৎসমুদায় নিবারিত হইল। অনন্তর নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, স্থানীয় বহুসংখ্যক লোক নৌকারোহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উক্ত উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং

পরম সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে সৎকার ও অভ্যর্থনা করিল।

ভিন্নদেশ হইতে জাহাজাদি আসিলে, তৎসমুদায় ৪০ দিন পোতাশ্রয়ে রুদ্ধ থাকিত, তত্রত্য আরোহিগণ সেই কতিপয় দিবসের মধ্যে তীরে অবতরণ ও তদ্দেশীয় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারিত না। এই কঠিন নিয়ম প্রচলিত থাকায়, সময়ে সময়ে দেশের অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইত। তন্নিবন্ধন এক দেশের সংক্রামক রোগ দেশান্তরে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিত না। নেপোলিয়নের পোতদ্বয় মারীভয়ের দেশ হইতে সমাগত হওয়াতে, তাঁহার প্রতিও উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে তীরে অবতারণ করিবার নিমিত্ত লোকের ঈদৃশ আগ্রহাতিশয় জন্মিল, যে তাহারা আপনাদের ভাবী অনিষ্টের বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া, সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল, "অষ্ট্রিয়াদেশের সিদ্ধিলাভদর্শন আমাদের নিতান্ত অসহনীয়, তদপেক্ষা মহামারী বরং আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।" যাহা হউক, তদীয় আগমনবার্ত্তা তাড়িত বার্ত্তাবহযোগে তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রেরিত হইল। তচ্ছ্রবণে তথাকার লোকেরাও সাতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইল। ফলতঃ তৎকালে দেশে যেরূপ অরাজক কাণ্ড ঘটিয়াছিল, এবং অষ্ট্রিয়দিগের সিদ্ধিলাভ-দর্শনে সাধারণ লোকে যেরূপ হতাশ্বাস হইয়াছিল, তাহাতে শাসনসম্পর্কীয় পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সকলেই নিতান্ত সমুৎসুক হইল। অধিক কি, তাহারা বিদ্রোহ-ঘটনাবধি যে স্বাধীনতাসুখভোগে সস্পৃহ হইয়াছিল, তাহা বিসর্জ্জন দিয়াও অভিনব শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে সমুদ্যত হইল।

অনন্তর নেপোলিয়ন রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অনতিবিলম্বেই শাসনকর্তৃসমাজে গমন করিলেন। তৎকালে উভয়পক্ষই পরস্পর সাক্ষাৎকার করিতে নিতান্ত শঙ্কিত হইল। ইটালি-

দেশ বিপক্ষহস্তগত হওয়াতে, পাছে নেপোলিয়ন আমাদিগকে ভর্ৎসনা করেন, এই বিবেচনায় সমাজের সভ্যগণের শঙ্কা উপস্থিত হইল। এদিকে মিসরদেশে সেনাগণকে পরিত্যাগ করিয়া আসায়, সভ্যগণ তাঁহাকে তিরস্কার ও প্রকাশ্যরূপে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা করিয়া, তিনিও শঙ্কাকুলিত হইলেন। সুতরাং পরস্পরের কথোপকথন অতিশিথিলভাবে চলিতে লাগিল, এবং তাহা অতিসংক্ষেপেই পর্য্যবসিত হইল। ফলতঃ পরস্পরের প্রীতিবিরহ ও অবিশ্বস্ততা-নিবন্ধন কোন পক্ষই স্বাভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিল না। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নীরস আলাপের পর সভা ভঙ্গ করিয়া, সকলেই স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক, সাধারণ লোকে নিয়ন্তৃগণের তদানীন্তন ভাব দেখিয়া, তাঁহাদের আঁকার ইঙ্গিত কিছুই অবগত হইতে পারিল না। কিন্তু নেপোলিয়নের প্রতি সকলেই প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। এমন কি, তিনি যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই জনসমূহ তদীয় দর্শনলালসায় দ্রুতপদে যাত্রা করিয়া, সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মানবপ্রকৃতিবিষয়ে তাঁহারও সম্যক্ পরিজ্ঞান ছিল। তন্নিবন্ধন তিনি তাহাদের কৌতুহলশিখা নির্ব্বাপিত না করিয়া, উহাকে সমধিক সন্ধুক্ষিত করিবার মানসে সাধারণের গতিবিধিস্থলে গমন করিতে বিরত হইলেন এবং নানাভাবে নানাস্থানে অবস্থান ও পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ প্রকাশ্যস্থানে গমনসময়ে তিনি যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন, তাহা স্থূল দৃষ্টিতে সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, দর্শকগণ নিরীক্ষণ করিবামাত্র তদীয় সিদ্ধিপরম্পরার বিষয় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। সময়ে সময়ে ধূসরবর্ণ অঙ্গাবরণে সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদিত ও তুরুষ্কদেশীয় তর-

বারি পার্শ্বে লম্বিত করিয়া বহির্গত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পিরামিডের যুদ্ধ ও মিসরের বিজয়বৃত্তান্ত লোকের স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, এবং কখন বা বৈজ্ঞানিক সভার সভ্যগণের ন্যায় বেশ পরিগ্রহ করিয়া, বিদ্বন্মণ্ডলীপরিবৃত সভায় গমনপূর্ব্বক এমত অবহিতচিত্তে তাঁহাদের শাস্ত্রবিষয়ক কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার তৎকালীন ভাব দেখিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হইত, শাস্ত্রচিন্তা ও জ্ঞানচর্চ্চাই যেন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময়ে তিনি গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়ান্তরে আসক্তচিত্ত হইলেন। তিনি প্রধান আধি-পত্যলাভের আশায় দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, অভিমত বিষয়ে সাহায্য-প্রাপ্তির মানসে স্বীয় কার্য্যকারকগণদ্বারা গোপনে তদানীন্তন সেনাসংক্রান্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের চিত্ত পরীক্ষা করি-লেন, এবং তদ্বিষয়ে সহজেই পূর্ণমনোরথ হইলেন। পরন্তু নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে, অসীম ক্ষমতা প্রদান করিব, শাসনকর্তৃসমাজের দুই জন প্রধান সভ্যের নিকট এই প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইলে, তাঁহারাও তদীয় সহায়তা করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন। ফলতঃ তৎকালে সাধারণ রাজকার্য্যের অবস্থাদর্শনে শাসনপ্রণালীগত পরিবর্ত্তন নিতান্ত সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং নেপোলিয়নের পারিসে আগ-মনের অষ্টাহ মধ্যেই তৎপ্রযুক্ত বিবিধ উপায় সকল সম্যক্ ফলোন্মুখ হইবার উপক্রম হইল।

নেপোলিয়ন যাদৃশ প্রভাবশালী ও সৈন্যবলে বলীয়ান্ ছিলেন, তাহাতে প্রধান আধিপত্য প্রাপ্তির নিমিত্ত তিনি প্রকাশ্য-রূপে সকলের সহিত বিরোধ করিতে পারিতেন এবং অস্ত্রপ্রয়োগ-রূপ উপায় দ্বারা তদ্বিষয়ক-কৃতার্থতা-লাভে সমর্থ হইতেন।

কিন্তু উক্ত রীতি রাজনীতির অননুমোদিত বলিয়া, তিনি ঐ অসাধু ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং যাহাতে প্রকৃতিবর্গ তদীয় কার্য্যকলাপে সর্ব্বদা অনুরাগ প্রকাশ করে, তিনি তদনুরূপ আচরণ করিতে অভিলাষী হইলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শাসনকর্ত্তৃসমাজের কোন কোন সভ্য তদীয় অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি এই সমাজের কিয়ৎসংখ্যক সভ্যের অনুকূল দৃষ্টি থাকিলেও, তত্রত্য অপর দুইটী প্রতিনিধি সভা এতাবৎ কাল তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিল। উহার একতরের নাম প্রাবীণ সমাজ, এবং অপরের নাম পাঞ্চশত সমাজ। এই উভয় সভার সভ্যগণের নিকট প্রভুত অর্থদান অঙ্গীকার করিয়া, তিনি বহুসংখ্যক সভ্যকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন, এবং মনে মনে এই আশা করিতে লাগিলেন, আমাকে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রদান করিতে, বোধ হয়, ইহাঁরা কেহই আপত্তি করিবেন না। অধিকন্তু এই সকল বিষয় অপর কেহ অবগত হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে স্থিরীকৃত হইল, নেপোলিয়ন উক্ত সমাজদ্বয়ে গমনপূর্ব্বক এই ব্যপদেশ করিবেন, যে তিনি একটী ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়াছেন, তদ্দ্বারা সাধারণতন্ত্র-শাসনপ্রণালী বিপর্য্যস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এইরূপ কথিত হইলে, সভ্যগণ তাঁহাকে রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান করা ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন। অন্যথা উক্ত বিপদ্ হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধন দুষ্কর হইবে।

নেপোলিয়ন উক্ত বাগুরাজাল বিস্তার করিয়া, পূর্ণকাম হইবেন কি না, এবং তদ্দ্বারা উন্নতিসোপানে অধিরূঢ় হইবেন কি অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন, এই সমুদায় বিষয় নির্দ্ধারিত করিবার দিবস উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে তিনি শাসনকর্ত্তৃসমাজের পঞ্চ জন সভ্যকে স্বীয় অভিপ্রেত-

সিদ্ধিবিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্যে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে এই ফল দর্শিয়াছিল, যে দুই জন সভ্য তাঁহার স্বপক্ষ ও দুই জন তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষ হইয়াছিলেন এবং পঞ্চম ব্যক্তি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঘটনার দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার বাসভবন হিতেচ্ছু ও অনুরক্ত সেনাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণে পরিপূর্ণ হইলে, তিনি তাহাদিগকে এবং সমরকৌশল-প্রদর্শনচ্ছলে সমবেত অপর একটী সেনাদলকে সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রোক্ত সমাজদ্বয়ের অধিবেশনস্থানে উপস্থিত হইলেন। বিপৎকালে অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে অন্তঃকরণের দৃঢ়তা-রক্ষণ যেরূপ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল, এই সময়েও তাদৃশ ভাব তাঁহার মুখাবয়বে স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। তদানীন্তন ঘটনা-দর্শনকারী কোন দর্শক বর্ণনা করিয়াছেন, "কোন ভীষণ যুদ্ধ ঘটনার দিবস প্রাতঃকাল যাদৃশ স্তিমিতভাব ধারণ করে, তিনিও তৎকালে তাদৃশ শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; সে সময়ে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তবিকার লক্ষিত হয় নাই"।

তিনি প্রথমতঃ প্রবীণদিগের সমাজে গমন করিয়া, সভায় যাদৃশ ব্যাপার ঘটিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহার বৈপরীত্য নয়নগোচর করিলেন। ঐ সমাজভুক্ত প্রজাতন্ত্রপর কতিপয় সভ্য পুর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিবিধ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারা তদীয় দুরাকাঙ্ক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার দোষারোপ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের পক্ষ-সমর্থনকারীরা সভ্যগণের তাদৃশ প্রতিবাদে নিতান্ত শঙ্কিত হইলেন এবং তৎকালোপস্থিত ঘটনা সকল তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায়ভূত

নিরীক্ষণ করিয়া, ভগ্নমনোরথ হইতে লাগিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার দর্শন করিয়া, নেপোলিয়নের একজন বৃদ্ধ সেনানী তাঁহাকে বলিলেন, "এক্ষণে যেরূপ বিষম গোলযোগ উপস্থিত, তাহাতে আপনকার অভিপ্রেত সিদ্ধি হওয়া দুরূহ বিবেচনা হইতেছে।" নেপোলিয়ন তদুত্তরে কহিলেন, "শান্ত হও, ব্যাকুলিত হইবার প্রয়োজন নাই। আর্কোলার যুদ্ধকালে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তাহাতে যখন ঈশ্বরানুগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তখন ইহাতে যে পূর্ণমনোরথ হইব, তাহারই বা বিচিত্রতা কি ?'

অনন্তর তিনি কতিপয় বন্ধুগণভিব্যাহারে সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাপতি তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি চক্রান্তের বিষয় কি জান, তাহার আমূল বৃত্তান্ত সভ্যগণের সমক্ষে বর্ণন কর।" তিনি তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহার বক্তৃতা এরূপ অপ্রীতিকর ও অসংলগ্ন হইল, যে পৃষ্ট বিষয়ের সহিত তাহার কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকিল না। তাহাতে সভাপতি অসন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "তোমার বক্তৃতা সমাজের সভ্যগণের সন্তোষপ্রদ হয় নাই। উহাদ্বারা ষড়যন্ত্রের বিষয় ইহাঁরা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। অতএব তদ্বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বর্ণন কর।" সভাপতি এই বলিয়া নীরব হইলে, নেপোলিয়ন পুনর্ব্বার অপরিস্ফুট ও অসম্বদ্ধবচন বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এই বলিয়া বাক্যশেষ করিলেন, "দৈব আমার প্রতি এরূপ অনুকূল, যে আমি যে স্থানে যাত্রা করি, সেই স্থানেই জয়শ্রী আমার হস্তগামিনী হন এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমার নিকট বিরাজ করেন। আমি এই দেবীদ্বয়ের হস্তাবলম্ব পাইয়াই এস্থানে আগমন করিয়াছি।"

তাঁহার শ্রুতিকটু এই বক্তৃতায় মন্দ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া, তদীয় বন্ধুগণ তাঁহার অঙ্গাবরণ আকর্ষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, "সেনানায়ক! তুমি সবিশেষ বিবেচনা না করিয়াই, অসম্বদ্ধভাষীর ন্যায় আলাপ করিতেছ। ইহা দ্বারা তোমার অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর। এস্থানে তোমার আর অবস্থিতি করা কোন প্রকারে বিধেয় নহে।" সুহৃদ্গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হইলেন এবং সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "যাহারা আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাক, তাঁহারা সকলেই আমার অনুগমন কর।" এই বলিয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে দ্বাররক্ষক সেনাগণ কোন আপত্তি করিল না।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, "যে সময়ে নেপোলিয়ন সভাগৃহ হইতে বহির্গমন করেন, সেই সময়ে সভাপতি প্রহরীদিগকে "কেহ যেন এস্থান হইতে যাইতে না পারে" এই আদেশ প্রদান করিলে যে কি গরলময় ফল উৎপন্ন হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এপ্রকার ঘটিলে, বোধ হয়, তিনি আর লক্সেমবর্গস্থিত রাজ-ভবনে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতেন না। তত্রত্য বধ্য-মঞ্চেই তদীয় জীবনযাত্রা পর্য্যবসিত হইত।

নেপোলিয়ন প্রধান আধিপত্য লাভের আশায় দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, উক্ত বাগুরাজাল বিস্তার করিয়াছেন, এই সংবাদটী তদীয় আগমনের পুর্ব্বেই পাঞ্চশত সমাজের সভ্যগণের শ্রবণগোচর হইয়াছিল। সুতরাং তদীয় অভিপ্রেতসিদ্ধির বিষম ব্যাঘাতক কার্য্যজাত উক্ত সমাজে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, এবং সভ্যগণ তাঁহার নানাপ্রকার দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া, বাদানুবাদ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিষম গোলযোগের সময় তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাত্যাকুলিত সাগরের ন্যায় সদস্যগণের অন্তঃকরণ সমধিক ক্ষুভিত হইয়া উঠিল, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলেই এই বাক্য বলিতে লাগিল, "নেপোলিয়ন স্বদেশের উপকারার্থ অনেক যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু উঁহার স্বার্থপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশা বলবতী হওয়াতে, সমুদায় পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, এব্যক্তি ক্রমওয়েলের * ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব এই রাজ্যকামুক স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির আশু উচ্ছেদসাধনে সকলে বদ্ধপরিকর হও।" নেপোলিয়ন সভ্যগণের মুখবিনির্গত এইরূপ অশুভ বচনপরম্পরা-শ্রবণে সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তৎকালে তাঁহার বিষয় লইয়া, সমাজে যেরূপ হূল স্থূল পড়িয়াছিল; তাহাতে কেহই তদীয় বাক্যে কর্ণপাত করিল না। যাহা হউক, তাঁহার সমভিব্যাহারী দুইজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার আসন্ন বিপদাপাত সম্ভাবনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল এবং তাঁহাকে উৎসঙ্গারোপিত করিয়া, ত্বরিতপদে সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইল।

নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুসিয়েন উক্ত সমাজের সভাপতি ছিলেন। তিনি সভ্যগণকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

---

* ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে, ক্রমওয়েল প্রকৃতিবর্গের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া, রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন ও তদীয় প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হন।

পরিশেষে সভ্যগণ নির্ব্বন্ধসহকারে তাঁহার নিকট এই অনুরোধ করিলেন, "নেপোলিয়ন যাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমুদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে বিবাসনদণ্ড তাঁহার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্ত। অতএব আপনি সভায় এতদ্বিষয়ক একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সভ্যগণের মত গ্রহণ করুন।" লুসিয়েন সভ্যগণকে এই উদ্যম হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। সভ্যগণ তথাপি আগ্রহাতিশয় সহকারে উক্ত বিষয়ের জন্যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলেন, এবং সমাজগৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন।

অনন্তর তিনি নেপোলিয়নের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে তদীয় চিত্ত তাদৃশ অবমাননায় নিতান্ত ক্ষুভিত হওয়াতে, তিনি স্বীয় সৈনিকগণের সহিত এই পরামর্শ করিতেছিলেন, "তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া, আমি অভিপ্রেতসিদ্ধিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারি কি না?" লুসিয়েন এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, সত্যের অপহ্নবপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেনাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সৈনিকগণ! পাঞ্চশত সমাজের সভাপতি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, যে কতকগুলি সভ্য অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সমাজে উপস্থিত হইয়া, কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন। সুতরাং এপ্রকার সমাজ থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। অতএব তোমরা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সমাজের কার্য্য স্থগিত কর এবং সভ্যগণকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।" সৈনিকগণ তচ্ছ্রবণে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনবিষয়ে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া, রঙ্গভূমির ন্যায় ভঙ্গী-প্রদর্শনপূর্ব্বক

পুনর্ব্বার বলিলেন, “ সেনাগণ! তোমরা মনে করিও না, যে আমার ভ্রাতা স্বদেশের স্বাধীনতারত্ন-হরণে সমুদ্যত হইয়াছেন, আমার এপ্রকার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে, আমি অবিলম্বে এই তরবারি দ্বারা তদীয় প্রাণ সংহার করিতাম। অতএব তোমরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মদীয় আদেশ প্রতিপালন কর।” লুসিয়েনের বাক্য শুনিয়া, সেনাগণ তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইয়া, পুরোভাগে যাত্রা করিল এবং সমাজগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সভ্যগণ নবাগত বিপদ্ দর্শন করিয়া, শশব্যস্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সভ্যগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমধিক সাহসসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা আক্রমণার্থ সমুদ্যত সেনাগণকে তর্জ্জন ও ভয়প্রদর্শন করিলে, তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া, কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিল। এই অবসরে নেপোলিয়নের পক্ষপাতী একটী সেনাদল তথায় উপস্থিত হইল। সেনাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করিলে, সভ্যগণ ভয়ে চকিত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া, ত্বরিতপদে যথাভিলষিত দিকে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ গবাক্ষদ্বার ভগ্ন করিয়া, তথা হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়নপর হইল।

সমাজের সভ্যগণ সমন্তাৎ প্রধাবিত হইলে, নেপোলিয়নের প্রতি অনুরক্ত কতিপয় প্রতিনিধি সভ্য সমবেত হইয়া, পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, “নেপোলিয়ন ও তদীয় সৈনিকগণ স্বদেশের উপকারার্থ যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা অগণ্য সাধুবাদের যোগ্য পাত্র।” এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারা কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং ইহাও তদন্তর্নিবিষ্ট থাকিল, শাসনসংক্রান্ত কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ সম্প্রতি যে সকল সমাজ বিদ্যমান আছে, তাহাদের কার্য্য স্থগিত হউক, এবং তৎপরিবর্ত্তে কন্‌সলনামক সভা প্রতিষ্ঠিত হউক।

নেপোলিয়ন এবং অপর দুই ব্যক্তি এই সভার সভ্য হইবেন, এবং যাবতীয় রাজকার্য্য ইহাঁদিগেরই হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।” অপর দুই ব্যক্তিকে তাঁহাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, নেপোলিয়ন কোন ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা তাহার প্রতীকারবিধানে সমর্থ হইবেন। কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে, তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন, অপর দুই ব্যক্তি কেবল নামমাত্র সভ্য থাকিলেন। যাহা হউক, এই সকল নিয়ম-নির্দ্ধারণকালে পাঞ্চশত. সমাজগৃহের অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উহার যাদৃশী রমণীয়তা ছিল, এসময় তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। তৎকালে নিয়ম-প্রণেতা কতিপয় প্রতিনিধি সভ্যমাত্র গৃহের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কয়েক জন ভৃত্য হস্তে বর্ত্তিকা-ধারণপুর্ব্বক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। তদ্ব্যতীত আর কেহই সে গৃহে অবস্থিত ছিল না। সভ্যগণ সেই অনুজ্জ্বল আলোকেই পুর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করিলেন। ফলতঃ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে এক ব্যক্তির হস্তে সমগ্র প্রভু-শক্তি প্রদান করাই, তাঁহাদের যাবতীয় নিয়মের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হায়! যে ফরাসি রাজবিপ্লবে অসংখ্য প্রাণী ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, চরমে তাহার এইরূপ পরিণাম হইল।

পরদিন প্রাঃতকালে নেপোলিয়ন সত্যের অপহ্নব করিয়া, এই মর্ম্মে একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, “বিদ্রোহী প্রতিনিধি সভ্যেরা অস্ত্র-ধারণপুর্ব্বক সমাজদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া, তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে অধিকাংশ সভ্য তাহাদিগকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, ঐকমত্যাবলম্বনপুর্ব্বক পুর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।” যাহা হউক, সাধারণ লোকে তাঁহার এই

ঘোষণাপত্রোল্লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য-নিরূপণার্থ সূক্ষ্মরূপ অনুসন্ধান করিতে অভিলাষী হইল না। কারণ তাহারা অধিকতর শুভফল প্রাপ্তির আশায় কয়েক বৎসরাবধি যে রাজবিপ্লব ঘটনার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছিল, এবং তাহা ঘটিবার পর অবধি যেরূপ দুঃখজালে জড়িত ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সকল শ্রেণীস্থ লোকেই নেপোলিয়নের এই অভ্যুদয়-দর্শনে বাষ্পভরে গদ্গদ হইয়া, সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

নেপোলিয়নের জীবনচরিতের এই অংশের ঘটনাগুলি চিরস্মরণীয়। উহাতে একটী মহার্থ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিহাসে সময়ে সময়ে যে সকল তত্ত্ব নিরূপিত হয়, উক্ত ঘটনাগুলি দ্বারা তৎসমুদায় আরও দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইতেছে। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, যে রাজ্য রাজতন্ত্র নহে, তাহার শাসনকার্য্য পরিণামে যথেচ্ছাচার-প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বলবিক্রমশালী কোন বীর পুরুষ সেই রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা স্বীয় হস্তগত করিয়া, সকলের উপর আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হন। পরন্তু তৎপাঠে সাধারণ লোকের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মে, যে সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, স্থিরচিত্তে ও বিবেকশক্তিসহকারে তদুপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা ভাবী শুভ ফল প্রত্যাশায় সহসা কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন স্থায়ী সুখে বিসর্জ্জন দেওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শাসনকর্তৃসমাজের অকর্ম্মণ্য নিয়মাবলীর দোষে তৎকালে দেশের অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ-

কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় ছিল এবং প্রকৃতিবর্গ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। এই সকল নিরীক্ষণ করিয়া, নেপোলিয়ন প্রধান আধিপত্য প্রাপ্ত হইবামাত্র, তৎসমুদায়ের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেশের অবস্থার উন্নতি-সাধনবিষয়ে সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। প্রাত্যহিক ঘটনাসকল সন্দর্শন করিয়া, নূতন নূতন বিষয় সমুদায় যতই তাঁহার জ্ঞানগোচর হইতে লাগিল, ততই তিনি পূর্ব্বতনশাসনকর্ত্তৃগণের লোভপরতন্ত্রতা ও স্বার্থপরতার বিষয় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। ফলতঃ সেই সেই বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি তাঁহাদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "সাধারণতন্ত্র-সংস্থাপনকালে নিয়োজিত শাসনকর্ত্তৃগণ সাধারণের ধনসম্পত্তি নিঃসন্দেহ অপহরণ করিয়াছেন। তাহাদের ভূমিসম্পত্তি, সঞ্চিতধন, খাদ্যসামগ্রী, মহার্হ পরিচ্ছদ এবং যুদ্ধোপকরণপ্রভৃতি যে স্থানে যাহা ছিল, তৎসমুদায় শাসনকর্ত্তারা ভয়প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাহারা যাহাতে সেই সমুদায় নষ্ট বস্তু পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তৎকালে ফরাসিদেশের সামাজিক ও রাজস্বসংক্রান্ত অবস্থাও সাতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিবিধ রাজকর অতিকষ্টে সংগৃহীত হইত। মুদ্রার প্রচলন প্রায় স্থগিত হইয়াছিল, এবং সাধারণ ধনাগারের আয় এরূপ অল্প হইয়াছিল, যে নেপোলিয়ন অর্থাভাবে একজন বার্ত্তাবহ নিয়োগ করিতেও অপারগ হইয়াছিলেন। এদিকে লাবেণ্ডিপ্রদেশে অন্তর্বিরোধানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অষ্ট্রিয় সৈন্যদল ফরাসি সেনাগণকে নানাযুদ্ধে বারম্বার পরাজিত করিয়াছিল।

এক্ষণে সময় বুঝিয়া তাহারা বোর্বোঁবংশীয়দিগকে ফরাসি দেশের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার মানসে পারিসনগর আক্রমণ ও তথায় অভিযান করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধকালে নেপোলিয়নের যাদৃশ অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল, শাসনসংক্রান্ত কার্য্যজাত পরিদর্শনকালেও তিনি তাদৃশ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিলেন। ফরাসিদেশে যত বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তিনি সকলকেই স্বীয় সমাজে আহ্বান করিলেন। তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কোন ইতর বিশেষ রাখিলেন না, এবং পর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান অঙ্গীকার করিয়া, তাঁহাদিগের সকলকেই রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ফলতঃ পরিশেষে রাজকোষ ধনপূর্ণ হইলে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

অনন্তর তিনি শাসনকর্ত্তৃসমাজপ্রবর্ত্তিত রাজস্বপ্রণালী সংশোধন করিলেন, এবং যে যে স্থানে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ছিল, তথায় সুরীতি ও সুনিয়ম সংস্থাপন করিলেন। লাবেণ্ডিপ্রদেশে যাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে সন্ধি বিগ্রহ এই উভয়বিধ উপায়-প্রয়োগদ্বারা বশীকৃত করিলেন। এই রূপে তিনি দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহার একটী গুরুতর কার্য্য-সম্পাদন অবশিষ্ট থাকিল। অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড-রাজ্য ফরাসি গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। পরাক্রান্ত ঐ উভয় রাজ্যের সহিত সন্ধি না করিলে, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা দুষ্কর বিবেচনা করিয়া, তিনি সন্ধিবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় সম্রাট্ তৃতীয় জর্জ্জের নিকট স্বহস্তে একখানি পত্র লিখেন। সেই প্রস্তাব লইয়া তত্রত্য পার্লিয়ামেণ্ট সভার অন্তর্গত সম্ভ্রান্ত ও প্রাকৃত উভয় সমাজেই

তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে সাধারণ লোকে তদীয় অসাধুতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার প্রতি যেরূপ বীতরাগ হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় সভ্যমাত্রেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, যে নেপোলিয়ন কেবল স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়েই এই সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন, সুযোগ পাইলেই তিনি আপনার দুরাশা চরিতার্থ করিতে কদাপি শিথিলপ্রযত্ন হইবেন না। ইহা বিবেচনা করিয়া, অধিকাংশ সভ্য ঐকমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক তদীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়ারাজ্যের সহিত সন্ধি করিবার উদ্দেশেও তত্রত্য কঙ্গ্রেস সভায় ঐ রূপ প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। এইরূপে উভয় রাজ্যের সহিত সন্ধিবিষয়ে হতাশ হইয়া, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, "উত্তরকালীন লোকেরা সমধিক সংগ্রামপ্রিয়তানিবন্ধন আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাদৃশ অপবাদ দিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু আমি অগ্রে আক্রান্ত না হইলে, বিপক্ষবর্গকে কদাপি আক্রমণ করি নাই।"

এই সময়ে তিনি যে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, প্রায় তাহার সকলেই তাঁহার ঐ উক্তির যাথার্থ্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই সেই সংগ্রামে যে রুধিরধারা প্রবাহিত হয়, তাহা তাঁহার দোষে অথবা তদীয় বিপক্ষবর্গের দোষে ঘটিয়াছিল, তন্নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, ইতিবৃত্তলেখককে প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইতে হয়। যাহা হউক, তদীয় অনাগত ও অতীত আচরণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে কেবল শান্তিস্থাপন করিবার মানসেই তিনি যে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া রাজ্যের সহিত সন্ধি করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, এমত নহে, অবাধে প্রভুশক্তি-সংরক্ষণ ও অপরাপর

দেশ আক্রমণার্থ উপকরণ-সংগ্রহ, এই দুইটীই তাঁহার সন্ধি স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

অনন্তর নেপোলিয়ন রণদক্ষ ইংলণ্ডীয় সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া, অষ্ট্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য স্থির করিলেন এবং তৎপরাজয়সাধনোদ্দেশে সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে একটী উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা অভিনব ও সমধিক প্রশংসাযোগ্য। ইটালি ও ফরাসির মধ্যে কতকগুলি গিরিসঙ্কট ছিল। তদ্দ্বারা উভয় দেশীয় লোকের গমনাগমন নির্ব্বাহিত হইত। ফরাসিদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অষ্ট্রিয়-সেনারা সেই সমুদায় সঙ্কীর্ণ বর্ত্মের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া, তিনি মনে মনে কল্পনা করিলেন, যে আল্পস পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী গমনীয় পথ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারিলে, সেই পথে গোপনে সেনাদল প্রেরণ করা যাইতে পারিবে এবং তাহারা অতর্কিতভাবে অষ্ট্রিয়-সেনাগণের পশ্চাদ্ভাগে অবতরণ করিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে। অষ্ট্রিয়-সেনারা এই রূপে উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হইলে, অনায়াসে পরাজিত ও নিহত হইবে।

তিনি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া, ইটালিদেশের একখানি বৃহৎ মানচিত্র পুরোভাগে বিন্যস্ত করিয়া, তদুপরিস্থ বিশেষ বিশেষ স্থান শঙ্কুবদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের উপরিভাগ কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণে চিহ্নিত করিলেন। এইরূপে তিনি যে সময় ভাবী যাত্রার বিষয় একতানমনে স্থির করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার সম্পাদক তদীয় ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় ব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। তিনি বর্ণনা করি-

য়াছেন, "নেপোলিয়ন মানচিত্রে যে যে স্থান চিহ্নিত করিয়াছিলেন, এই ঘটনার চারিমাসপরেই তদীয় বিজয়ী সেনাগণকে সেই সেই স্থানে বিচরণ করিতে দেখিয়া, আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছিলাম।"

আল্পস পর্ব্বতে গমনীয় পথের আবিষ্করণের বিষয় ইতিপূর্ব্বে কেহই চিন্তা করেন নাই। তিনিই উহার প্রথম আবিষ্কারক। তিনি জীবনকালে যে সকল অসৎসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে উহাও তাহাদিগের অন্যতম বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইবে। পরন্তু অনতিক্রমণীয় বাধাসত্ত্বে কেবল অধ্যবসায়প্রভাবে যে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারা যায়, ইহাও তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

নেপোলিয়ন সম্প্রতি যে পথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন, তাহা বহুসঙ্খ্যক লোকের গমনের পক্ষে বিশেষ কষ্টদায়ক ছিল। বিপৎসঙ্কুল সেই দুর্গম বর্ত্মে এতাবৎকাল কেবল দস্যু ও বিজনচারী পথিকেরাই অকুতোভয়ে বিচরণ করিত। তদ্ব্যতীত, অপরের পক্ষে তাহা প্রায় অপ্রহত ছিল। তিনি সৈনিকগণসহ সেই বিষম পথে পাদনিক্ষেপ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তৎপরীক্ষার্থ একজন বিচক্ষণ অধ্বপরিদর্শক নিয়োজিত করিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়া এই বিজ্ঞাপনী দিলেন, "এই বর্ত্ম সেনাদলের যাত্রার পক্ষে সমধিক ক্লেশাবহ ও সঙ্কটজনক বটে, কিন্তু তথাপি এতদ্দ্বারা তাহাদের যাতায়াত একবারে অসম্ভাব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাহারা সাবধানতাসহকারে গমন করিলে, কষ্টসৃষ্টে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে।" নেপোলিয়ন এই বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেনাগণকে সেই পথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

একজন গ্রন্থকার উক্ত বর্ত্মের বিষয়ে এই বর্ণনা করিয়াছেন, "এই পথ উন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরালে অবস্থিত ও চিরনীহারে মণ্ডিত ছিল। পার্ব্বতীয় ছাগবিশেষোপজীবী ছাগপালকগণ এবং অবৈধ পণ্যজীবীরা কেবল সেই পথে অকুতোভয়ে পদ বিক্ষেপ করিত। তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির তথায় গতিবিধি প্রায় বিরল ছিল। সেই পথের উভয় পার্শ্ব এরূপ নিম্নপ্রবণ ছিল, যে একবার পদস্খলন হইবামাত্র গমনশীল ব্যক্তির মৃত্যু দুর্নিবার হইয়া উঠিত এবং তদুপরিস্থ তুষারশিলানিচয় এরূপ শিথিল-ভাবে অবস্থিত ছিল, যে একটী গোলার ধ্বনির প্রতিঘাতে তাহা হইতে বৃহদাকার নীহারপিণ্ড সকল স্খলিত হইয়া, সেই বর্ত্মের উপরিভাগে আসিয়া পতিত হইত। তদ্দ্বারা বহু প্রাণীর প্রাণ-বিনাশ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত। স্থানে স্থানে গিরিগুহার অভ্য-ন্তর দিয়া সেই পথের প্রসর ছিল। সেই সমুদায় গুহার মুখ আবার ঘনীভূত হিমশিলায় আবৃত থাকিত। তন্নিবন্ধন পথিক-দিগের গমনের পক্ষে সময়ে সময়ে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইত।"

নেপোলিয়নের স্তাবকগণ উক্ত বর্ত্মটী যেরূপ ভীষণ ও দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, নব্য গ্রন্থকারেরা উহার তাদৃশ ভীষণতা ও দুর্গমতা স্বীকার করেন নাই। ফলতঃ বর্ণনীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিলে ঐ পথের বিপৎসঙ্কুলতা ও ভয়ঙ্করতা-বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। তদ্বিষয়ে দেদী-প্যমান অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। একদা একদল অশ্বা-রোহী সৈন্য সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল, এমত সময়ে একটী নীহারপিণ্ড পতিত হইয়া, তাহাদিগকে চূর্ণীকৃত ও ধরা-শায়ী করিয়াছিল। সেই পথে যাত্রাকালে নেপোলিয়নের সৈনি-কগণের গমনের পক্ষে সময়ে সময়ে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত

হইত। যখনই ঈদৃশ গতিরোধক বিঘ্ন ঘটিত, তখনই তাহাদিগের মনে হইত, যে এ বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া, নিতান্ত দুরূহ হইবে।

ঈদৃশ সঙ্কটের সময় নেপোলিয়ন সাহসসহকারে স্বয়ং অগ্রসর হইতেন এবং স্বীয় সেনাগণের অন্তঃকরণে অভিনব উৎসাহ ও সাহস সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, তাহাদিগকেও পুরোগামী করিতেন। তাঁহার এই যাত্রাসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ চিত্রকর ডেবিড্ যে আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিলে, বোধ হয়, যেন তিনি বায়ুবৎ বেগগামী তুরঙ্গমে আরূঢ় হইয়া, আল্পস পর্ব্বতের আসন্ন-তরগভীরগহ্বর প্রপাতস্থান দিয়া গমন করিতেছেন।

অনন্তর তিনি সন্নিহিত আশ্রম হইতে একটী অস্খলিতপদ অশ্বতর সংগ্রহ করিয়া, তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক সামান্যবেশে সৈনিকগণ-সমভিব্যাহারে সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন। একজন কৃষক পথ-প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। গমনকালে তিনি সেই কৃষীবলের সহিত পরিচিতভাবে কথোপকথন করিতে লাগিলেন এবং কি কি বস্তু পাইলে সে সন্তুষ্ট হয়, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন। কৃষক তদনুসারে তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিল। অনন্তর সে যে সময় তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তৎকালে তিনি তাহাকে একখানি আদেশপত্র প্রদান করিলেন। তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি অভিলষিত দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পরম পুলকিত হইয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। কৃষক প্রস্থান করিলে, তাঁহারা অদূরবর্ত্তী বার্ণার্ড মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বিশ্রামার্থ কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলে, আশ্রমবাসী যাজকগণ তাঁহাদের অতিথিসৎকার করিলেন। এই রূপে ভোজনাদি-ব্যাপার

সমাপিত হইলে, তিনি তত্রত্য পুস্তকালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক কতিপয় পুরাতন গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সময়াভাবপ্রযুক্ত তদ্বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশ প্রদান করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া, পুনর্ব্বার তথা হইতে যাত্রা করিলেন, এবং পথিমধ্যে নানা ক্লেশ ও বিপদে পতিত হইয়া, পরিশেষে আল্পস পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ইটালির প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন।

এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের পুরোভাগে যাত্রার পক্ষে একটী অসম্ভাবনীয় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তাঁহারা তথা হইতে যে পথে যাত্রা করিবেন, তাহা অতিসঙ্কীর্ণ ও পর্ব্বতদ্বয়ের অন্তরালে অবস্থিত ছিল, এবং সেই পথের পার্শ্বে বার্ডের উপদুর্গ বিরাজমান ছিল। উহা অষ্টি য় দুর্গরক্ষী সেনাগণকর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত হওয়াতে, তাঁহাদের পুরোগমন বিশেষরূপে প্রতিহত হইল। তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে পূর্ণকাম হইতে পারিলেন না। ফলতঃ নেপোলিয়নের মনোরথসিদ্ধির এই বিষম ব্যাঘাতদর্শনে তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, যেন এই সামান্য বাধায় তদীয় জৈত্রযাত্রার সমুদায় ফল বিফলীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহা হউক, অনতিবিলম্বেই সন্নিহিত পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া সেনাগণের গমনোপযোগী একটী বর্ত্ম আবিষ্কৃত হইল। তথায় শত্রুগণের আগ্নেয়াস্ত্রমুখবিনির্গত অগ্নির প্রবেশ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। নেপোলিয়ন এই ঘটনার অব্যবহিত পরক্ষণেই সেই স্থানে উপনীত হইলেন, এবং উক্ত উপদুর্গের অভিমুখে দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে তদাক্রমণের উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন। এই মহাবীরের সমরে যাদৃশী অভিজ্ঞতা ছিল, ফলও তদনুরূপ হইত। বার্ডের উপদুর্গ আক্রমণার্থ

অবলম্বিত তদীয় উপায় পরিশেষে সম্যক্ ফলোপধায়ক হইল। তিনি রক্ষী সেনাগণকে দূরীকৃত করিয়া, ঐ উপদুর্গ স্বয়ং হস্তগত করিলেন। এইরূপে বিপদ্ অতিক্রান্ত হইলে, ফরাসি সৈনিকগণ অষ্ট্রিয়-সেনানী মেলাসের আক্রমণার্থ পুনর্ব্বার পুরোভাগে যাত্রা করিল। এই বিপক্ষ সেনানায়ক পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ প্রায় অসম্ভাব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উক্ত সেনাগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলে, উভয় পক্ষে কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। সেই সমুদায় সমরে জয়শ্রী ফরাসিদিগের পক্ষপাতিনী হইলেন। অনন্তর মরেঙ্গোনগরে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইলে বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করা বহুক্ষণপর্য্যন্ত সুকঠিন হইয়া উঠিল। যাহা হউক, তদানীন্তন ভাব দেখিয়া, তাঁহার অষ্ট্রিয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিবারই অধিক সম্ভাবনা বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে নেপোলিয়নের জয়াশা বিফলপ্রায় হইবার উপক্রম হইলে, কেলার্ম্ম্যাননামক তদীয় একজন সেনানী একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। তদ্দ্বারা ফরাসিদিগের দুর্ভাগ্যদুর্দ্দিন অস্তমিত হইল, এবং সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইয়া, অরাতি-তিমিররাশি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিল। তাহারা ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া, নিভৃত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেন ইতস্ততঃ গিরিগহ্বর অন্বেষণ করিতে লাগিল। এদিকে অষ্ট্রিয-পক্ষপাতোদ্যতা জয়শ্রী তৎ-কালে অনন্যগত হইয়া ফরাসিদিগকেই প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

নেপোলিয়নের স্বভাবগত এই একটী মহৎ দোষ ছিল, যে কার্য্যে তাঁহার স্বয়ং যশোভাগী হইবার বাসনা থাকিত, তাহাতে অপরে প্রতিবাদী হইলে, তাহার প্রতি তিনি যৎপরোনাস্তি

ঈর্য্যান্বিত হইতেন। এতন্নিবন্ধন কেলার্ম্ম্যান মরেঙ্গোর যুদ্ধের পর অবধি আর উন্নতিসোপানে অধিরূঢ় হইতে পারেন নাই। উক্ত যুদ্ধের অবসানে নেপোলিয়ন তাঁহাকে কেবল এই কথা বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন, "কেলার্ম্ম্যান! তুমি অদ্য যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা প্রশংসার যোগ্য বটে"। কেলার্ম্ম্যান তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! বলিতে কি, ইহাতেই ভবদীয় মস্তকে রাজমুকুট বিনিবেশিত হইয়াছে।" এই উজ্জ্বল প্রতিবচন-শ্রবণে নেপোলিয়নের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইয়াছিল। কেলার্ম্ম্যানের দুরদৃষ্টবশতঃ উহা তদীয় অন্তঃকরণ হইতে কদাপি অপনীত হয় নাই।

মরেঙ্গোর যুদ্ধের পর হোহেনলিণ্ডেন নগরে আর একটী সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাহাতেও ফরাসীরা বিজয় লাভ করিলেন। তদ্দর্শনে অষ্ট্রিয় সম্রাট্ অনন্যোপায় হইয়া, নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরেই ইংরাজেরাও ফরাসিদিগের সহিত শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া ১৮০২ খৃঃ অব্দে আমিন্‌স নগরে সন্ধির নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সন্ধি দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। যাহা হউক, কিয়ৎকালের নিমিত্ত ইউরোপে সমরবিষয়ক প্রসঙ্গ একবারে অস্তমিত হইল, এবং যুদ্ধানলে দগ্ধপ্রায় পৃথিবী পুনর্ব্বার শান্তি-সলিলে অবগাহন করিল।

আমিন্‌স নগরের সন্ধির পর নেপোলিয়নের মহোচ্চ গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি বহুল সৎকার্য্যদ্বারা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন লোকে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি যাদৃশ অসাধারণ গুণের আধার ছিলেন, সেই রূপ যদি তাহার সহিত

স্বার্থশূন্যতার যোগ থাকিত, তাহা হইলে মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার দুর্জ্জয় দুরাশা চরিতার্থ করিবার বলবতী ইচ্ছা থাকাতে, তদীয় গুণনিচয় যে অভীষ্টফলপ্রসূ হয় নাই, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, তিনি কন্‌সল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ছয় দিবসের মধ্যেই যদৃচ্ছাক্রমে পারিস নগরীস্থ কারাগৃহ সমুদায় সন্দর্শন করেন। তথায় বহুবিধ দোষ নিরীক্ষণ করিয়া, তৎসমুদায় সংশোধন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ কারারক্ষকগণকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরকালে সেণ্টহেলেনায় বন্দীকৃত হইলে, একদা কারাগৃহের দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত বাসনা করিয়াছিলাম, কারাগৃহের দোষ-সংশোধনও তাহাদের অন্যতম ছিল। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে যুদ্ধব্যাপার সমগ্ররূপে নিবৃত্ত হইলে, বন্দিভবনের অবস্থা-পরিজ্ঞানার্থ দ্বাদশজন প্রকৃত দেশহিতৈষী লোক নিযুক্ত করিব। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায় বিষয় অবগত হইয়া, আমার নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান করিব।" যাহা হউক, তাঁহার উক্ত সঙ্কল্প কেবল কল্পনামাত্র সার হইয়াছিল। তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আর উপস্থিত হয় নাই।

কন্‌সলপদে প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র তাঁহার সাম্রাজ্যরূপ মহোচ্চপদে অধিরোহণ করিবার আশা বলবতী হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন তিনি সাতিশয় সতর্কতাসহকারে তাহার সোপান সকল রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসিদেশে সাধারণতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে, যে সমুদায় নিয়ম নিবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে ইহাও তদন্তর্গত ছিল যে "এক্ষণে সম্ভ্রান্ত ও প্রাকৃত

বলিয়া কোন ইতর বিশেষ থাকিবে না ; অদ্যাবধি শ্রেণীবিভাগ-প্রথা দেশ হইতে তিরোহিত হইল।" তিনি প্রথমতঃ সেনাদলে সম্ভ্রমবর্দ্ধক তরবারি ও অস্ত্রাদি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়া, উক্ত নিয়মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রিনেডিয়ারনামক (দীর্ঘকায়) সেনাদলের অধ্যক্ষকে এইরূপ উপহার প্রথম প্রদান করেন। তৎকালে তাঁহাকে "মদীয় সাহসিক সহচর।" এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং প্যারিস নগরীস্থ রাজধানীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের ঈদৃশ সৌজন্য-দর্শনে সমুদায় সৈন্যমণ্ডলী তদীয় প্রশংসাধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পরি-পূরিত করিয়াছিল। এতন্নিবন্ধন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন-ভাবেই ছিল। ফলতঃ রাজপদ-প্রাপ্তির প্রধান সাধন সেনা-গণকে স্ববশে আনয়নার্থ তিনি যে এবম্প্রকার বাগুরাজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎকালে লোকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। যাহা হউক, সৈনিকদলে এই রূপে সম্মানবর্দ্ধক অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদান করিতে করিতে কালক্রমে একটী সম্ভ্রান্ত সেনাদলের সৃষ্টি হইল। তদ্দর্শনে সাধারণ লোকে আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। তাহাদের এই সংস্কার জন্মিল, যে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপনের পূর্ব্বে যে সম্ভ্রান্ত দল বিদ্যমান ছিল, তাহাই এক্ষণে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

একদা তিনি বিদেশীয় দূতগণের বক্ষঃস্থলে পদকপ্রভৃতি পদমর্য্যাদাসূচক বিবিধ ভূষণ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বস্তুগুলি দেখিতে বড় সুশ্রী ; আমাদেরও এইরূপ কোন চিহ্ন থাকা আবশ্যক। লোকে উহাকে অকিঞ্চিৎকর বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে সত্য বটে, কিন্তু এই রূপ তুচ্ছ বস্তুদ্বারাই যে মানব-জাতিকে শাসনে রাখিতে পারা যায়, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়।

ফরাসিদেশের ভুতপূর্ব্ব রাজগণ তত্রত্য টুলারিসনামক প্রাসাদে নিয়ত অবস্থিতি করিতেন। নেপোলিয়নের রাজ্যেশ্বর হইবার বাসনা বলবতী থাকাতে, তিনিও তথায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় হইলেন এবং যাত্রার সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি কপটত্য-নাট্যকের প্রস্তাবনা দ্বারা সাধারণের চিত্ত বিমোহিত করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষণার্থ যেন প্রাণপণে সমুদ্যত হইয়াছেন, এই রূপ বাহ্যভাব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কি প্রকারে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হস্তগত করিবেন, মনে মনে তাহার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। প্রায় এই সময়েই আমেরিকার অধিনায়ক ওয়াসিণ্টনের মৃত্যুসংবাদ ফ্রান্সের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তিনি তাঁহার সম্মানার্থ দশ দিন পতাকা-সমুদায় শোকসূচক চিহ্নে চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত সৈনিকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন এবং উক্ত মহাত্মার স্বাধীনতা-রক্ষণে যে আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় ছিল, তাহার উল্লেখপূর্ব্বক তদীয় গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া একখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ব্যাপার-দর্শনে নেপোলিয়নের প্রতি লোকের অনুরাগ দ্বিগুণতর প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। পরন্তু তিনি স্বাধীনতা-সুখভোগে স্পৃহয়ালু নাগরিক জনের চিত্তবিনোদনার্থ টুলারিস রাজভবনে অত্যাচারী নরপতিগণের প্রবল বিপক্ষ ব্রুটসের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। যাহা হউক, এবম্প্রকার কৌশলসহকারে সাধারণের চিত্ত স্বপক্ষ-পাতী করিয়া, তিনি মহাসমারোহে উক্ত প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে জাতিসাধারণ সভা "ফরাসি-দেশের রাজপদ একবারে উঠিয়া গেল, কদাপি আর পুনঃ স্থাপিত হইবে না।" রাজবিরুদ্ধে যে এই আদেশ প্রদান করেন, তাহা

ঐ প্রাসাদের তোরণোপরি উৎকীর্ণ ছিল। তিনি পরদিবস রাজভবনের বাতায়ন হইতে ঐ অক্ষরগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় সম্পাদককে বলিলেন, বোরিয়েন্! দশবৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকে হতভাগ্য ষোড়শ লুই* মহারাজের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া যে অবমাননা করিয়াছিল, তাহা কি ঐ বর্ণগুলি পাঠ করিয়া, তোমার স্মরণ হয় না? এক্ষণে এক-বার তাহারা সমবেত হইয়া সেইরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হউক।" ফলতঃ তিনিই যে স্বয়ং সর্ব্বে সর্ব্বা অধীশ্বর, তাহা এই রূপ বাক্য-ভঙ্গীদ্বারা বোরিয়েনের এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিলেন।

পণ্যজীবীরা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি অপরক্ত, তাহা জানি-বার নিমিত্ত কুতূহলী হইয়া, তিনি এই সময়ে ছদ্মবেশে বোরি-য়েন সমভিব্যাহারে রাজভবন হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন, এবং বিপণিতে উপস্থিত হইয়া, পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার ছলে আপণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বোনাপার্ট কিরূপ লোক, তোমরা তাঁহার বিষয়ে কি বিবেচনা কর। তাঁহার কার্য্য দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি প্রহসনের অনুকরণ করিতে-ছেন।" একদা তিনি কোন পণ্যজীবীর সমীপে এইরূপে আপনি আপনার নিন্দা করিতেছিলেন, সে ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া, অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পণ্যশালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। এই অবমাননায় তিনি দুঃখিত না হইয়া, বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে

---

* ইনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বিখ্যাত ফরাসি-রাষ্ট্র-বিপ্লব ইঁহারই রাজ্যকালে সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবে বহুলোকের প্রাণ বিনাশ হইয়া-ছিল। অবশেষে এই ফরাসিরাজ স্বয়ং ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়া ঘাতকহস্তে নিহত হন। (১৭৯৩ খৃঃ)।

আরম্ভ করিলেন, গৃহরথ্যাদিনির্ম্মাণপ্রভৃতি পূর্ত্ত কার্য্যবিভাগের উন্নতিসাধনে নিবিষ্টমনা হইলেন এবং চেরবর্গ ও আণ্টোয়ার্প নগরের পোতাশ্রয়দ্বয় অতিপরিশ্রমসহকারে খনন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তদ্ব্যতীত চতুর্দ্দিকে খাত খনন, সংক্রম নির্ম্মাণ ও পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। আল্পস পর্ব্বতের পার্ব্বত্যপথে বর্ত্ম-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল, তদ্দ্বারা সিমপ্লন ও সেনিস পর্ব্বতে লোকের গতিবিধি সহজ হইয়া উঠিল। এদিকে পারিস নগরও মনোহর অসঙ্খ্য অভিনব গৃহাদি দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উক্ত নগরী লোকের স্বাস্থ্য ও বাসের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগিনী হইয়া উঠিল। তিনি এই সমুদায় অবদানপরম্পরা যেরূপ উদ্যমসহকারে সহসা আরম্ভ করিলেন, সেইরূপ সত্বর হইয়া উহাদের সমাপনও করিলেন। এতন্নিবন্ধন তদীয় যশঃশশাঙ্ক উজ্জ্বল আলোকমালায় চিরকাল জগতীতল প্রদ্যোতিত করিবে। তিনি এতাবৎকাল সমরে অদ্বিতীয় রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া যে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তদপেক্ষা এই কীর্ত্তিকে শ্লাঘ্যতর বিবেচনা করিতে হইবে। যে হেতুক, সংগ্রামে যে কত শত প্রাণীর ধন ও প্রাণ হরণ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ তাহাতে সময়ে সময়ে নৃশংস ব্যাপারের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকালে তাদৃশ কোন গর্হিত ব্যাপার সম্পাদন করিতে হয় নাই। সুতরাং ঈদৃশ মহৎ কার্য্যজনিত প্রতিপত্তি সামরিক প্রতিপত্তি অপেক্ষা যে অধিকতর গৌরবাস্পদ, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এক দিবস তিনি রাজভবনের গবাক্ষদ্বার দিয়া সীননদীর বামতীরস্থ ভূভাগ কূলভেদপ্রতিরোধক যথোপযুক্ত মৃত্তিকাদিদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয় নাই, নিরীক্ষণ করিয়া, তাহা দৃঢ়রূপে সংযত করি-

বার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন এবং তথায় সাধারণে প্রাতে ও অপরাহ্নে বায়ুসেবনার্থ সুখে বিচরণ করিতে পারে, ঈদৃশ একটী সুপ্রশস্ত বর্ত্ম-নির্ম্মাণার্থ অনুমতি দিলেন। একদা তিনি নদীতটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে তরণতরি তথায় উপস্থিত নাই, সুতরাং তাহার প্রতীক্ষায় তাঁহাকে বিলম্ব করিতে হইল। নদীপারের এই অসুবিধা দেখিয়া, তিনি তদুপরি একটী সেতু নির্ম্মাণার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আদেশানুরূপ সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

তিনি নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, অরাতিগণের নিকট হইতে যে সকল কামান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় দ্রবীকৃত করিয়া, একটী বৃহৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন এবং যে যে সংগ্রামে স্বয়ং ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সমুদায়ের আনুপুর্ব্বিক বিবরণ তাহাতে উৎকীর্ণ করিলেন। তদ্দর্শনে, দর্শকগণ তদীয় বিজয়বৃত্তান্ত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। অনন্তর তিনি রাজধানীস্থ প্রত্যেক রাজপথের পার্শ্বে এক একটী কৃত্রিম প্রস্রবণ প্রস্তুত করাইলেন। তদ্দ্বারা তত্রত্য বায়ুরাশির উষ্ণতা অপনীত ও সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারিত হইল। পরন্তু তিনি রাজধানীর স্থানে স্থানে সুদৃঢ় সংক্রম, মনোহর উপবেশন-স্থান এবং সুদৃশ্য আলেখ্যভবন প্রভৃতি প্রস্তুত করাইলেন। তত্রত্য অধিবাসিগণ দীর্ঘকালের পর নগরের ঈদৃশী সমৃদ্ধিশালিতা দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রফুল্লচিত্ত হইল, এবং সকৃতজ্ঞহৃদয়ে নির্ম্মাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

দেশহিতকর এই সমুদয় উদারকার্য্যে অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া, নেপোলিয়ন যে অগণ্য ধন্যবাদের আস্পদ হইয়াছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাজপদ-প্রাপ্তির প্রতি তাঁহার প্রধান লক্ষ্য

থাকায়, তিনি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমুদায় তদুপযোগী করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা ফরাসিদেশীয় লঘুচিত্ত অধিবাসিগণের ঈদৃশ চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, যে তাহাদিগকে চিরকাল অধীনতা-শৃঙ্খলবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত তিনি যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তৎকালে তাহারা তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তাঁহার অসহনীয় ছিল। তন্নিমিত্ত তিনি পারিসনগরীস্থ সংবাদপত্র সমুদায়ের মুখ বন্ধ করিলেন। যে সকল বিষয়ে তাঁহার নিজের স্বার্থ অনুস্যূত থাকিত, কেবল সেই সকল বিষয় প্রচারিত করিবার নিমিত্ত অনুমতি দিতেন। এতদ্ব্যতীত, তথায় অপরাপর যে কয়েকটী স্বাধীন সম্প্রদায় ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য হরণ করিলেন। অনন্তর তিনি প্রকৃতিবর্গের সভাগুলি একবারে উঠাইয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে সেনেট ও ট্রিবিউনেট নামে সভাদ্বয় স্থাপন করিলেন। তদীয় আদেশ লিপিবদ্ধ করাই সেনেটসভার প্রধান কার্য্য হইল। তিনি ট্রিবিউনেটসভার অধিকাংশ সভ্যের স্থান আত্মীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূরিত করিলেন। তাঁহারা সামান্য বিষয় লইয়া, স্বাধীনতাসম্বন্ধে বিলক্ষণ বাদানুবাদ করিতেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে নেপোলিয়নের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দর্শন করিলেও অঙ্গাঙ্গিভাবনিবন্ধন তাহাতে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সুতরাং তদীয় আশানুরূপ ফল অব্যাঘাতে ফলিত হইতে লাগিল। এই সমুদায় সমাজে প্রকৃতিবর্গের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি-প্রেরণ এপর্য্যন্ত প্রতিষিদ্ধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা কেবল নামমাত্র সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের প্রস্তাব নেপোলিয়নের অভিপ্রায়ানুরূপ না হইলে, কদাপি কার্য্যে পরিণত হইত না। তাঁহার আত্মীয়

সভ্যগণ তদ্বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মত হীনবল করিতেন।

নেপোলিয়নকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত সমাজ সমূহের মধ্যে শাসন-সংক্রান্ত সমাজটী সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক বিচক্ষণ লোক এই সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহারা যে সকল বিষয় পরিশেষে বিধিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন, অধিবেশনকালে সেই সমুদায় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। নেপোলিয়ন যে সময় সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিতেন, তৎকালে এই সমুদায় সভায় প্রায় উপস্থিত হই-তেন এবং অভিনিবেশসহকারে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিতেন। উক্ত সমাজসমূহে যে সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইত, তাহা সাধারণের কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই নিমিত্ত সভ্যগণ তথায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেন। নেপোলিয়নের কতিপয় অভিপ্রেত প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে অগ্রাহ্য হইলে, তিনি কখন অম্লানভাবে আপনার ভ্রম স্বীকার করিতেন, এবং কখন বা স্বকীয় আধারভূত আসনে পূর্ব্বকায় বিস্তৃত করিয়া, এপ্রকার অধীরতার চিহ্নসকল প্রদর্শন করিতেন, যে তন্নিবন্ধন হস্তস্থিত ছুরিকা দ্বারা হয় ত, সমাজগৃহস্থ রঞ্জিত বস্ত্র অথবা স্বাধিষ্ঠিত সবাহুক কাষ্ঠাসন ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। স্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রী কোন বক্তা অপেক্ষাকৃত অধিক কাল ব্যাপিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে, তৎসমাপনপর্য্যন্ত সভ্য-গণকে অগত্যা সভায় অবরুদ্ধ থাকিতে হইত। তিনি সে সময় তদ্বিষয়ে চিত্ত সমবধান করিতে পারিতেন না। কখন শূন্যহৃদয়ে পুরোবর্ত্তী পত্রিকাদির উপর যথেচ্ছ বিলেখন করিতেন, কখন বা অন্যতম সভ্যের নিকট হইতে নস্যাধার লইয়া কিয়ৎক্ষণ নস্য

গ্রহণ করিতেন এবং তাহা তদীয় স্বামীকে প্রত্যর্পণ না করিয়া, স্বীয় অঙ্গাবরণের অভ্যন্তরেই রাখিয়া দিতেন। একদা সায়ং-কালে যোষেফাইন তাঁহার অঙ্গাবরণের ভিতরে দ্বাদশটী নস্যধানী দেখিয়া পরীহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন "তুমি এই সকল দ্রব্য কোথায় পাইয়াছ? অনুমান হয়, এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া তুমি কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, অন্যথা এত নস্যাধার রাখিবার প্রয়োজন কি?" যাহা হউক, তিনি যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে নস্যধানী গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ বস্তু প্রদান করিয়া ক্ষতিপূরণ করিতেন। সুতরাং উহাদের অধিকারিগণের তন্নিমিত্ত আক্ষেপ করিবার কোন কারণ থাকিত না।

অধিকাংশ সভ্য এই সকল সভার অধিবেশনকালে নেপোলিয়নের বুদ্ধিশক্তির সমধিক প্রাখর্য্য দেখিয়া, সংপরোনাস্তি বিস্মিত হইতেন এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তাঁহাদের বাদানুবাদ কখন কখন বেলা এগারটার সময়ে আরব্ধ হইয়া, রাত্রি নয়টার সময়ে শেষ হইত। এত দীর্ঘকাল সভার কার্য্যকলাপে আবদ্ধ থাকাতে, অপরাপর সভ্যগণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু নেপোলিয়ন প্রারম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত প্রায় সমভাবেই প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। শ্রান্তি বোধ হইলে, কেবল মধ্যে মধ্যে শর্করা-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ পানীয় পান করিতেন। তাহাতেই তদীয় চিত্ত পুনর্ব্বার সতেজ হইয়া উঠিত। এরূপ সুদীর্ঘ বাদানুবাদের পর তিনি বক্তৃতার সমুদায় তাৎপর্য্য কতিপয় সংক্ষিপ্ত ও সরলবাক্যে সভ্যগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলে, তাঁহারা আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, সেই বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। কোন সভ্য নিজের মত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে

সঙ্কুচিত হইতেছেন, ইহা অনুভব করিতে পারিলে, তিনি তদীয় উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তৎক্ষণাৎ বলিতেন ; আপনি মনের ভাব প্রকাশ করিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? এস্থানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, সকলেই আপনাদের লোক। ইহাঁদের নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলে, আর কাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবেন? অতএব বক্তব্য বিষয় স্বাধীনভাবে ও সাহসসহকারে ব্যক্ত করুন।" বক্তৃগণ অযৌক্তিক বা তদীয় অভিপ্রায়বিরুদ্ধ বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কখন কখন পরীহাস করিয়া, তাঁহাদের প্রতি এরূপ সরসবাক্য প্রয়োগ করিতেন, যে তাঁহারা তচ্ছ্রবণে নীরব হইয়া থাকিতেন।

তিনি বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞ ফরাসিদেশীয় প্রাচীন সম্প্রদায়কে স্বাতিশয় বিদ্বেষ করিতেন। এই নিমিত্ত কেহ তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ বক্তৃতা করিলে, তিনি তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। একদা গোলন্দাজ সেনাদলের একজন অধিনায়ক ঐরূপে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছিলেন, তিনি তচ্ছ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কাহার নিকট এ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ? অনুমান হয়, অর্থশাস্ত্রজ্ঞাভিমানী প্রাচীন মহাপুরুষদিগের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকিবে। তাঁহাদিগের গুণের কথা কি বলিব, তাঁহারা অমূলক কল্পনাবলে না করিতে পারেন, এমত কার্য্যই নাই। রাজ্যের সুদৃঢ় শাসন থাকিলেও তাঁহারা তাহা অবিলম্বে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে পারেন। অতএব সেনানায়ক! তুমি ঈদৃশ অযৌক্তিক বাক্য আর কদাপি মুখে আনিও না। বোধ হয়, তুমি স্বীয় কার্য্যালয়ে নিদ্রাগত থাকিয়া এই সকল বিষয় স্বপ্ন দেখিয়াছ।" নেপোলিয়নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনানায়ক বলিলেন, "মহাশয়!

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কার্য্যালয়ে থাকিয়া আপনার ন্যায় কেহই নিদ্রা যাইতে পারে না। আপনার এই মহৎ দোষ থাকাতে, ইহা আমাদিগের শরীরেও সংক্রামিত হইতেছে।" এই প্রত্যুত্তর-শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় লোক উচ্চৈঃ-স্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

নেপোলিয়ন শাসনপ্রণালীর যে সমুদায় বন্দোবস্ত করিলেন, তাহার অধিকাংশ প্রশংসনীয় হইলেও একটী কুৎসিত প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া, সমধিক নিন্দার ভাজন হইলেন। তিনি গুপ্ত পুলিষ সংস্থাপন করিয়া, তাহার কার্য্যভার ধর্ম্মনীতি-বিবর্জ্জিত, দুর্ব্বৃত্ত ফুসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদ্দ্বারা লোকের গৃহচ্ছিদ্র সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং প্রতারণাই অনেকের জীবনোপায় হইল। ফুসে যে সকল ব্যক্তিকে প্রতি-নিধি নিযুক্ত করিলেন, তাহারা আপনাদের কার্য্যপটুতা দেখাইবার নিমিত্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকদিগকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। সুতরাং কুক্রিয়ার হ্রাস না হইয়া বরং উহা অধিক-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইতর লোকের ন্যায় ভদ্র লোকের মধ্যেও পাপস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। অধিক কি, এই সময়ে নেপোলিয়নের সহধর্ম্মিণী যোষেফাইনও অর্থোপার্জ্জনের একটী অসাধু উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি স্বামীর রহস্য ভেদ করিয়া গুপ্ত পুলিষের প্রধান অধ্যক্ষ ফুসের নিকট হইতে উৎকোচ-স্বরূপ বহুল অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নেপোলিয়ন কন্‌সলপদে অভিষিক্ত হইবার পরে অপরাপর প্রধান কার্য্যের ন্যায় ফরাসিদেশীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র-সংশোধন ও

তদীয় বিসম্বাদী মূল নিয়মসমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিধানেও সম্যক্ অভিনিবেশ প্রদান করিলেন। তথাকার বিধান-সমূহ নিতান্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ ছিল। তাহাদের তাৎপর্য্য সহজে লোকের হৃদয়ঙ্গম হইত না। তন্নিবন্ধন প্রকৃতিবর্গকে সময়ে সময়ে বিষম অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। বিশেষতঃ যাহারা তৎপ্রতীকার-বিধানার্থ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিত, তাহাদের পক্ষে অবিচারের পরা কাষ্ঠা থাকিত না। বিধিনিবহের বিষময় ফল প্রায় তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত, পুরাতন গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে কয়েকটী প্রদেশীয় ধর্ম্মাধিকরণ ও স্থানীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভা বিদ্যমান ছিল, তাহাদিগেরও বিচার-প্রণালীর সুশৃঙ্খলা ছিল না। তত্রত্য বিচারকগণের নিষ্পত্তি অযৌক্তিক ও অসম্বদ্ধ হইত। এই সকল কারণবশতঃ ইতিপূর্ব্বেই ফরাসিদেশীয় বিধানশাস্ত্রের বহুল পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই।

নেপোলিয়ন এই কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তদানীন্তন প্রধান প্রধান ব্যবহারাজীবদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়সহকারে তত্রত্য প্রাচীন নিয়মাবলীর সরলতা-সম্পাদন ও অল্পায়ত স্থানে তাহাদের সমাবেশ করিতে যত্নশীল হইলেন। এই অভিনব ব্যবস্থাপদ্ধতি-সংগ্রহকালে তিনি বহুদর্শী ব্যবস্থাপকদিগকে উহার তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সমাজে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিধানশাস্ত্রের মূল নিয়মে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতেন। এইরূপে তাঁহাদের অসামান্য পরিশ্রমে, যে উৎকৃষ্ট

গ্রন্থ প্রণীত হইল, তাহা "নেপোলিয়নের ব্যবস্থাপদ্ধতি" এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। এই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি ভূমণ্ডলে একটী সুদৃঢ় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তদীয় সামরিক প্রতিপত্তি অপেক্ষা এই কীর্ত্তি যে দীর্ঘকাল-স্থায়িনী হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তিনি এইরূপ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, ফরাসি-দেশীয় বিধান-সমূহের সরলতাসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইলেও ব্যবহারাজীবগণ উত্তরকালে তাহাদিগকে বিলক্ষণ জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "আমি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম, যে ফরাসিদেশীয় নিয়ম সমুদায় গণিতশাস্ত্রবিষয়ক প্রতিজ্ঞার ন্যায় এরূপ অভ্রান্ত ও বিশদ করিব, যাহারা কিঞ্চিন্মাত্র লেখা পড়া জানে, তাহারাও একবার পাঠ করিবামাত্র অনায়াসে তাহাদের অর্থবোধে ও তাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ হইবে। কিন্তু পরিশেষে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে আমার এপ্রকার চেষ্টা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। ব্যবহারাজীবগণের নিকট কদাপি তাহাদের সরলতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। উহাদিগকে যত সহজ কর না কেন, ঐ মহা-পুরুষগণ ততই জটিল করিয়া তুলিবেন এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইবেন, যে বিধিসমুদায়ের সরলতাসম্পাদন নিতান্ত অসাধ্য। যাঁহারা এপ্রকার করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা নিঃসন্দেহ বিষম ভ্রান্তিকূপে পতিত হন। তাঁহাদের তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া দূরে থাকুক, কেবল কল্পনামাত্র সার হয়।"

সরলভাষায় লিখিত নেপোলিয়নের ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রচারিত হইবার অল্প দিন পরেই তাহার টীকা ও কয়েকখানি ব্যাখ্যান-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তদ্দর্শনে তিনি বিরক্ত হইয়া ব্যবস্থাপন-

কার্য্যে সহযোগী ব্যবহারাজীবগণকে বলিয়াছিলেন, "সুধীগণ! আমরা অজিয়সের* অশ্বশালার ন্যায় বহুকষ্টে ফরাসীদেশীয় বিধানশাস্ত্রের উদ্ধারসাধন করিয়াছি। তোমরা অর্থপুস্তক প্রচার করিয়া ইহাকে আর পুনর্ব্বার জটিলতা-মলে পঙ্কিল করিও না।"

অনন্তর তিনি সাধারণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যে অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার অনেকাংশে স্পষ্ট দোষ থাকায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইল না বটে; কিন্তু তৎকালে রাজবিপ্লব-ঘটিত সংগ্রামনিবন্ধন ফরাসিদেশীয় লোকের চিত্ত যাদৃশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাতে এই উপায় তাঁহাদের তাদৃশ অবস্থা সমুন্নত করিবার নিদানভূত হইল। তিনি ছাত্রগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রায় ছয় সহস্র ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়া, শিক্ষাবিভাগে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। পঠদ্দশায় তিনি বিদ্যার্থিগণের বিলাসিতা ও অমিতাচারিতাদর্শনে সাতিশয় বিরক্ত ছিলেন। সে প্রথাটী তাঁহার রুচিকর ছিল না। এক্ষণে শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় উপস্থিত হওয়াতে, তিনি বিদ্যালয় হইতে তাহা উঠাইয়া দিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যরক্ষক নিয়ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেনাসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের সন্তানেরা যে সকল সামরিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিল, তৎসমুদায়ে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, যে ছাত্রগণ স্বয়ং অশ্বপালের কার্য্য সম্পাদন এবং সামান্য খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। পরন্তু অচির প্রবর্ত্ত-মান সম্ভ্রান্তদলের কন্যাগণের শিক্ষার্থ স্থাপিত মহিলাবিদ্যালয়ে

---

* ইলিসের রাজা অজিয়সের অশ্বশালায় তিন শত অশ্ব ছিল।। তাহারা যে মল-মূত্রাদি বিসর্জ্জন করিত, তৎসমুদায় ত্রিংশৎ বৎসর সেই স্থানেই সঞ্চিত ছিল। কথিত আছে, মহাবীর হার্কিউলিস ইলিসের সন্নিহিত একটী নদীর গতি ঐ মন্দুরার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া, তত্রত্য আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল, যে তত্রত্য যুবতীগণকে স্বহস্তে বিবিধ গার্হস্থ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা কোন বিষয়ে বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিতে বা বহুমূল্য পরিচ্ছদ, পরিধান করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তাহারা ভবিষ্যতে যাহাতে উত্তম গৃহিণী হইতে পারে, তদনুরূপ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

সামাজিক উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, ধর্ম্মের ভাব লোকের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল করা আবশ্যক। অন্যথা সমাজবন্ধনের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি এই উদ্দেশে স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জাতিসাধারণ সভা অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মতসমুদায় প্রচারিত করিয়া, ধর্ম্মের ভাব ঈদৃশ বিকৃত করিয়া দিয়াছিল, যে তাঁহার কন্‌সলপদে অধিষ্ঠানকালে উহার বিষময় ফল বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল। এবিষয়ের প্রমাণ-প্রদর্শনার্থ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে বোগ সাহেব ও ইংলণ্ডীয় কতিপয় ভদ্রলোক ১৮০২ খৃঃ অব্দে পারিস রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত দিন তত্রত্য যাবতীয় পুস্তকালয় অন্বেষণ করিয়াও, ফরাসিভাষায় লিখিত একখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হন নাই। যাহা হউক, ইতিপুর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে যে শিথিল বন্ধন ছিল, মিসরদেশে তদীয় আচরণের বিষয় স্মরণ করিলেই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি একদা বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে পৃথিবীস্থ প্রত্যেক পদার্থ যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় বা যাইতে হইবে; এবিষয় বিবেচনা করা আমার ক্ষমতাবহির্ভূত।" ফলতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন, নিম্নলিখিত দুইটী কারণে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মের যাথার্থ্যবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ

তিনি এই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, ইহার তল-প্রবেশ করেন নাই। সাধারণতঃ বাহ্য ভাব পরীক্ষা করিয়াই চরম সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মপ্রচারকগণের পরস্পর মতের বিসম্বাদিতা; কালে কালে এই মতবৈষম্য প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, নেপোলিয়ন প্রচারকদিগের সম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "আমি যে সমুদায় যাজকমণ্ডলীদ্বারা পরিবৃত থাকি, তাঁহারা নিয়ত মুখে এই উপদেশ দিয়া থাকেন, যে এই পৃথিবী আমাদের রাজ্য নহে, স্বর্গই আমাদের রাজ্য। অতএব আমাদের পার্থিব সুখ-ভোগে আসক্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। অথচ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, পার্থিব ভোগ্যবস্তু হস্তগত হইবামাত্র তাঁহারা স্বয়ং ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রচারণ ও ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান যাঁহাদের প্রধান কার্য্য, তাঁহাদের এব-ম্প্রকার অযৌক্তিক বাক্য শ্রবণ ও ঈদৃশ ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্য দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণে ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া কদাপি সম্ভবিতে পারে না।" নেপোলিয়ন একজন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ উদা-সীনভাব থাকিলেও, উক্তগুণসদ্ভাবনিবন্ধন ফরাসিদেশে ধর্ম্মের সমুচ্ছেদন অনুমোদন করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, রাজ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মপদ্ধতি প্রচলিত থাকা নিতান্ত আব-শ্যক। ইহাদ্বারা অন্ততঃ লোকের সাংসারিক মঙ্গলোন্নতি সাধিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ রাষ্ট্রবিপ্লবঘটনাবশতঃ তৎকালে সাধারণের চিত্ত যাদৃশ পাপপঙ্কে পঙ্কিল ও ধর্ম্মের ভাব যেরূপ শিথিল হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, যে স্বদেশীয় লোকদিগকে ঈদৃশ অবস্থায় চিরকাল রাখা অপেক্ষা এক্ষণে যাহা কিছু নূতন অনুষ্ঠান করা যাইবে, তাহাতেই ইহাদের

শ্রেয়ঃসাধন হইবে। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া, তিনি ফরাসিদেশে পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ স্থিরনিশ্চয় হইলেন, এবং সাধারণের নিকট তদ্বিষয়ক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদীয় কতিপয় অধার্ম্মিক সহচর তচ্ছ্রবণে সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং তৎপ্রতিকূলে নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের সেই সমুদায় আপত্তি নিরসন করিবার অভিপ্রায়ে দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, "ধর্ম্ম অপূর্ব্ব পদার্থ; মানুষের মনঃ কোন না কোন প্রকারে স্বভাবতঃ তদভিমুখেই ধাবিত হইয়া থাকে। অতএব তাহার বিলোপসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল। তাহাতে কেবল আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণন করিলেই, ইহা তোমাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। গত রবিবার অপরাহ্ণে আমি একাকী এই স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। সূর্য্য অস্তগত হইবামাত্র রুয়েলনামক পল্লীস্থিত ভজনালয়ের ঘণ্টাধ্বনি আমার শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। এমন কি, সে সময় তরুণাবস্থার সমুদায় ভাব স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে, চিত্ত নিতান্ত আকুলিত হইয়াছিল। আমার সম্বন্ধে যখন এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তখন অন্যের সম্বন্ধে যে তাদৃশ ভাব ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?"

এইরূপ বাদানুবাদের পর পরিশেষে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ফ্রান্সে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে, বিবিধ বন্ধন দ্বারা উহার শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইল। নেপোলিয়ন তৎসংক্রান্ত নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময়ে পোপের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন, যে ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারিগণ গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি প্রথমতঃ অনুমোদন না করিলে, পোপের আদেশপত্র সমুদায় অগ্রাহ্য হইবে। যাহারা যাজকমণ্ডলীর নিকট আত্ম-

দুষ্কৃত স্বীকার করিয়া, অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের তাদৃশ আচরণের বিষম অনিষ্টকারিতার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিলেন, যে তাঁহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় বন্দিগণের নিকট গতিবিধি করিয়া উপদেশ দিতে পারিবেন না। এইরূপ অপরাপর অনেক বিষয়েও পোপের শক্তি হ্রাস করিলেন। ফলতঃ ধর্ম্মসংক্রান্ত এই প্রধান কর্ম্মচারীর অসীম ক্ষমতানিবন্ধন সময়ে সময়ে যে কত অপকার ঘটিয়াছে, তাহা রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি প্রথমতঃ নটর্ডামে অনুষ্ঠিত হইল। তৎকালে নেপোলিয়ন সেনাসংক্রান্ত কতিপয় কর্ম্মচারিগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। উক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা না থাকাতে, এই কর্ম্মচারীরা প্রথমতঃ তৎসমভিব্যাহারী হইতে অনিচ্ছু ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ-লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাদিগকে অগত্যা তথায় গমন করিতে হইল। যাহা হউক, তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদায় অনুষ্ঠানপ্রণালী দর্শন করিয়া, উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের অবসানে নেপোলিয়ন অন্যতম কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসিলেন, "অদ্যকার উপাসনাপ্রণালীর বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "ইহা যেরূপ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে ইহা সকলের দ্রষ্টব্য বিষয় বটে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার অনেক অঙ্গবৈকল্য লক্ষিত হইতেছে। তুমি যে ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ এক্ষণে এরূপ প্রয়াস পাইতেছ ও অসীম ক্লেশ স্বীকার করিতেছ, সমূলে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিবার নিমিত্ত যুদ্ধপরম্পরায় বহু সহস্র লোক

জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা এসময় জীবিত থাকিলে, ইহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইত।'

এই রূপে নানা বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া, তিনি স্বদেশের অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। এই সমুদায় বহ্বায়াসসাধ্য ব্যাপারে তিনি যাদৃশ অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি ইউরোপীয় সমুদায় লোকেরই দৃষ্টি পতিত হইল। সাধারণকার্য্যে তাঁহার অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম-দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি কার্য্যজনিত পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। উহা যেন তদীয় স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। কার্য্যপরম্পরার আধিক্যনিবন্ধন তদীয় সম্পাদকগণের অবসন্নতা ও স্বাস্থ্যক্ষয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে এক জন সম্পাদকের পরেই অপর এক জনকে নিযুক্ত করিতে হইত। তিনি বলিতেন, "কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি ইহার জন্যেই ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমি স্বীয় গতিশক্তি ও দর্শনশক্তির সীমা অবগত আছি, কিন্তু কার্য্যের সীমা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। ইহার নিমিত্ত কতিপয় সম্পাদকের জীবন চিরকালের জন্যে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়াছি।"

তদীয় সম্পাদকের পদটী লোকের স্পৃহণীয় হইলেও কার্য্যবাহুল্যহেতু কোন প্রকারে তাদৃশ লোভনীয় ছিল না। বোরিয়েন প্রথমতঃ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যক্ষয় করেন। তদনন্তর অপরাপর ব্যক্তিগণও পর্য্যায়ক্রমে তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া, তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই সম্পাদকগণকে অতিসাবধানে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। কার্য্যালয়সংক্রান্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হইবার ভয়ে তাঁহারা সহকারী নিযুক্ত করিতে পারিতেন না।

তদ্বিষয়ে নেপোলিয়নের স্পষ্ট নিষেধ ছিল। প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা কি রাত্রি, কি দিবা, সকল সময়েই আহূত হইতেন এবং কখন কখন উপর্য্যুপরি কতিপয় রাত্রি ক্রমাগত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। একদা তাঁহার সম্পাদক সাতিশয় ক্লান্ত হওয়াতে, স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়াই নিদ্রাগত হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় কিয়ৎ কাল থাকিয়া পরিশেষে জাগরিত হইয়া দেখেন, যে স্বীয় প্রভু স্বহস্তে লেখকের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নেপোলিয়নের এই একটী বিশেষ গুণ ছিল, যে তিনি ইচ্ছা করিবামাত্র সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতেন। নিদ্রাদেবী তাঁহার উপর আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাকে যেন আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ চিত্তবশীকরণশক্তিও ছিল। তিনি যে বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অভিলাষী হইতেন, তৎক্ষণাৎ তাহাতে নিবিষ্টমনা হইতে পারিতেন, তৎকালে বিষয়ান্তরে তদীয় চিত্তের অভিনিবেশ প্রায় লক্ষিত হইত না। এই অভ্যাসনিবন্ধনই তিনি ঈদৃশ গুরুতর কার্য্য সকল সহজে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন, "আমার চিত্ত বস্তুমঞ্জুষার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ, উহাতে বস্তুসমূহ যেরূপ স্তরে স্তরে স্থাপিত থাকে, আমার চিত্তেও বিষয় সকল সেই প্রণালীতে অবস্থিত আছে। আমি একটী বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান করিলে, সে সময় আমার মন অন্য দিকে ধাবিত হয় না। তদ্বিষয়ঘটিত কার্য্য শেষ হইলে, পুনর্ব্বার অপর একটী বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সুতরাং আমার মনোগত ভাব সকল ছিন্নভিন্ন হইতে পারে না।"

তিনি এই রূপে রাজ্যসংক্রান্ত গুরুতর বিষয়সমূহে আবদ্ধ

থাকিলেও, সামান্য বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। তাহাতেও যথোচিত অভিনিবেশ প্রদান করিতেন। এই নিমিত্ত রাজকীয় কার্য্যালয়ের মসীজীবীপ্রভৃতি সামান্য কর্ম্মচারীরাও স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সতর্কতাসহকারে সম্পাদন করিত। তাহাদের এই ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, যে 'আমাদের প্রতিও প্রভুর সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে, 'তিনি কখন না কখন আমাদেরও কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতে পারেন। তিনি সাংসারিক বিষয়েও উক্ত রীতির অনুসরণ করিতেন। সময়ে সময়ে তৎসংক্রান্ত ব্যয়ের আধিক্য-নিবারণার্থ যে উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একদা তদীয় অন্যতম প্রাসাদ অতিসমারোহে সুসজ্জীকৃত হইলে, তিনি তদ্দর্শনার্থ তথায় গমন করেন এবং চন্দ্রাতপে লম্বমান পুষ্পস্তবকাকার স্বর্ণদ্রবখচিত, তন্তুসন্ততিময় একটী গুচ্ছ ছেদনপূর্ব্বক স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে নিহিত করেন। কতিপয় দিবস পরে উহার অনুরূপ অপর একটী গুচ্ছ বিপণি হইতে আনয়নপূর্ব্বক প্রাসাদের সুষমা-সম্পাদনার্থ নিয়োজিত কারুগণকে প্রদর্শন করেন। সেই দ্রব্যে তাহারা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের সহিত বাক্‌কলহ ও তাহাদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। অপর এক সময় তদীয় গৃহসংস্করণব্যয়ের একটী তালিকা প্রদত্ত হইলে, তিনি তাহাতে যুক্তিসহকারে আপন মন্তব্য বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সংস্কারক তন্নিমিত্ত যে ব্যয় ধরিয়াছিল, তাহার এক তৃতীয় অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

ব্যয়ের আধিক্যবিষয়ে তাঁহার এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি থাকিলেও, তিনি অর্থগৃধ্নু ছিলেন না। তিনি অনুচরবর্গকে সময়ে সময়ে অকাতরে বিপুল অর্থ প্রদান করিতেন এবং

বাণিজ্য কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার আশয়ে আপনার যাবতীয় কার্য্যালয়ের আগন্তুক ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সাধারণকার্য্যে যাদৃশ মুক্তহস্ত ছিলেন, নিজ বিষয়ে সেরূপ ছিলেন না। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও বিলাসশূন্য ছিলেন। যাহা হউক, যে সকল নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি মানব জাতির মনোরাজ্যে আধিপত্য করে, তৎসমুদায় তদীয় চিত্তে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। তাঁহার দুর্জ্জয় দুরাশা বশবর্ত্তী হইয়া, তৎসমুদায় নিস্তেজ করিয়াছিল।

এই সময়ে অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় বোর্বোঁ পরিবারের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিগণও কুতূহলী হইয়া, বোনাপার্টের অভ্যুদয় দর্শন করিতে লাগিলেন। এই পরিবারই ফরাসিদেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবকালে তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়া, ইংলণ্ড ও অপরাপর দেশে আবসথ নির্ম্মাণ করেন। নেপোলিয়নের দয়াগুণে তাঁহারা পুনর্ব্বার ফরাসিদেশে বাস করিবার নিমিত্ত অনুমত হইলেন। তন্নিবন্ধন বহুসখ্যক ব্যক্তি তথায় আসিয়া বসতি করিলেন। জাতিসাধারণ সভা ঐ বংশের প্রতিকূলে যে সকল কঠিন নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিল, তিনি তৎসমুদায় রহিত করিলেন, এবং তাঁহাদের যে সমুদায় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টভুক্ত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ প্রত্যর্পণ করিলেন। ইংলণ্ডবাসী নির্ব্বাসিত রাজপরিবার তাঁহার এই অনুগ্রহে প্রোৎসাহিত হইয়া তদবধি তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের নষ্ট রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তিবিষয়ে তিনি সাহায্য করিতে সম্মত আছেন কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি এই প্রস্তাবে অনুমোদন না করিয়া, রাজপরিবারস্থ রাজকুমারগণকে এই জানাইলেন, "যদি আপ-

নারা ফরাসিদেশের সিংহাসন অধিকার করিবার বাসনা একবারে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে ইটালিদেশীয় প্রভুত ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে এবং অধিক পরিমাণে আপনাদের স্থির বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে সম্মত আছি।” তাঁহার এই প্রস্তাবে রাজকুমারেরা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। চিরকাল স্বাধীনভাবে থাকিয়া এক্ষণে এপ্রকার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করা, তাঁহাদের নিতান্ত অবমাননা বিবেচনা হইল। যাহা হউক, নেপোলিয়ন এইরূপে তাঁহাদিগকে অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে নিরাশ করিলে, রাজভক্ত কতিপয় ব্যক্তি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া বোর্বোঁদিগের অজ্ঞাতসারেই তদীয় উপাংশুবধ-সম্পাদনার্থ স্থিরনিশ্চয় হইল। ইহার কতিপয় দিবস পরে এক দিন অপরাহ্ণে নেপোলিয়ন শকটারোহণপূর্ব্বক পারিসনগরীস্থ একটী সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম দিয়া গমন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ একটী ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্রান্তকারীরা একটী বৃহদাকার নল বারুদে পরিপূর্ণ করিয়া ঐ শব্দ করিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষীয় আটজন লোক হত ও আটাইস জন আহত হইল। নেপোলিয়নের শকটের বাতায়ন সকলও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তৎকালে তিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারও জীবনবিনাশের সমধিক সম্ভাবনা ছিল। কেবল শকটপরিচালক দ্রুততরবেগে শকট চালন করাতে, তিনি ঐ বিষম বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অপর এক সময় রাজভক্ত কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় বার ষড়যন্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে পারিসে আগমন করিলে, তিনি যে অসাধু উপায় অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তদীয় চরিত্রে একটী দুরপনেয়

কলঙ্ক অর্পিত হইয়াছে। মোরেঁা নামক একজন সেনাপতি তাঁহার ন্যায় সেনাগণের নিতান্ত অনুরাগভাজন ছিলেন। এই নিমিত্ত মোরেঁা চক্রান্তকারী বলিয়া অভিযুক্ত হন। যাদৃশ সামান্য কারণে তাঁহাকে অপরাধী করা হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে, অপর এক ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ হইয়া তদীয় শক্তি ও কীর্ত্তিহরণে সমুদ্যত হইয়াছে, এই ঈর্ষ্যা-প্রেরিত হইয়াই, তিনি ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রাড্বিবাকেরা মোরেঁার প্রতি কোন প্রকার দণ্ড প্রদান না করিয়া, নেপোলিয়নকে বলিয়াছিলেন, "আমরা এই ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করিলে, নিরপরাধীর দণ্ডদানজনিত পাপ হইতে কদাপি পরিত্রাণ পাইব না। লোকে চিরকাল আমাদের অপযশঃ ঘোষণা করিবে।"

এই সময়ে তদীয় সহাধ্যায়ী পিচিগ্রুর কারাগৃহে মৃত্যুনিবন্ধন তিনি অযশোভাগী হন এবং হতভাগ্য ডিউক ডি অঙ্গিয়েন্ন হত্যাব্যাপার সম্পাদন করিয়া আপনাকে দুস্তর পাপপ্রবাহে নিমজ্জিত করেন। এই উদারাশয় ভদ্রলোক নির্ব্বাসিত বোর্বোঁ পরিবারের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। কোন বিশেষ প্রমাণ-ব্যতিরেকে রাজভক্ত চক্রান্তকারীদের দলস্থ বলিয়া, তাঁহার প্রতি নেপোলিয়নের সন্দেহ জন্মে, তদনুসারে তিনি তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈনিকগণকে আদেশ প্রদান করেন। তাহারা অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ ও বন্ধন করিয়া পারিসে আনয়ন করে। তিনি তথায় নীত হইবার অনতি-বিলম্বেই তদীয় অপরাধের বিচারার্থ বিচারকগণ আহূত হন। তাঁহারা এরূপ সত্বর হইয়া অপ্রকাশ্য স্থানেই বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন, যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষসমর্থনার্থ অবকাশমাত্র

প্রদত্ত হয় নাই। পরিশেষে তিনি দোষী বলিয়া স্থির হইলে, তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করা হয়।

নেপোলিয়নের এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত হইবার প্রধানতঃ দুইটী কারণ উপলব্ধি হয়; প্রথমতঃ রাজানুরক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমতা হ্রাস করণ, দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে তদীয় উপাংশুবধ-সম্পাদনে উক্ত দলস্থ অপর কেহ চেষ্টা না পায়, তন্নিবারণ। তাঁহার আত্মদোষ-ক্ষালনের পক্ষে এই হেতুদ্বয় কোন কার্য্যকারী নহে। তন্নিবন্ধন পশুবৎ একজন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করা কদাপি যুক্তিসহ হইতে পারে না। ফলতঃ তিনি এই লোমহর্ষক নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনার চরিত্রে যে দুরপনেয় কলঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কিছুতেই ক্ষালিত হইবার নহে। তাঁহার যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে ইহা-কেই গরিষ্ঠ জঘন্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, তিনি এই ঘটনার পর অনুতাপদগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যে উদ্দেশে এই হত্যাব্যাপার সম্পাদন করিয়া অপ-রাধী হইলাম, তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। আমি নিরর্থক কেবল লোকের নিন্দাভাজন হইলাম।" গুপ্ত পুলিষের অধ্যক্ষ ফুসে উক্ত কার্য্যসম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, "ডিউক ডি অঙ্গিয়েন প্রাণ দণ্ড করিয়া, নেপোলি-য়নের রাজনীতিসম্বন্ধে বিষম ভ্রম হইয়াছে। রাজনীতিজ্ঞ-গণের এপ্রকার ভ্রম মহান্ অনর্থের মূল; তিনি এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, নিঃসন্দেহ নিতান্ত মন্দ কর্ম্ম করিয়া-ছেন। তাঁহার এই কার্য্যটী অপরাধশব্দবাচ্য নহে। অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর দুষ্ক্রিয়ার দ্যোতক অপর কোন শব্দ ইহার প্রতি প্রয়োগ করিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

ডিউক ডি অঙ্গিয়েন হত্যাসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে,

ইউরোপখণ্ডের যাবতীয় লোক নেপোলিয়নের এই আচরণে নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিট্ সাহেব তদ্বিষয়ে সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, "নেপোলিয়ন অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অরাতিগণের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, তাঁহার যাদৃশ অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তিনি এই একটী কার্য্য সম্পাদন করিয়া, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আপনার ক্ষতি করিয়াছেন।"

ফরাসিদেশের রাজসিংহাসন নেপোলিয়নের চরম উদ্দেশ্য ছিল। তাহার নিমিত্তই তিনি এতাবৎকাল নানা প্রলোভনে প্রলোভিত হন এবং নিরপরাধের শোণিতে স্বীয় হস্ত দূষিত করেন। এক্ষণে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তৎপ্রাপ্তির সোপান দেখিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ তিন বৎসরের নিমিত্ত কন্সলপদে মনোনীত হন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া উক্ত পদের কাল বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইলেন; এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তিনি স্বীয় দক্ষতা ও চতুরতাসহকারে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মতানুসারে তদীয় ভ্রাতা লুসিয়েন একখানি পুস্তিকা প্রচার করিলেন। তাহাতে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ ছিল না। সেই ক্ষুদ্র পুস্তকে নেপোলিয়ন, সিজর ও ক্রমওয়েল, এই তিন ব্যক্তির তারতম্য করিয়া, নেপোলিয়নকেই অধিকতর প্রশংসা করা হইল, এবং ইহাও নির্দ্দেশিত হইল যে, ঈদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রদান করা ফরাসিদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সেই পুস্তিকা প্রচারিত হইলে, সাধারণে তাহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিল। তদ্দর্শনে নেপোলিয়ন কৃত্রিম কোপ-

প্রকাশপূর্ব্বক ফুসেকে এই আদেশ করিলেন, "কে এই গ্রন্থের রচয়িতা, তাহার অনুসন্ধান এবং তাহাকে ধৃত করিয়া আমার সমক্ষে আনয়ন কর।" তচ্ছ্রবণে ফুসে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এক্ষণে গ্রন্থকারকে ধরিতে গেলে বড় বিপদে পড়িতে হইবে। কারণ লুসিয়েন এই পুস্তিকা প্রচার করিতে উদ্যত হইলে, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আপনি এপ্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিবেন না। তাহাতে তিনি পুস্তকের আদর্শ বহির্গত করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যে নেপোলিয়ন স্বহস্তে উহার অনেক অংশ সংশোধন ও স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।"

উক্ত উপায় স্বাভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হইল না দেখিয়া, নেপোলিয়নের দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি আপাততঃ মন্দীভূত হইল। ইহার কিয়ৎকাল পরে তদীয় গুণবশম্বদ সেনেট ও ট্রিবিউনেট সভার সভ্যগণ তাঁহার মনোগত ভাব সকল অবগত হইয়া, দশ বৎসরের জন্যে তাঁহাকে কন্সলপদে মনোনীত করিবার নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জীবিতকালপর্য্যন্ত তাঁহার উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বাসনা ছিল বলিয়া, তিনি সভ্যগণের তাদৃশ নির্ব্বাচনে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া এই ব্যপদেশ করিলেন, "এই নিয়োগে সর্ব্বসাধারণ লোকে অনুমোদন না করিলে, আমি ইহাতে সম্মত হইতে পারি না।" তৎকালে তিনি যাদৃশ লোকানুরাগ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের অস্থায়িতাদর্শনে সাধারণ লোকে যাদৃশ অপরক্ত ও উদ্বিগ্নচিত্ত ছিল, তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, যে এসময় আমাকে যাবজ্জীবন কন্সলপদে নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে, সম্যক্ ফলোপধায়ক হইতে

পারিবে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি সাহসসহকারে উক্ত সভ্যগণের নিকট এই প্রশ্ন করিলেন, " আমাকে চিরকালের জন্যে কন্‌সলপদে মনোনীত করা সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রেত কি না, তদ্বিষয়ে তাহাদের মত গ্রহণ করা আপনাদের কর্ত্তব্য।" যাহা হউক, তাঁহার এই আশা সম্যক্ ফলবতী হইল। ৩৫, ৫৭, ৮৮৫ ব্যক্তির মধ্যে ৩৩,৬৮,২৫৯ ব্যক্তি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূলে মত প্রদান করিল। তাঁহাকে কন্‌সলপদে যাবজ্জীবন নিয়োগ করিবার বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, ফরাসি গবর্ণমেণ্টের স্থায়িতাবিষয়ে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তদবধি লোকে ঐ গবর্ণমেণ্টের সহিত মুদ্রাদির বিনিময় করিতে আর সঙ্কুচিত হইল না। সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই নিয়োগের পর দুই বৎসর অতীত না হইতেই, তাঁহার স্তাবকগণ এই প্রস্তাব করিলেন, যে " নেপোলিয়ন ফরাসিসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হউন এবং এই দেশের রাজমুকুট তদীয় সন্তানেরা বংশপরম্পরায় ধারণ করুন।" তৎকালে নেপোলিয়নের কার্য্যদক্ষতাপ্রভৃতি-গুণে সাধারণ লোকে যাদৃশ মোহিত হইয়াছিল, তাহাতে স্তাবকগণের উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। তাঁহার চিরকন্‌সলপদে নিয়োগকালে যত লোক অনুমোদন করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক লোক এ বিষয়ে মত প্রদান করিল।

নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেক এই রূপে স্থিরীকৃত হইলে, তিনি অতীব সমারোহে তদ্ব্যাপার সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন। এই উদ্দেশে তিনি রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে তথা হইতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত নানা উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। রোম নগর হইতে আগ-

মনকালে তাঁহাকে আল্পস পর্ব্বতের নিম্নপার্শ্ব পার্ব্বত্য-পথ দিয়া আসিতে হইবে বলিয়া, উহার উভয় পার্শ্ব প্রাকারদ্বারা বেষ্টিত এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত প্রকোষ্ঠসমুদায় পরিপাটীরূপে সুসজ্জীকৃত হইল। তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে পারিসে উপস্থিত হইয়া, বাসভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, যে তিনি রোমনগরে যাদৃশ সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করেন, এখানেও তদনুরূপ সমুদায় আয়োজিত হইয়াছে, কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হয় নাই। তদ্দর্শনে তিনি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। যাহা হউক, বহুশতাব্দী অতীত হইল, রোমের অন্তর্বর্ত্তী সেণ্টপিটার্স নগরে সারলমেনের রাজ্যাভিষেককালে একবার পোপের সমাগম হইয়াছিল। তদবধি আর কোন রাজার অভিষেকসময়ে পোপের আগমন হয় নাই। এক্ষণে নেপোলিয়নের সম্মানবর্দ্ধনার্থ উৎসবস্থলে রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে উপস্থিত দেখিয়া, রোমান ক্যাথলিকধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় অপরাপর জনপদবাসীরা মনে মনে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাসমারোহে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী সামগ্রীসম্ভার আহৃত হইতে লাগিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজগণ যাদৃশ মহার্হ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, তদনুরূপ পরিবর্হ অভিনব সম্রাটের নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তদানীন্তন একজন প্রসিদ্ধ শিল্পকর সেই রাজকীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর রবিবার অভিষেকের দিন স্থির হয় এবং নটার্ডামের ভজনালয়ে তদ্ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। সেই নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, ইউরোপের নানাখণ্ড হইতে লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া, উৎসবস্থলে সমাগত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই স্থান জনতায় পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর পোপ ভজনালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র তদীয়

অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত পঞ্চশত গায়ক "তুমিই সেই পিতর* ইত্যাদি আরোপিত শব্দে সমস্বরে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে, নিয়মিতরূপে প্রার্থনাদি কার্য্য সমাপিত হইল। উপাসনান্তে তিনি সম্রাটের মস্তকে বিনিবেশিত করিবার নিমিত্ত রাজমুকুট গ্রহণ করিলে, নেপোলিয়ন তাঁহার হস্ত হইতে উহা লইয়া স্বয়ং নিজ মস্তকে স্থাপন করিলেন, এবং পরক্ষণেই আবার স্বীয় সহধর্ম্মিণী যোষেফাইনের শীর্ষদেশ উহাদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। কৃতাভিষেকা মহিষীর নেত্রদ্বয় আনন্দসলিলে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎকালে তোপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান ও সৈনিকগণের জয়শব্দে উৎসবস্থল কোলাহলময় হইয়া উঠিল এবং কুলাদর্শগণ উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "মহামহিমান্বিত, প্রতাপশালী, সম্ভ্রান্তবংশীয়, মহাত্মা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অদ্য রাজমুকুট পরিধান করিলেন এবং ফরাসিদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।" যাহা হউক, তিনি যে দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এতাবৎকাল অসঙ্খ্যসমরে ব্যাপৃত হইয়া লোকের ধন প্রাণ হরণ ও নৃশংস ব্যাপারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে স্বীয় রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, অদ্য তাঁহার সেই দুর্মনোরথ পরিপূর্ণ হইল।

---

* পিতর খ্রীষ্টের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনিই রোমের প্রথম পোপ।

সপ্তম অধ্যায়।

নেপোলিয়ন সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসি ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশে পুনর্ব্বার সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে আমিন্‌স্‌ নগরে ঐ উভয় রাজ্যের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা বিঘটিত হইবার কারণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপতঃ কেবল ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে তৎকালে নেপোলিয়ন ইউরোপীয় অনতিপরাক্রান্ত কতিপয় রাজ্যের প্রতি যাদৃশ আচরণ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে তদীয় দুরাকাঙ্ক্ষস্বভাবের অবিচ্ছিন্ন সত্তাবিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং লোকে ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, যে অপরাপর জনপদ আক্রমণার্থ সমরপোত ও সেনাসংগ্রহই তাঁহার সন্ধিস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসমাজ পার্লিয়ামেণ্টসভার অধিকাংশ সভ্যের প্ররোচনাপরতন্ত্র হইয়া, সাধারণ লোকের মতানুসারে পরিশেষে ইহা স্থির করিলেন, যে “যুদ্ধঘটনায় দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে, সত্য বটে, কিন্তু নেপোলিয়ন দিন দিন যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে প্রারম্ভেই তদীয় শক্তি হ্রাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, অন্যথা পরিণামে পৃথিবীস্থ মানবজাতির স্বাধীনতাসুখ বিলুপ্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।”

একজন সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তলেখক ইংরাজদের তদানীন্তন আচরণের বিষয় বর্ণনা করিবার সময়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া-ছেন, যে “আমিন্‌স নগরের সন্ধিভঙ্গের সাধারণ-নির্দ্দিষ্ট কারণ যাহাই থাকুক না কেন, উহার প্রকৃত কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত

হইলে, ইহাই উপলব্ধি হয়, যে নেপোলিয়ন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক হইলেও, তিনি স্বকীয় নৈসর্গিক প্রকৃতিবশতঃ চিরকাল যে তাদৃশ অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে লোকের বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহার প্রতি তাহাদের অবিশ্বাস জন্মে। বস্তুতঃ সে অবিশ্বাসটী নিতান্ত অমূলকও ছিল না। কারণ তিনি ভবিষ্যতে ইংরাজদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন, এই আশয়ে তদুপযোগী উপকরণ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, উত্তরকালীন ঘটনাদ্বারা ইহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ফলতঃ তিনি সন্ধিকালে যে-সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ঐ সন্ধি আশু বিঘটিত না হইলে, তদ্দ্বারা কিয়দ্দিন পরেই ইংরাজদিগের পক্ষে অশুভ ফল ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।" যাহা হউক, ইতিবৃত্তলেখকের উক্ত অভিপ্রায়ের সারবত্তা ও যৌক্তিকতাবিষয়ে অনন্তরজাত লোকদিগের আর কোন সংশয় থাকিবে না।

অনন্তর নেপোলিয়ন ইংরাজদিগের সহিত শাত্রবাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, যে অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতে ফরাসিদেশে অবস্থিত রাজপুরুষেতর ইংরাজদিগের কষ্টের অবধি রহিল না। ফরাসিদেশে অষ্টাদশবর্ষ হইতে ষষ্টিবর্ষবয়স্ক যত ইংরাজ ছিল, তাবৎ ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি একখানি আদেশপত্র প্রচার করিলেন। আব্রাণ্টিসের ভাবী ডিউক জুনো এই ঘৃণাকর আজ্ঞাসম্পাদনার্থ নিশীথসময়ে সেই আদেশপত্র প্রাপ্ত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বেই প্রভুর সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পমান এবং নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। তিনি জুনোকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "সাবধান! যেন ইংরাজদের এক ব্যক্তিও এদেশ হইতে পলায়ন করিতে না পারে।" জুনো

এই কুৎসিত ব্যাপার হইতে প্রভুকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিনীতভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। প্রত্যুত নেপোলিয়ন উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি সকোপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "জুনো! সে দিবস যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্য কি আবার তাহাই ঘটিবে? তোমাদের আচরণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, মুরেঁাও আমাকে উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত অনতিবিলম্বে এস্থলে সমাগত হইতে পারে। তোমরা যদি আমার আদেশ প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমার কোন ক্ষমতা আছে কি না, তাহা অবিলম্বে তোমাদিগকে দেখাইতে পারি।" তচ্ছ্রবণে জুনো নীরব হইয়া থাকিলেন। অনন্তর সমরসংক্রান্ত নিয়ম পালন-ব্যতিরেকেই তদীয় আদেশানুরূপ কার্য্য সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইল। তাঁহার এই অসাধু উপায় দ্বারা প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তি কতিপয় বৎসর স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইয়াছিল।

অনন্তর নেপোলিয়ন ইংলণ্ডদেশের আক্রমণার্থে সাতিশয় অভিনিবেশ প্রদান করিলেন। এই ব্যাপার সমাধা করিবার নিমিত্ত তিনি আড়ম্বরসহকারে নানা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশে ফরাসিদেশীয় জনতা আহূত হইলে, কি গ্রামীণ, কি নাগরিক সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে তৎসকাশে উপনীত হইল এবং যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রায় যাবতীয় নগর হইতেই তৎক্ষণাৎ ভূরি পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইল। ইংলণ্ডের উপকূলে সৈন্য প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে তদ্দ্বারা নানা স্থানে পোতরাজি নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় অর্ণবযানাধিষ্ঠিত জনগণ উহাদের নির্ম্মাণ-কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত নানা চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে তাহাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। অনন্তর

নবনির্ম্মিত পোতসমুদায় ক্রমে ক্রমে বোলোন নগরের পোতাশ্রয়ে সমাগত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা উক্ত পোতাশ্রয় নিবিড়ভাবে সমাচ্ছাদিত হওয়াতে তত্রত্য জলভাগ প্রায় দৃষ্টিগোচর হইল না। এদিকে এক লক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র সৈনিক সংগৃহীত হইল। তাহারা ভূতপূর্ব্ব জয়পরম্পরানিবন্ধন উৎসাহী ও প্রফুল্লচিত্ত ছিল। এই নিমিত্ত মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে তাহাদের সাতিশয় কষ্ট বোধ হইল। তাহারা ঔৎসুক্যসহকারে যাত্রার অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদা সম্রাট্ তাহাদের ক্ষিপ্রকারিতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তোপধ্বনিরূপ সঙ্কেত দ্বারা যাত্রার আদেশ প্রদান করিলে, তাহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল, এবং জয়শব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত করিয়া, বিপক্ষের অভিমুখীন হইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সসজ্জ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যখন শুনিল, যে আমরা কিরূপ উদ্যম ও সত্বরতাসহকারে কার্য্য সম্পাদন করি, এই পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই কেবল সম্রাট্ এইরূপ সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন, যাত্রার নিমিত্ত নহে; তখন তাহাদের সেই উদ্বেল আনন্দ বিষাদরূপে পরিণত হইল। ঐ উদ্যমভঙ্গহেতুক তাহারা তৎকালে মনে মনে সম্রাটের প্রতি নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ইংলণ্ডদেশ সহসা আক্রমণ করিলে যে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই নিমিত্ত স্থিরচিত্তে তদুপায়-চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে ইংরাজেরা স্বদেশ-রক্ষার্থ উদ্যমসহকারে নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক প্রদেশে স্বতঃপ্রবৃত্ত সেনাদল সংগৃহীত হইল। সাধারণকে শত্রুর আগমনবার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত তৎসূচক চিহ্ন সকল উপকূলভাগস্থ প্রধান প্রধান স্থানে স্থাপিত

হইল, এবং বিভিন্ন-প্রকার পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট যাবতীয় ব্যক্তির উপর এক এক কার্য্যভার প্রদত্ত হইল। তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিল, যে নেপোলিয়ন শত্রুভাবে সমাগত হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সতর্কতাসহকারে সম্পাদন করিবেন। শাসনকর্ত্তৃগণ এই আসন্ন বিপদ্ হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিবার অভিপ্রায়ে তত্রত্য যাবতীয় ব্যক্তিকে সমাহ্বানপূর্ব্বক ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উপবাসের নিমিত্ত কতিপয় দিবস নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। সেই সমুদায় নির্ণীত দিনে সকলে সমবেত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের সেই প্রার্থনা সম্যক্ ফলবতী হইল। ইংলণ্ডীয় উপকূলভাগের রক্ষণার্থ অবস্থাপিত পোতরাজির উপর সহসা আক্রমণ করিবার নিমিত্ত নেপোলিয়ন যে সকল চাতুরী ও ষড়যন্ত্র করিলেন, তৎসমুদায় তত্রত্য রণতরির অধ্যক্ষ নেলসনের অসাধারণ বুদ্ধিবলে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তদ্দর্শনে তিনি হতাশ হইয়া, পুনরাক্রমণের চেষ্টাহইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং রণতরিসংক্রান্ত যে সকল কর্ম্মচারীর অযোগ্যতানিবন্ধন তদীয় অবলম্বিত উপায় ফলোপধায়ক হইতে পারে নাই, তাহাদের প্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন, এবং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন।

অনন্তর নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের ন্যায় অপরাপর জনপদের সহিতও সংগ্রামক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। কারণ যুদ্ধের এই একটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যে উহা একবার একস্থানে আরব্ধ হইলে, ক্রমে ক্রমে নানাস্থানব্যাপী হইয়া পড়ে। ডিউক ডি অঙ্গিয়েঁর মৃত্যুতে সুইডেনের রাজা ও রুসিয় সম্রাট্ সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাবশতঃ নেপোলিয়নের সহিত

উগ্রভাবে তাঁহাদের যে সকল লেখক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং তিনি হানোবার ও নেপল্‌সনগরের আক্রমণার্থ যে সমুদায় উপায় অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সেই অসন্তোষ অধিকতর প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, ফরাসিসম্রাটের সহিত প্রকৃতরূপে যুদ্ধ করিবার ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিলেন। এই সময়ে অষ্ট্রিয় সম্রাট্ প্রথমতঃ নেপোলিয়নের বিপক্ষপক্ষ আশ্রয় করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যখন দেখিলেন, যে বোনাপার্ট ইটালির রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, তত্রত্য প্রকৃতিবর্গের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং জেনোয়া সাধারণতন্ত্র স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন; তখন অসহিষ্ণু হইয়া সে আশঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে সুইডেনের নরপতি ও রুসিয় সম্রাটের সহিত যোগ দিলেন। ফরাসি-সম্রাট্ উহা অবগত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অধ্যবসায় ও আগ্রহ-সহকারে সমরোপযোগী কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বোলোন নগরে যে তদীয় সেনানিবেশ ছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া অষ্ট্রিয়ারাজ্যের অভিমুখে অভিষেণন করিলেন এবং বিপক্ষগণের যুদ্ধসংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইলেন।

অষ্ট্রিয় গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে ম্যাকনামক একজন অপরিপক্ক সেনাপতির হস্তে তত্রত্য অধিকাংশ সেনার নেতৃত্বভার প্রদান করিয়াছিল। তিনি রণস্থলে নেপোলিয়নের সুকৌশলসম্পন্ন ব্যূহরচনাদর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন এবং ত্রিংশৎ সহস্র সেনাসহ আপনাকে নেপোলিয়নের নিকট বন্দিস্বরূপ সমর্পণ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় কর্ত্তৃপক্ষ ভয়াকুলিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উক্ত

সৈনিকগণ অস্ত্রাদি সমর্পণ করিবার মানসে যে সময় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সম্রাটের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল, তৎকালে তিনি স্বীয় সেনানীগণ সমভিব্যাহারে উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক গর্ব্বিতভাবে তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং তাহারা সমীপে সমাগত হইলে, সন্তোষবাক্যে তাহাদের অধিনায়কগণকে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহার নামের ঈদৃশী মোহিনী শক্তি ছিল, যে তচ্ছ্রবণমাত্র লোকে বিস্ময়রসে মগ্ন হইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিত। অধিক কি, এই সময়ে পরাজিত অষ্ট্রিয় সৈনিকগণ প্রতিগমনকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক এক বার গমনে বিরত হইতে লাগিল এবং বিবেচনা করিল, "এব্যক্তি অসীমশক্তিসম্পন্ন, ইঁহার পক্ষে জয়লাভ কুত্রাপি দুরূহ হইবে না। ইনি যে স্থানে যাত্রা করিবেন, সেই স্থানেই জয়লক্ষ্মী ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া, স্বয়ং ইঁহাকে বরণ করিবেন।" যাহা হউক, আলম নগর এই রূপে অধিকৃত হইলে, নেপোলিয়ন অরাতিগণকে বিশ্রামার্থ অবকাশ প্রদান না করিয়াই, অবিলম্বে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী বিয়েনা নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং বিপক্ষগণ উক্তনগরের রক্ষণার্থ তৎপ্রতিকুলাচরণে সাহসী না হওয়াতে, উহা বিনা যুদ্ধে হস্তগত করিলেন। অষ্ট্রিয় সৈনিকগণ তৎকালে রুসিয় সম্রাটের সেনাদলের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় প্রস্থান করিল।

অনন্তর তাহারা পূর্ব্বোক্ত সৈন্যগণের সহিত সমবেত হইলে, ফরাসিসেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তথায় সমুদায় আয়োজন হইতে লাগিল এবং তাহা সম্পন্ন হইলে, নেপোলিয়নের সাম্বৎসরিক রাজ্যাভিষেকোৎসবের দিবসে অষ্টার্লিজ নগরে পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম আরব্ধ হইল। এই যুদ্ধে

ফরাসিসম্রাট্ যাদৃশ দক্ষতাসহকারে ব্যূহবিন্যাস ও অদ্বিতীয় রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে অস্ত্রকোবিদ যাবতীয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তদীয় অসাধারণ শিক্ষার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি সুকৌশলে শত্রুগণকে সঙ্কটস্থলে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাহাদিগকে ঝটিতি আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই যে একটী লোমহর্ষ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা শ্রবণ করিলে, কোমলহৃদয় পাঠকগণ ভয়ে চমকিত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া উঠিবেন। কতিপয় সহস্র রুসিয়-সেনা ফরাসি-সৈনিকগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ এবং আগ্নেয়াস্ত্রমুখবিনির্গত অগ্নিমুখে নিপতিত হইলে, তুষারশিলাবৃত একটী হ্রদ পার হইয়া, পলায়ন করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইল। তাহারা আত্ম-রক্ষার্থ সমুদ্যত হইয়া, তাদৃশ সাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ফরাসি সেনাগণ তৎক্ষণাৎ তত্রত্য ঘনীভূত নীহারাভি-মুখে গোলা বর্ষণ ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন তৎসমুদায় ভগ্ন হইয়া সমন্তাৎ প্রসৃত হইয়া পড়িলে, সেই হত-ভাগ্য বহুসংখ্যক সেনা তুষারমিশ্রিত শীতল জলে মগ্ন হইয়া, শোচনীয়রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

অষ্টার্লিজের যুদ্ধের অবসানে অষ্ট্রিয় সম্রাট্ উপায়ান্তর না দেখিয়া, সন্ধিকামনায় নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত রণস্থলের সন্নি-হিত একটী সামান্য কুটীরে তাঁহাদের অধিবেশন হইল। তথায় সন্ধিঘটিত কার্য্য সম্পাদনকালে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল, তাহা অষ্ট্রিয় সম্রাটের পক্ষে সন্তোষদায়ক হইল না। এইরূপে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যজাত শেষ হইলে, নেপোলিয়ন স্বীয় আবাস-কুটীর লক্ষ্য করিয়া পরাজিত শত্রুগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,

"দেখ, তোমরা আমাকে কি প্রকার অট্টালিকায় বাস করাইয়াছ।" তচ্ছ্রবণে অষ্ট্রীয় সম্রাট্ বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আপনার বাসভবনের যেরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে ইহার নিমিত্ত আপনার আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই।"

যে সময় ফরাসিরাজ্যের সহিত ইউরোপীয় অপরাপর রাজ্যের বিবাদ চলিতেছিল, তৎকালে প্রুসিয়ার অধিপতি বহুদিনপর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাবে ছিলেন। কিন্তু তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং যুদ্ধবিষয়িণী ঘোষণা প্রচারার্থ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যে দিবস অষ্টার্লিজের যুদ্ধারম্ভ হয়, সেই দিবস প্রাতঃকালে সন্দেশহারক ফরাসি সম্রাটের প্রধান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে সমরে ব্যাপৃত দেখিয়া, উহার অবসানপর্য্যন্ত প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া রাখিলেন। অনন্তর ফরাসিদিগের পক্ষে জয়পতাকা উড্ডীন হইলে, তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত ঘোষণাপ্রচারবিষয়ে বিরত হইলেন, তাহার কোন প্রসঙ্গও করিলেন না; প্রত্যুত নেপোলিয়নের বিজয়লাভদর্শনে তাঁহাকে বারংবার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ফরাসি সম্রাট্ তৎকালে দূতের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহার কর্ণের নিকট ধীরে ধীরে বলিলেন, "বার্ত্তাহারক! তুমি যে উদ্দেশে এস্থানে সমাগত হইয়াছ, কার্য্যের অবস্থাবশতঃ এক্ষণে তাহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিয়া, অধুনা বিষয়ান্তরের প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।" ফলতঃ এই অবসরে প্রুসিয়ার রাজার সহিত বিবাদ করা, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। এই নিমিত্ত তিনি তৎকালে ক্রোধ

সংবরণ করিয়া থাকিলেন, কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিবেন, ইহা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

অনন্তর অষ্টার্লিজের যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয়ী হইয়াছেন, এই সংবাদ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট্ সাহেবের শ্রবণগোচর হইলে, তদীয় চিত্ত সাতিশয় ব্যথিত ও দুর্ব্বহ চিন্তাভারে আক্রান্ত হইল। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই অষ্ট্রিয়েরা রুসিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু সে মিলনে উপস্থিত যুদ্ধে কোন ফল হয় নাই দেখিয়া, তিনি নিতান্ত ভগ্নমনা হইলেন। তদবধি নানাপ্রকার চিন্তায় তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, তিনি ঈদৃশ উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইলেন, যে তাহাতেই (১৮০৬ খৃঃ অব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নেপোলিয়ন প্রুসিয়াধিপতির অব্যবস্থিত-চিত্ততার সমুচিত শাস্তি দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টার্লিজের যুদ্ধের পর এক বৎসর অতীত না হইতেই, সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি প্রুসিয়াধিপতির অবমাননা করিতে কোন সুযোগই পরিত্যাগ করিলেন না। উক্ত রাজ্যের অধিকারস্থ ফরাসিরাজ্যের সন্নিহিত প্রদেশগুলি ক্রমে ক্রমে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রুসিয়দিগের দৃঢ় প্রতীতি হইল, যে আমরা এসময় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে নেপোলিয়ন আমাদের রাজ্যও স্বকীয় রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারেন। ভূতপূর্ব্ব নরপতি মহাবীর ফ্রেডরিকের রাজত্ব-কালে তাঁহাদের যুদ্ধ করা বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল, এবং তাঁহারা তৎকালঘটিত সেই সমুদায় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, ও আপনাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ফরাসি সম্রাটের উক্ত অবমাননা সহ্য করিতে

নিতান্ত অসহিষ্ণু হইলেন। পরন্তু অষ্টার্লিজের যুদ্ধকালে প্রুসিয়াধিপতি কোন পক্ষ আশ্রয় না করিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন হানোবারের অন্তর্গত ইংরাজদের অধিকারভুক্ত কতিপয় প্রদেশ ফরাসি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উৎকোচস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ঐ প্রদেশগুলি উঁহাদের প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু ফরাসি সম্রাটের প্রস্তাবানুসারে ইহা অবগত হইলেন, যে ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, ঐ প্রদেশগুলি পুনর্ব্বার ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তাহা আপনার পক্ষে লাঘবকর ও লজ্জাজনক বিবেচনা করিয়া তিনি কর্ত্তব্য অবধারণার্থ মন্ত্রিসমাজ আহ্বান করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই, ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, সহসা ফরাসি রাজ্যের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং নগরাদি-রক্ষণার্থ সমুচিত উপায় অবলম্বন ও যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় উপকরণসংগ্রহ-ব্যতিরেকেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ইউরোপের অপরাপর রাজ্য নিরপেক্ষভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল; রুসিয়েরাই তাঁহাদের সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার পুর্ব্বেই ফরাসি সম্রাট্ সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে দ্রুততরবেগে গমন করিয়া, প্রুসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং ১৮০৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই অক্টোবর তারিখে জিনানগরের যুদ্ধে তত্রত্য সেনাদিগকে কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন ও খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যেই যুদ্ধসংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার সমাধা করিয়া, তথাকার সেনানিবেশ ভগ্ন করিতে আদেশ দিলেন এবং বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া, বার্লিন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই ঘট-

নায় ইউরোপের যাবতীয় লোক হতবুদ্ধি ও অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, নেপোলিয়নের মহোচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রায় সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। ইনি দিনে দিনে যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, তৎকালে স্বাধীনতাপক্ষপাতী ব্যক্তিগণ তদ্রক্ষণে হতাশ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তৎপ্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে সাহসী হইলেন না। এদিকে তাঁহার স্তাবকগণ বলিতে লাগিলেন, "নেপোলিয়ন একজন সামান্য লোক নহেন। ইনি দৈবাকারোপলক্ষিত মানব হইলেও হইতে পারেন। অন্যথা শুদ্ধ মরণধর্ম্মশীল ব্যক্তি দ্বারা ঈদৃশ বিস্ময়কর ব্যাপারসমুদায় সম্পাদিত হওয়া কদাপি সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না।"

এই সময়ে কতিপয় সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি নেপোলিয়নের পতনবিষয়ে ভবিষ্যসূচনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় একজন যাজক তত্রত্য গবর্ণমেণ্টনিরূপিত সাধারণ প্রার্থনার দিবসে নেপোলিয়নকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই প্রকৃতিরূপ রঙ্গভূমিতে মানুষের অহঙ্কার ও দুরাকাঙ্ক্ষার ভীষণতম অভিনয়-ক্রিয়া অহরহঃ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। পাপপ্রবাহে মগ্ন শক্তিসম্পন্ন ফরাসিদেশই এই বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা কতিপয় বৎসরাবধি দেখিতেছি, যে কেবল বিদ্রোহপ্রসবব্যতীত আর কিছুতেই উহার উর্ব্বরতাশক্তি নাই। ঐ দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবরূপ মেঘজালে নিরন্তর সমাবৃত রহিয়াছে। তাদৃশ ঘনাবলীর অভ্যন্তর হইতে আয়সচরণ ও পিত্তলময় বাহু-বিশিষ্ট একটী বিকটাকার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। উহার জ্যোতিঃ বিভীষিকাজনক হইলেও, যে সকল উপাদানে সেই

আকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে ন্যায় ও ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। তাদৃশ ভয়াবহ মূর্ত্তি নির্দ্দিষ্ট-কালপর্য্যন্ত এই ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকিতে পারে, কিন্তু একদা সেই ভয়ঙ্কর সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে; যখন সমুদায় জগৎ তাহার পতন প্রত্যক্ষ করিয়া, সংসারের অনিত্যতাবিষয়ে মহার্থ উপদেশ লাভ করিবে।”

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রুসিয় ও ফরাসিরা পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, রুসিয় সম্রাট্ প্রুসিয়দিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে তিনি সেনা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। সেই সৈনিকগণ ফরাসিদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রকৃত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে নেপোলিয়ন প্রুসিয় সেনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেও, পরিশেষে দেখিতে পাইলেন, যে রুসিয় সম্রাটের প্রেরিত সেনাদল তাঁহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সজ্জীভূত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি স্বীয় স্বাভাবিক ক্ষিপ্রকারিতা-প্রভাবে পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত সত্বর অভিনব সেনা সংগ্রহ করিলেন। ফলতঃ তিনি মনে করিলে, এই ভাবী যুদ্ধ একবারে পরিহার করিতেও পারিতেন। প্রুসিয়ার রাজার সহিত ন্যায়ানুগত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলে, উহা আর ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, রুসিয়দিগের সহিত তাঁহার কয়েকটী সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই সকল যুদ্ধের মধ্যে ইলো ও ফ্রিডলণ্ডের যুদ্ধই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধপরম্পরায় যাদৃশ স্বল্পায়াসে জয় লাভ করিয়াছিলেন, এই সমুদায় সংগ্রামে তাদৃশ সহজে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না।

১৮০৭ খৃঃ অব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইলোর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না। উভয় পক্ষই পরস্পর আপনাদিগের পক্ষে জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। উহাতে সমরসংক্রান্ত ভীষণ কাণ্ডও প্রদর্শিত হইল। এমন কি, ফরাসি সম্রাট্ এতাবৎ কাল যত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয়মাত্র সংগ্রামে কেবল এতদপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনন্তর ১৪ই জুন তারিখে ফ্রিডলণ্ডের যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হইলে রুসিয়দিগকে প্রথমতঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হইল, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা ঈদৃশ সাহসসহকারে বিপক্ষগণকে প্রতিরোধ করিলেন, যে নেপোলিয়ন ভূতপূর্ব্ব কোন যুদ্ধযাত্রায় তদ্রূপ প্রতিহত হন নাই। যাহা হউক, যুদ্ধাবসানে তিনি রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন," যে পঞ্চাশৎ সহস্র আহত ব্যক্তি তুষাররাশির উপরিভাগে পতিত রহিয়াছে এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, কাতরস্বরে কেবল "জল জল" এই শব্দ করিতেছে। বহু সহস্র অশ্ব বিকৃত-কলেবর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ান রহিয়াছে, এবং দুঃসহ যাতনায় অস্থির হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন ও চীৎকার করিতেছে। হায়! সমরসংক্রান্ত ঈদৃশ ভীষণ ব্যাপার চিন্তা করিতে গেলে শরীর স্পন্দহীন হয়। চিত্ত একবারে অধীর হইয়া উঠে এবং মানুষ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তৎকালে কেবল মনে হয়, যে সন্ধিই এই অশুভব্যাপিপ্রতীকারের একমাত্র ঔষধ। তদ্ব্যতীত উক্ত অমঙ্গল নিবারণের আর উপায়ান্তর নাই। অতএব সাধ্যানুসারে সন্ধিসলিলে অবগাহন করিতে পারিলে, সহসা সমরশিখা সন্ধুক্ষিত করা কদাপি বিধেয় নহে।

অনন্তর ফরাসি সম্রাট্ নেপোলিয়ন ও রুসিয় সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার উভয়েই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কিয়ৎকাল

বিশ্রামসুখ অনুভব করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইলেন, এবং পরস্পর মিলিত হইয়া, সন্ধিসংক্রান্ত নিয়ম-বিধানে সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তাঁহারা তিলসিট নদীতে যথোপযুক্ত প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট একখানি কাষ্ঠময় ভেলা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। উহা নির্ম্মিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ নদীর উভয়তীরে বন্ধুভাবে শ্রেণী-বদ্ধ হইল এবং গোলন্দাজ সেনারা হর্ষসূচক তোপধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে, উভয় সম্রাট্ তরণিযোগে ঐ উড়ুপের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন প্রথমতঃ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন করিলে, পশ্চাৎ আলেকজাণ্ডার উপনীত হইলেন। তাঁহারা এইরূপে মিলিত হইয়া, পূর্ব্ববৎ মিত্রভাবে বিশ্রম্ভালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে দুই অধীশ্বরের বিগ্রহনিবন্ধন বসুন্ধরা এতাবৎকাল শোণিতহ্রদে মগ্ন ও ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের পরস্পর সম্মিলনদর্শনে কোন্ ব্যক্তি সুখী না হইবেন? যাহা হউক, কিয়ৎকাল এই রূপ কথোপকথনের পর তাঁহাদের উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে উহা তাদৃশ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইল না। উহা যে আশু বিঘটিত হইবে, তাহার লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইল। সন্ধিঘটিত নিয়মাবলীর মধ্যে কয়েকটী গূঢ় নিয়ম দ্বারা আলেকজাণ্ডারের দুরাকাঙ্ক্ষস্বভাবের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি তদ্বিষয়ে নেপোলিয়নের সমকক্ষই ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে ইহা স্থিরীকৃত হয়, যে তিনি ফিনলণ্ড ও তুরুষ্কদেশ আক্রমণ করিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে যদি নেপোলিয়ন কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ না করেন, তাহা হইলে, তৎসঙ্কল্পিত স্পেন ও পর্টুগালের আক্রমণসময়ে

তিনিও নিরপেক্ষভাবে অবস্থিতি করিবেন। যাহা হউক, নেপোলিয়ন ভবিষ্যতে যখন তদীয় রাজ্য আক্রমণ করেন, তৎকালে তিনি উক্ত দুরভিসন্ধির সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে ব্যক্তি পরের অপকার করিতে সমুদ্যত হয়, সে লূতার ন্যায় স্বয়ং আপনার জালে বদ্ধ হইয়া থাকে। আলেকজাণ্ডারের ভাগ্যে পরিণামে সেই দশাই ঘটিয়াছিল।

নেপোলিয়নের চরিতাখ্যায়কগণের মধ্যে অনেকেই তিলসিটের সন্ধিকে তদীয় দোর্দণ্ড প্রতাপের পরাকাষ্ঠা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইতে আরম্ভ হয়। দুর্ভাগ্যরাহু প্রথমতঃ উহাকে অননুভূতরূপে তদনন্তর শনৈঃ শনৈঃ, এবং সর্ব্বশেষে সমগ্রভাবে গ্রাস করিয়াছিল। পরিণামে তাঁহার ভাগ্যে যে ঈদৃশ দশা-বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহা তিনি পূর্ব্বে কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। উক্ত ব্যাপার তাঁহার পক্ষে যেন স্বপ্ন-কল্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। ফলতঃ তিনি মহতী সিদ্ধিপরম্পরার সঙ্গে সঙ্গেই অহঙ্কারে স্ফীত ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন পরাজিত জনপদের প্রতি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিতে কোন প্রকারে শিথিলপ্রযত্ন হন নাই। এই কারণে তত্রত্য অধিবাসিগণ মনে মনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিল এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত।

তিনি ইউরোপীয় জনপদসমূহের পূর্ব্বতন সীমা পরিবর্ত্তন করেন এবং অধিবাসিগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক দেশের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ দেশান্তরসন্নিবেশিত করিয়া দেন। পরন্তু যুদ্ধের নিমিত্ত অর্থ ও সেনা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পর্য্যুদস্ত জনপদসমূহে গুরুতর উৎপীড়ন ও কঠিনতর নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া, প্রুসিয়া গবর্ণমেণ্ট জিনানগরের যুদ্ধের পর তাঁহাকে ছয় কোটি অশীতিলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল। ষ্টেটিন্‌নামক উপনগরে কেবল দ্বাত্রিংশৎ সহস্র অধিবাসী ছিল। তাহাদিগকেও চাঁদা করিয়া, অশীতিলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে হইয়াছিল।

ইংলণ্ডদেশের সহিত তাঁহার শক্রতা বিলক্ষণ বদ্ধমূল হইলেও, জলযুদ্ধে দুরাধর্ষ তত্রত্য নাবীসেনাদিগকে পরাজয় করা সুকঠিন বিবেচনা করিয়া তিনি প্রকারান্তরে বৈরশোধন করিবার মানসে একটী অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হন। তদ্দেশীয় বাণিজ্যের উপঘাতই তাঁহার ঐ প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনন্তর ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, ফরাসি দেশ ও তাহার সহিত মিত্রভাবে সম্বদ্ধ অপরাপর জনপদে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যদ্রব্য ও তৎসংসৃষ্ট উপনিবেশোৎপন্ন দ্রব্যের প্রবেশ নিরুদ্ধ হয় এবং কুত্রাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে বহুসঙ্খ্যক কর্ম্মচারী উহার তত্ত্বাবধায়কতাপদে নিয়োজিত হয়। নিয়মপালনবিষয়ে নেপোলিয়নের ঈদৃশ সতর্কতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি থাকিলেও, অনেকস্থলে ইহা প্রকৃতরূপে অনুসৃত হয় নাই। ইংলণ্ডপ্রভৃতির বাণিজ্যদ্রব্য ফরাসিদেশে গোপনে বিক্রয় করা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই সাহসসহকারে নিয়মবহির্ভূত তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত হইত। অধিক কি! তাঁহার মন্ত্রিগণকেও সময়ে সময়ে উক্ত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা ফরাসি সেনাগণের পরিচ্ছদোপযোগী বস্ত্রাদি মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিতেন। বোরিয়েন হম্বর্গে অবস্থানকালে একদা নেপোলিয়নের সৈনিকদিগের উপানহ ও পরিচ্ছদের নিমিত্ত বহুসঙ্খ্যক চর্ম্ম ও বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে

ফরাসিদেশে ইংলণ্ডপ্রভৃতির বাণিজ্যদ্রব্যের প্রবেশ নিরুদ্ধ হওয়াতে, লোকের বিরাগ ও কষ্টের পরিসীমা ছিল না। ইহা সত্য বটে, যে নেপোলিয়ন যেরূপ একদিকে বহির্বাণিজ্যের প্রতিরোধ করেন, সেইরূপ অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বহুল পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। ফরাসিপ্রভৃতিদেশে প্রয়োজনোপযোগী অনেক বস্তুর অভাব ছিল এবং দ্রব্যসমূহের মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিমিত্ত শ্রমজীবী ও সামান্য আয়বান্ লোকদিগের ক্লেশের ইয়ত্তা ছিল না।

নেপোলিয়ন স্বদেশে বাণিজ্য বিস্তারের নিমিত্ত যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। তিনি বিটপালঙ্গের মূল হইতে শর্করা প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ফরাসিদেশে অদ্যাপি সেই প্রণালীতে শর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত প্রথার সমুন্নতিসাধনে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ও উৎসাহ ছিল। তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, যে ফণ্টেব্লোর অরণ্যে যে সকল বিটপালঙ্গ রোপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সমুদায় ইউরোপখণ্ডে প্রয়োজনীয় শর্করার অভাবমোচন হইবে। এবিষয়ে তাঁহার ঈদৃশ কঠিন শাসন ছিল, যে তত্রত্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ভয়ে অন্যবিধ শর্করা প্রায় ব্যবহার করিতে পারিত না। একদা কোন দরিদ্র ব্যক্তি ঔপনিবেশিক শর্করায় প্রস্তুত রোটিকা আপন পরিবারের মধ্যে ব্যবহার করাতে, তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়, এবং অতিকষ্টে তদীয় হস্ত হইতে স্বীয় জীবন রক্ষা করে। বোরিয়েন বর্ণনা করিয়াছেন, "অবৈধপণ্যজীবীরা অন্যবিধ শর্করায় অলিঞ্জর পরিপুরিত করিয়া, উহার মুখ কর্করদ্বারা আবৃত, এবং

শকটযোগে নগরে লইয়া গিয়া গোপনে বিক্রয় করিত। এই ব্যাপারটী তাহাদের পক্ষে প্রায় সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ বহির্বাণিজ্যের প্রতিষেধনিবন্ধন তৎকালে লোকের যে কি পরিমাণে অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।” ফরাসিদেশীয় একজন নব্য গ্রন্থকার তৎ-সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, “কি ধনী কি দরিদ্র, সকলের পক্ষেই জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের নিতান্ত উপযোগী যে সকল বস্তু তিন শত বৎসর বিনা শুল্কে উপভোগ করা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল, ফরাসি সম্রাটের বাণিজ্য-বিষয়ক এবম্প্রকার অত্যাচারে তৎসমুদায়ের অসম্ভব মহার্ঘতা প্রত্যক্ষ করিয়াও ইউরোপের লোকেরা যে কি প্রকারে তাহা মুহূর্ত্তকালও সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে গেলে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।”

নেপোলিয়নের যুদ্ধবিষয়িণী নীতির প্রভাবে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সবিস্তর বর্ণন করা নিতান্ত দুরূহ। তদ্দ্বারা বহুসহস্র ব্যক্তি অকালে কালকবলে পতিত ও দুঃসহ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছিল। এই বিষয়টী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে হইলে, কেবল ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে রুসিয়দিগের সহিত তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত সংগ্রামকালে যাহারা আহত হয়, তাহাদের ক্ষতস্থান বন্ধন করিবার নিমিত্ত ত্রিংশৎ সহস্র পটমণ্ডপ ছেদন করা আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহার এই একমাত্র যুদ্ধযাত্রার শোচনীয় পরিণাম পর্য্যালোচনা করিলেই, তদীয় যাবতীয় অভিযানে যে কি প্রকার লোমহর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিতে পারিবেন। এক জন গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, “১৮০৬ খৃঃ অব্দের ১ লা অকটোবর অবধি ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩০ সে জুন পর্য্যন্ত এই নয় মাসের মধ্যে দশ লক্ষ ব্যক্তি

সৈনিক চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে ন্যূন সংখ্যায় এক লক্ষ ব্যক্তি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, যাহারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাও প্রায় তদনুরূপ ছিল। ফলতঃ অন্তরীক্ষবিক্ষিপ্ত স্থির নক্ষত্রগণের পরস্পরদূরত্ব গণনাদ্বারা নিরূপিত থাকিলেও, তাহা যেরূপ কল্পনাশক্তির অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবম্প্রকার ভীষণ ব্যাপার ইতিহাসে বর্ণিত হইলেও হৃদয়ে ধারণা করা তাদৃশ অসম্ভব বলিয়া উপলব্ধি হয়।"

অষ্টম অধ্যায়।

মানবজাতির অন্তঃশত্রুগণ উদ্দাম হইলে, তাহাদের এক বিষয়ে তৃপ্তিসাধন না হইতে হইতেই বিষয়ান্তরভোগে সমধিক লালসা জন্মে। যেরূপ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানুষ যত বিষয় ভোগ করে, ততই তাহার ভোগবাসনা নিবৃত্ত না হইয়া, ক্রমশঃ বলবতী হইতে থাকে। নেপোলিয়নের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এই বাক্যের যাথার্থ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি অজেয় শক্তিসম্পন্ন ও বৃহৎ বৃহৎ জনপদের অধীশ্বর হইয়াও, সর্ব্বদা অপরিতৃপ্ত থাকিতেন, এবং একটী দেশ অধিকৃত হইবা-মাত্র, দেশান্তরের আক্রমণার্থ সমুদ্যত হইতেন। এইরূপ নব নব জয়ের আশা তদীয় অন্তঃকরণে সতত জাগরূক থাকাতে, তাঁহার জিগীষাবৃত্তি সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিশ্রামসুখে বঞ্চিত থাকিয়া, কেবল তাহাই চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত স্পৃহয়ালু ছিলেন।

এই রূপে নানাজনপদ অধিকৃত হইলে, তিনি স্বীয় কতিপয় ভ্রাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশের রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে যোজেফ নেপল্‌সের নরপতি হন, লুই হলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং জিরম ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার অনুগ্রহে তদীয় প্রধান প্রধান সেনানীগণও ডিউকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি "মার্সল্‌" এই গৌরবাত্মক উপাধিও লাভ করেন। এই রূপে প্রত্যেক ব্যক্তি যথাযোগ্য সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হইলেও, তদীয় অন্যতম ভ্রাতা লুসিয়েন্ কেবল তদ্বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াছিলেন্। মিসর হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর লুসিয়েন ধর্ম্মবুদ্ধির অননুমোদিত কার্য্য দ্বারা তাঁহার যাদৃশ উপকার সাধন করেন, তাহাতে অপরাপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় তদীয় মস্তকেও পুরস্কারস্বরূপ রাজমুকুট প্রদান করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে, লুসিয়েন আপনাকে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, প্রথমতঃ ইটালিতে প্রস্থান করেন; তদনন্তর তথা হইতে ইংলণ্ডে গিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হন। যাহা হউক, ফরাসি দেশের ভূতপূর্ব্ব নরপতিগণের অধিকারকালে যে যথেচ্ছাচার প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, এই সময়ে নেপোলিয়নের তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবার ইচ্ছা সম্যক্ বলবতী হইয়া উঠে। রাজনীতিঘটিত সামান্য অপরাধে অপরাধী রাজগণকে বন্দীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে বিবিধ কারাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি তাহার লক্ষণ সকল বিলক্ষণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে ফরাসিদেশীয় জনতা তদীয় অযথাভূত প্রশংসাধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত করিতে আরম্ভ করিল। তিনি অতি দুর্দ্ধর্ষ ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত বলিয়া সর্ব্বত্র গীয়মান হইতে

লাগিলেন। পরন্তু ইহাও অনেকে বলিতে লাগিল, যে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহেই এই মহাবীর অসীমশক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন। য়িহুদিদিগের সাধারণতঃ এই বিশ্বাস আছে, যে যিশু-খ্রীষ্ট ভূমণ্ডলে আসিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিবেন; তদনুসারে পারিস নগরীস্থ কতিপয় প্রধান প্রধান য়িহুদি নেপোলিয়নকেই খ্রীষ্টের অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন তাহারা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গকালে তাঁহার নামের সহিত নেপোলিয়নের নামও সংযোজিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্র অধর্ম্ম বোধ করিত না। এই সময়ে রোমানক্যাথলিকধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় যাজকও তদীয় অনুচিত স্তুতিবাদে বিরত হন নাই। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রচারমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় মণ্ডলীস্থ ব্যক্তিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই ঘৃণার্হ বাক্য বলিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর নেপোলিয়নকে আপনার প্রতিনিধি করিয়া, অবনীতলে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বর্গের রাজ্ঞী কুমারী মেরিদেবী মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়া, যে দিবস স্বভবনে প্রতিগমন করিয়াছেন, সেই দিবসটী* অনন্ত কাল লোকের স্মরণে রাখিবার জন্যে তিনি নেপোলিয়নকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়া, আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন।"

ফরাসিদেশের লোকেরা এইরূপ ঘৃণাকর আরোপিত স্তুতিবাদে নেপোলিয়নের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আপনার ভাবী পতনের নিদানভূত স্বীয় সঙ্কল্পিত উপায় সকলের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। তিনি প্রথমতঃ পর্টুগালদেশ আক্রমণার্থ তদভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য রাজবংশ্যগণ তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র, সহসা তথা হইতে প্রস্থান

---

* যে দিবস যিশুখ্রীষ্টের মাতা মেরির মৃত্যু হয়, সেই দিবসের সহিত নেপোলিয়নের জন্মদিনের ঐক্য আছে।

করিলেন এবং অর্ণবপোতারোহণ-পূর্ব্বক আমেরিকায় অবস্থিত স্বরাজ্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এই অবসরে ফরাসি সম্রাট্ সহজেই উক্ত দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে ফরাসিপক্ষীয় কতিপয় ব্যক্তি স্পেনদেশে দলবদ্ধ হইয়া, তথাকার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মানসে নানাপ্রকার চক্রান্ত কবিতে লাগিল। লঘুচিত্ত নরপতি তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া, পর্টুগিজ রাজপরিবারগণের ন্যায় পলায়ন করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেম। অনন্তর তিনি সেবিল নগর হইতে আমেরিকায় যাত্রা করিবার নিমিত্ত যে সময় আয়োজন করিতেছিলেন, তৎকালে প্রকৃতিবর্গ তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তৎপ্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিবার উপক্রম করিল। এই ঘটনাবশতঃ তাঁহাকে প্রস্থান-বিষয়ক সঙ্কল্প একবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি স্বীয় পুত্র ফার্ডিনাণ্ডকে সিংহাসনে অধিরোপিত করিলেন। এই যুবরাজ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর একদা সন্ধিকরণাশয়ে স্পেনের সীমা অতিক্রম করিয়া, প্রমত্তভাবে নেপোলিয়নের সমীপে গমন করেন। ফরাসি সম্রাট্ তদবস্থায় তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, কতিপয় বৎসর বন্দিদশায় রাখিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি মেরিদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সুশোভিত করিবার অভিপ্রায়ে তদুপযোগী পরিচ্ছদ নির্ম্মাণবিষয়ে অবহিতচিত্ত হইয়া, কারাবাসজনিত ক্লেশ অনেক পরিমাণে লাঘব করেন।

স্পেনদেশীয় রাজপরিবারেরা যাদৃশ দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের রাজ্যভ্রংশ এক্ষণে সেই পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হইল। নেপোলিয়ন সেনাগণসমভিব্যাহারে অনতিবিলম্বেই স্পেনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং নেপল্‌সের রাজপদে অচিরপ্রতিষ্ঠিত স্বীয় ভ্রাতা যোজেফকে

রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোপিত করিলেন। সাতিশয় দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ ফরাসি সম্রাটের এবম্ভূত আচরণে স্পেনের যাবতীয় লোক তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইল এবং আপনাদের অভিনব নরপতির প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তৎকালে ইংরাজেরা লোকানুরাগপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রচুরপরিমাণে সেনা ও অস্ত্র প্রেরণ করিয়া, স্পেনীয়দিগের সহায়তা করিলেন। প্রায় এই সময়ে (১৮০৮ খৃঃ অব্দে) ওয়েলিংটনের ভাবী ডিউক সর্ আর্থর ওয়েলেস্লি সমরসংক্রান্ত ঈদৃশ কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, যে তদ্দ্বারা পরিশেষে ফরাসিসেনাগণ স্পেনদেশ হইতে দূরীকৃত এবং নেপোলিয়ন রাজ্যচ্যুত ও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন স্পেনীয়দিগের সহিত এই রূপ বিবাদসূত্রে বদ্ধ থাকিবার সময় শ্রবণ করিলেন, যে অষ্ট্রীয়েরা কিয়দ্দিন যুদ্ধবিগ্রহাদির বিরামনিবন্ধন পুষ্টদেহ ও বলিষ্ঠ হইয়া, পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার উদ্‌যোগ করিতেছে। তচ্ছ্রবণে তিনি তাহাদিগের সমর-কণ্ডূয়ন-বিনোদনমানসে হয়যানে পারিসে প্রতিগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। গমনকালে তিনি ঈদৃশ বেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন, যে উভয়ের অনন্তরবর্ত্তী ৩৭॥০ ক্রোশ পরিমিত পথ সার্দ্ধ পঞ্চঘটিকার মধ্যে অতিক্রম করিলেন। অনন্তর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন, অষ্ট্রীয়দিগের সমরোদ্‌যোগবৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ। ইহা জ্ঞাত হইয়া, তিনি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রকারিতা ও অধ্যবসায় সহকারে সত্বর যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন এবং সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষবর্গের অভিমুখে গমন করিয়া, অচিরেই পূর্ণমনোরথ হইলেন। তাহারা নানাযুদ্ধে পরাজিত ও তাহাদের

রাজধানী বিয়েনানগর অবরুদ্ধ হইল। এই নগরের অবরোধকালে লোকের ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। সহস্র সহস্র গোলাগুলিতে তত্রত্য রাজমার্গ সমুদায় সমাচ্ছাদিত হইল। তদ্দ্বারা অসঙ্খ্য প্রাণী জীবন বিসর্জ্জন করিল এবং অনেক গৃহাদি ভগ্ন ও বহুল দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইল। যৎকালে এই সমুদায় ভীষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তৎকালে নেপোলিয়নের শ্রুতিগোচর হইল, যে অষ্ট্রিয়রাজদুহিতা পীড়াবশতঃ রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। অপরাপর রাজপরিবারেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ প্রাসাদের অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিতে নিবারণ করিলেন। যে রাজকন্যার প্রতি তিনি ঈদৃশ সম্মানচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার নাম মেরিয়া লুইসা। নেপোলিয়ন উত্তরকালে যোষেফাইনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এই কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যাহা হউক, তৎকালে লোকে মনে করিয়াছিল, অষ্ট্রিয় সম্রাট্ এবার বিষম বিপদে পতিত হইবেন। তিনি ফরাসি সম্রাটের প্রতি বৈরসাধনের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই, যে তাদৃশ কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল না। উভয় সম্রাট্ পরস্পর মিলিত হইয়া, সুনিয়মে সন্ধি স্থাপন করিলেন।

অষ্ট্রিয় সম্রাটের প্রতি নেপোলিয়নের ঈদৃশ অনুগ্রহ-প্রকাশের নিগূঢ় কারণ পূর্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তদীয় দুহিতার পাণিগ্রহণাভিলাষী হওয়াতে, তিনি সন্ধিসলিলে আশু ঐ বিবাদানল নির্ব্বাপিত করিলেন। তাঁহার পুনর্ব্বার দারপরি-গ্রহের কারণ এই, রাজ্ঞী যোষেফাইনের গর্ভে তদীয় ঔরস সন্তান জন্মে নাই। তিনি গতাসু হইলে, কে এই বৃহৎ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে, এই চিন্তা প্রবল হওয়াতে, তিনি অত্যন্ত

দুঃখিত ছিলেন এবং পারিসে প্রতিগমনের পর অবধি রাজ্ঞীর প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। এদিকে রাজ্ঞীও অপত্যবিরহে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনা ও শঙ্কাকুলিতহৃদয় ছিলেন। পতি সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইলে, কতিপয় বৎসরাবধি তাঁহার মনের ভাব পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী ক্রমশঃ অপরাপর জনপদ অধিকার করিয়া, যতই স্বীয় দুর্জ্জয় বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, ততই উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার অনুতাপানল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা অনুভব করিতে পারিয়া, যোষেফাইনের উদ্বেগ ও ভয়ের পরিসীমা রহিল না। পাছে প্রিয়তম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করেন, এই শঙ্কাই তাঁহার অন্তঃকরণে বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি আপনার প্রতি দয়িতের তাদৃশ প্রণয়ের হ্রাস দেখিয়া. ভগ্নোৎসাহে ও বিষণ্ণচিত্তে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, রাজ্ঞী এত দিন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্যক্ ফলিত হইল। এক দিবস অপরাহ্লে ভোজনের পর সম্রাট্ পরিচারকদিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। কোন বিশেষ-কারণবশতঃ আমি কেবল রাজ্ঞীর সহিত এই বাসভবনে অবস্থিতি করিব।" তদনুসারে তাহারা তথা হইতে গমন করিলে, প্রত্যাখ্যানবিষয়ক মর্ম্মভেদী বাক্য কিরূপে প্রিয়তমাকে শ্রবণ করাইবেন, এই ভাবনায় সম্রাটের সর্ব্বশরীর কম্পমান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজ্ঞী ভয়ে অভিভূত হইলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, "হায়! এত দিনের পর বুঝি আমার সৌভাগ্যসূর্য্য দুর্ভাগ্য-মেঘজালে সমাচ্ছাদিত হইল। অবিলম্বেই যে আমার মস্তকে নিদারুণ অশনিপাত হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। হৃদয়! তুমি

যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, অদ্যই তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব এক্ষণে সেই বিপত্তিরূপ গুরুভার বহন করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হও।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে নেপোলিয়ন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, তদীয় হস্তধারণ করিলেন, এবং উহা স্বীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, নিমেষশূন্যলোচনে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। আন্তরিক ক্ষোভবশতঃ মুহূর্ত্তকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর চিত্তচাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে, বজ্রপাত-সদৃশ এই দারুণ বাক্য বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এই সংসারে ত্বদীয় সহবাসজনিত আনন্দই আমার পক্ষে অপূর্ব্ব সুখ বলিয়া অনুভূত হয়। তোমার বিরহে পার্থিব কোন্ প্রকার ভোগ্য বস্তুতে আমার তাদৃশ তৃপ্তি-সাধন হয় না। ফলতঃ আমাদের পরস্পর প্রণয়বন্ধন যাদৃশ দৃঢ়রূপে সংযমিত হইয়াছে, তাহাতে উহা জীবদ্দশায় কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা! তিনি আমাদের প্রতি বাম হইয়া, তাদৃশ সুখভোগদর্শনে অসহিষ্ণু হইলেন। সেই অনির্ব্বচনীয় প্রীতিশৃঙ্খল কুলতন্তুদ্বারা আবদ্ধ করিলে, আমাদিগকে আর পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে হইত না। তিনি ত্বৎপ্রবণ মদীয় চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যেন আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন, "যোষে-ফাইনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ অপেক্ষা ফরাসিদিগের স্বার্থসাধন গুরুতর। প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি স্নেহ বিসর্জ্জন করিয়াও তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।" সম্রাট্ এইরূপে বাক্যশেষ করিয়া, আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজ্ঞী কহিলেন, "আপনার সমুদায় অভিপ্রায় আমি অবগত

হইয়াছি। আর বলিয়া ব্যথা দিবার আবশ্যক নাই। আমার যে ঈদৃশ দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, তাহা আপনার বলিবার পূর্ব্বেই আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি। আমি সম্প্রতি এই দুঃসহ দুঃখভার সহ্য করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলাম। আপনার এক্ষণে যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করিতে পারেন।” এই কথা বলিতেবলিতেই তিনি শোকে অধীর হইয়া, বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এই অবসরে পরিচারিকাগণ আসিয়া, তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গেল ও ব্যজনাদিদ্বারা তদীয় চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি প্রকৃতিস্থ ও সবল হইলে, কতিপয় দিবস পরে ভজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় (১৮০৯ খৃঃ অব্দে ১৬ই ডিসেম্বর), সর্ব্ব-জনসমক্ষে তদীয় প্রত্যাখ্যান প্রচারিত হইল। তৎকালে চাটু-কারগণ “স্বার্থপ্রবৃত্তিপরিশূন্য রাজা ও রাজ্ঞী এবম্প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও, ফরাসিদেশের মঙ্গলসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন” ইত্যাদি আরোপিত বাক্যে নানাপ্রকারে উভয়ের স্তব করিতে লাগিল। যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর সম্রাট্ যোষেফাইনের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অধিক পরিমাণে বার্ষিক স্থিরবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি বিজনস্থানে অবস্থিতি করিয়া কালাতিপাত করিতেলাগিলেন। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া, নেপোলিয়নের দুর্ভাগ্যদশা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহার প্রতি তাদৃশ কৃতঘ্নতা প্রদর্শন ও অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন, সেই স্বামীর শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া, তাঁহার সন্তোষলাভ দূরে থাকুক, তিনি শোকে অধীর ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া, অপ্রতিবিধেয় রোগাক্রান্ত হন, এবং কতিপয় দিবস পরেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

যাঁহার একপ্রকার নির্ম্মল চরিত্র স্মরণ করিলে, ভক্তির উদ্রেক হয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা নেপোলিয়নের ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হয় নাই। তিনি এই সাধুবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ভূমণ্ডলে মহতী অকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যোষেফাইনের প্রতি তাঁহার যাদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তদনুরূপ সদ্ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া, যার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সত্য বটে, উত্তরাধিকারীর অভাববশতঃ তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে উহা কেবল তাঁহার ছলমাত্র। তিনি স্বীয় ভ্রাতৃগণকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিতে পারিতেন। তদ্বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সহোদরেরা যে ফরাসিদেশের অধীশ্বর হইবেন, তিনি একদা এবিষয়ের প্রসঙ্গও করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এক স্ত্রীসত্ত্বে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা যে কীদৃশ অধর্ম্ম্য ও ঈশ্বরের নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য, তাহা মেরিয়া লুইসাকে পরিণয় করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। যাহা হউক, তিনি যে বংশ রক্ষার জন্যে পত্নী-পরিত্যাগরূপ পাপে লিপ্ত হইলেন, তাহা কতিপয় বৎসর পরে একবারে উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত অভিপ্রায়-সাধনোদ্দেশে তিনি যে সকল অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই গুলিই কেবল উত্তরকালস্থায়ী হইয়াছে।

যোষেফাইনের প্রত্যাখ্যানের পর অষ্ট্রিয়-সম্রাটের তনয়া মেরিয়া লুইসা রাজ্ঞীর স্থলাভিষিক্ত হইলেন। তিনি দয়ালু ও প্রিয়দর্শন ছিলেন এবং পতির অভিপ্রায়ানুরূপ সমুদায় কার্য্য-কলাপ নির্ব্বাহ করিতেন। এই নিমিত্ত সম্রাট্ তাঁহার উপর পরম সন্তুষ্ট ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞী গর্ভবতী হইলে,

নেপোলিয়নের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তিনি এতাবৎকাল যে সন্তানসুখে বঞ্চিত ছিলেন, বহুকাল পরে তাঁহার সেই চির-সঞ্চিত মনোরথ সফল হইবার উপক্রম হইল। অনন্তর প্রসবকাল আসন্নতর হইলে, রাজমহিষী যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহার জীবন-বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইল। প্রসবক্রিয়া-সম্পাদনার্থে নিয়োজিত চিকিৎসক রাজ্ঞীর সঙ্কটাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। তৎকালে তদীয় আকার ইঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-বিরহিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে সম্রাট্ চিকিৎসককে বলিলেন, "এ সময় তুমি ইহাঁকে রাজ্ঞী বলিয়া বিবেচনা করিলে, অভীষ্ট-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। অতএব ইহাঁকে সামান্য গৃহস্থের পত্নীর ন্যায় পরিদর্শন কর।" যাহা হউক, চিকিৎসকের সুনিপুণ চিকিৎসা ও বিশেষ সেবাশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্ঞীর যাতনার অনেক হ্রাস হইলে; তিনি ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে ১৯ সে মার্চ্চ তারিখে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তদীয় জীবনের কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না; পরিশেষে সে ক্ষীণস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। তৎকালে গোলন্দাজ সেনাগণ সম্রাটের পুত্র-জননসংবাদ-প্রচারার্থ তোপধ্বনি করিতে লাগিল। নাগরিক লোকেরা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইল। ফলতঃ সে সময় পারিস নগর আনন্দময় ও কোলাহলময় হইয়া উঠিল। এদিকে সম্রাট্ আহ্লাদে পুলকিততনু হইয়া, অচিরজাত নবকুমারকে স্বীয় উৎসঙ্গে স্থাপনপূর্ব্বক সদস্যগণকে প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা সেই বালককে "রোমের রাজা" পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট এই উপাধি অনুসারে সাতিশয় অভিনন্দন করিতে

লাগিলেন। যাহা হউক, এস্থলে সঙ্ক্ষেপতঃ ঐ বালকের জীবন-বৃত্ত লিখিত হইতেছে। নেপোলিয়নের পতনের পর তিনি অষ্ট্রিয় রাজসভার অধীনে থাকিয়া সুশিক্ষিত হন। তত্রত্য সম্রাট্ ক্রান্সিস্ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি বিনীত, সুশীল ও উদারচরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা! ১৮৩২ খৃঃ অব্দে যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। তাহাতেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

সম্প্রতি যে সমুদায় ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহার কতিপয় দিবস পূর্ব্বেই নেপোলিয়ন পোপের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, এবং পার্থিব বিষয় বিভব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া, পারিসের সন্নিহিত ফন্টেব্লোনামক স্থানে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি সাধারণ বন্দিগণের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া, যথোচিত সম্মান ও সমুদাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সমগ্র প্রভুশক্তি হস্তগত করিয়া অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। তদীয় দুরাসদ তেজঃ ও প্রভাব-দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যে মানুষের চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শক্তি হ্রাস করা অসাধ্য। যাহা হউক, তিনি অনতিদীর্ঘকালমধ্যে যেরূপ মহোচ্চ উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিলেন, সেইরূপ তাঁহার পতনের কালও নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তিনি ইউরোপীয় যে সমুদায় জাতিকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সিদ্ধপ্রায় হইল। যাহা হউক, তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে এই শিক্ষা লাভ হয়, যে অতিসামান্য ব্যক্তিও দৃঢ়তর যত্নবান্ ও অধ্যবসায়শীল হইলে, মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, নেপোলিয়ন ফরাসি দেশ ও তাহার

সহিত মিত্রভাবে সম্বদ্ধ অপরাপর জনপদে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-দ্রব্যের প্রবেশ প্রতিরোধ করেন। রুসিয় সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডার তিলসিটের সন্ধিকালে ঐ অপকারক নিয়ম স্বদেশে প্রবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি কিয়দ্দিবস তদনুসারে চলিয়া পরিশেষে লোকের অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া, তৎপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে ইংলণ্ডদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্য রুসিয়া দেশের অভ্যন্তরস্থ বন্দর সমুদায়ে নীত ও তথা হইতে ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য রাজগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত নিয়ম ভঙ্গে উদ্যত হইলেন। এই সমুদায় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, নেপোলিয়ন ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে আলেক্জাণ্ডারের সহিত পুনর্ব্বার বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তিনি বিপুল আড়ম্বর-সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সেনানীগণ বিনীতভাবে কহিলেন, "মহারাজ! রুসিয়া যাদৃশ বৃহৎ ও শক্তিসম্পন্ন রাজ্য, তাহাতে আমাদের সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে গেলে, নিঃসন্দেহ বিষম বিপদে পতিত হইবে। অতএব এই যাত্রাবিষয়ে মহারাজের বিরত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আপনি সেনাগণকে অকারণে সঙ্কটে পাতিত করিবেন না।" সেনা-নায়কেরা তাঁহাকে উক্ত ব্যাপার হইতে বিনিবর্ত্তিত করিবার মানসে এইরূপে নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিলেও কোন ফলোদয় হইল না। তিনি তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ জনপদ সমুদায় হইতে ভূরি পরিমাণে সেনা সংগ্রহ করিলেন, এবং বিজয়ের পর রুসিয়ার রাজধানীতে মহাসমারোহে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে স্বীয় অভিষেককালে সুষমা সম্পাদনার্থে যে সকল বহুমূল্য উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাত্রাকালে তৎসমুদায় লইয়া যাইবার জন্যে

আদেশ দিলেন। একজন গ্রন্থকার তৎসম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, "ফরাসি সম্রাট্ রুসিয় সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইউরোপের প্রায় যাবতীয় সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় অধিকাংশ জাতির এবম্প্রকার সমাবেশ প্রায় নিরীক্ষিত হয় নাই। যাহাদের ভাষা ও আচার পরস্পর বিভিন্ন, তাহারা কেবল এক ব্যক্তির অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, অনপকারক একটী বৃহৎ রাজ্যের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিবার নিমিত্ত যে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক, অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষজয়ের পর ঈদৃশ ভীষণ সংগ্রাম আর উপস্থিত হয় নাই। এই যুদ্ধে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট ও অপরাপর চিন্তা বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার সমুদায় ঘটিয়াছিল।"

অনন্তর নেপোলিয়ন ছয় লক্ষেরও অধিক সেনা সংগ্রহ করিয়া রুসিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সঙ্খ্যাধিক্য-নিবন্ধন তাহাদিগকে সুশাসনে রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। সুনিয়মের অভাব ও পীড়াবশতঃ তাহাদের সঙ্খ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। এমন কি, কতিপয় দিবসের মধ্যেই সৈন্যসঙ্খ্যা বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া গেল। যাহা হউক, রুসিয়দিগের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তাহারা কতিপয় যুদ্ধে পরাজিত হইল, এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার সময় শত্রুগণকে বিপদে পাতিত করিবার অভিপ্রায়ে একটী পরিপাটী ক্রম অবলম্বন করিল। প্রতিগমনকালে তাহাদের পুরোভাগে যে সকল গ্রাম, উপনগর ও জনস্থান নয়নগোচর হইল, তৎসমুদায় লুণ্ঠিত ও ধ্বংসাবশেষিতপ্রায় করিল। তদ্দ্বারা দেশটী প্রায় সিংহব্যাঘ্রাদির আবাসস্থানের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সুতরাং তথা হইতে খাদ্যসামগ্রী

প্রাপ্তিবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়াতে, ফরাসিসেনাগণের কষ্টের অবধি রহিল না।

রুসিয়েরা তদানীন্তন রাজধানী মস্কোনগরের সম্বন্ধেও উক্ত রীতির অনুসরণ করিল। নেপোলিয়নের বিজয়ী সেনাগণ পুরপ্রবেশোদ্যত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র, নগরবাসী যাবতীয় লোক দ্রুতপদে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাভিলষিত দিকে প্রস্থান করিল। এই অবসরে ফরাসিসম্রাট্ সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে শক্রপুরী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তত্রত্য রাজবর্ত্ম সমুদায় জনমানবসমাগমশূন্য ও গৃহোপকরণ সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর প্রদোষকাল উপস্থিত হইলে, সমুদায় নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইল। রুসিয়েরা ফরাসিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সমরে জয়লাভে অসমর্থ হইয়া, বৈরনির্য্যাতন করিবার মানসে স্থির করিয়াছিল, যে ফরাসি সৈন্যেরা নগরে প্রবেশ করিলে, উহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদত্ত হইবে। তন্নিবন্ধন তাহারা দগ্ধকলেবর ও আহার-সামগ্রীবিরহিত হইয়া, অচিরেই আপনারা পলায়ন করিবে। তাহাদিগকে দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত আর উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে না। রুসিয়েরা এই প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অভিপ্রেতসাধনার্থ কতিপয় ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সকলেই রাজধানী হইতে প্রস্থান করিল। তাহাদের নিয়োজিত নগরদাহকারী ব্যক্তিগণ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া, শক্রবর্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলে, তাহারা রজনীমুখে নগরের সমন্তাৎ অগ্নি প্রদান করিল। সহসা পুরীর চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া, নেপোলিয়ন অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি সেই

বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বরং তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতরবেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে নগরময় ব্যাপ্ত হইল। তদ্দ্বারা যে কত শত গৃহাদি ভস্মসাৎ হইতে লাগিল, তাহার সঙ্খ্যা রহিল না। উহার সমুজ্জ্বল শিখারাশি ঊর্দ্ধগত হইয়া, নভোমণ্ডল প্রদ্যোতিত ও চতুর্দ্দিক্ আলোকময় করিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, যেন অগ্নিদেব সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি যাদৃশ ভয়ঙ্কর আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে অদ্যই বা বিশ্বসংসার উদরসাৎ করেন, এই শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, নেপোলিয়ন তাদৃশ বিষম সঙ্কটাবস্থায় পতিত হইয়া, আত্মরক্ষার জন্যে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি নগর হইতে বহির্গমনের নানা উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরাপদ্ একটী পথও দেখিতে পাইলেন না। প্রায় যাবতীয় নির্গমপথ অগ্নিপরীত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় জীবনের প্রতি মমতা বিসর্জ্জন করিতে অপারগ হইয়া, পরিশেষে একটী সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম দিয়া গমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ পথে জ্বলদঙ্গাররাশি ও অনলতাপতপ্ত প্রস্তর সমূহ পতিত ছিল। তদ্দ্বারা তদীয় চরণতল দগ্ধ হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে গৃহের উপরিভাগ হইতে গলিত লৌহাদি ধাতু নিপতিত হইয়া, তাঁহার সর্ব্ব শরীর দগ্ধপ্রায় করিয়া ফেলিল। এইরূপ বিষম ক্লেশ ও বিপদ্ অতিক্রম করিয়া তিনি কষ্টসৃষ্টে আপনার জীবন রক্ষা করিলেন। অনন্তর ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, গণনা দ্বারা ইহা নিরূপিত হইয়াছিল, যে এই দাহে প্রায় তিরাশি কোটি মুদ্রার সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইল, যে সমুদায় স্থান অগ্নিদগ্ধ

হওয়াতে, সাতিশয় শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। নগরের একদিকে সন্তত ধুমরাজিবিরাজিত রাশীকৃত ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। অপরভাগে ফরাসি-সেনাগণ অনলদেবের করাল কবল হইতে সুরক্ষিত দ্রব্যাদিদ্বারা পরিবৃত হইয়া, মৃত-কল্প শয়ান আছে। দারুনির্ম্মিত উত্তমোত্তম গৃহসামগ্রী সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তদ্দ্বারা সৈনিকগণের শিবিরস্থিত অগ্নির ইন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। পরন্তু সঙ্খ্যাতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যময় ভোজনপাত্র এবং স্তূপাকার মূল্যবান্ বাণিজ্যদ্রব্য সমন্তাৎ প্রস্থত রহিয়াছে। বিভবশালী ব্যক্তিগণের ব্যবহারোপযোগী এবম্বিধ বিবিধ উপকরণ তথায় লক্ষিত হইল বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভক্ষ্য-দ্রব্য নয়নগোচর হইল না। তন্নিবন্ধন পরিশেষে ফরাসি সৈন্যদিগের ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। তাহারা সম্ভ্রান্ত-জনব্যবহার্য্য ভোজনপাত্রপ্রভৃতি লাভ করিল বটে, কিন্তু তদুপযুক্ত অশনীয় প্রাপ্তিবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইল। তাহারা সেই সমুদায় বহুমূল্য পাত্রে তুরগমাংসপ্রভৃতি নিকৃষ্ট বস্তু উপযোগ করিয়া, কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে মূল্যবান্ দ্রব্যের কিয়দংশ প্রদান করিয়াও, আসন্নতর গ্রামীণ জনেরা যে সকল কদর্য্য রোটিকা লইয়া যাইত, তাহা বিনিময় করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেনাসমন্বিত ফরাসি সম্রাট্ আপনার ঈদৃশ সঙ্কটাবস্থার বিষয় বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়া, রুসিয় সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের নিকট বারংবার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রতিবচন প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বদেশে প্রতিগমন করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন। তিনি এতাবৎকাল বিজয়ী বলিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; রণে

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে, সিদ্ধিপরম্পরার নিদানভূত সেই সুখ্যাতি বিলুপ্ত হইতে পারে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, তদ্বিষয়ক আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ফরাসি সেনাগণের প্রতিপ্রয়াণকালে তৎসমভিব্যাহারী কতিপয় কর্ম্মচারী দুরবস্থার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, সেই শোচনীয় বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সমুদায় গ্রন্থ পাঠ করিলে, পাষাণসদৃশ হৃদয়েও কারুণ্যরসের সঞ্চার হয়। ফলতঃ যুদ্ধঘটনাদ্বারা মানবজাতির পক্ষে যাদৃশী দুর্ঘটনা সম্ভবিতে পারে, ফরাসি সেনাগণের ভাগ্যে তৎকালে সেই দশাই ঘটিয়াছিল। অপর কোন সেনাদল এবম্প্রকার তীব্রতর যাতনা কদাপি অনুভব করে নাই। তাহাদের প্রতিগমনকালে শীত ঋতুর আরম্ভ হওয়াতে, পথঘাটপ্রভৃতি সমুদায় স্থান তুষার ও শিশিরমণ্ডিত হইল। তাহারা শীতে কম্পিতকলেবর হইয়া, প্রায় অনশনে সেই সকল স্থান দিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল। তাদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়া, তাহাদের বিপদের অবধি রহিল না। বিশেষতঃ প্রচণ্ড শীতের প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাদের সহস্র সহস্র সহচর প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এদিকে রুসিয়েরা বিপক্ষবর্গের পলায়নে প্রোৎসাহিত হইয়া, তাহাদিগের অনুবর্ত্তী হইল এবং বন্দীকৃত ফরাসিদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ সেই হতভাগ্যদিগকে প্রহার করিয়া পশ্চাৎ অনাবৃত ও নীহারময় স্থানে শায়িত করিল। তাহারা তাদৃশ ভীষণাবস্থায় অবস্থিত হইয়া, মরণকালপর্য্যন্ত নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন সৈনিকদিগের এবম্প্রকার দুরবস্থাদর্শনে সাতিশয় চিন্তাকুল ও ক্ষুভিতহৃদয় হইলেন। তৎকালে তাঁহার আকার

ইঙ্গিত-দর্শনে দর্শকগণ তদীয় আধির বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল না। তিনি কেবল অন্তরেই স্বয়ং তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি যাত্রাকালে পথিমধ্যেই অবগত হইলেন, যে রাজধানীতে তাঁহার আশু প্রতিগমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে তিনি কতিপয় সেনাপতির হস্তে হতাবশিষ্ট সৈনিকগণের রক্ষণভার প্রদান করিয়া, ত্বরিতপদে অগ্রসর হইলেন।

প্রাট্‌নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ওয়ার্সা নগরে প্রতিনিধি নিয়োজিত ছিলেন। নেপোলিয়ন গমনকালে হঠাৎ তথায় যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি সেই বিষয় সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরস্পর যে কথোপকথন হয়, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। প্রাট্‌ বর্ণনা করিয়াছেন, "ফরাসি সম্রাট্‌ যে পান্থশালায় বিশ্রামার্থ অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আমি বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের পর তথায় উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম, প্রাঙ্গণে চক্রহীন দুইখানি ভগ্ন শকট ও তাদৃশ শকটোপরি স্থাপিত একখানি ক্ষুদ্র সচক্র শকট রহিয়াছে। রুসিয়াভিমুখে যাত্রাকালে নীত তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির মধ্যে কেবল ইহাই অবশিষ্ট আছে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় বস্তু ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর ঐ পান্থশালার একটী সঙ্কীর্ণ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, আমি তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে সম্রাট্‌ সেই গৃহে একাকী রহিয়াছেন। তিনি সুবর্ণরেখাঙ্কিত ঊর্ণাময়প্রান্ত হরিদ্বর্ণ একটী উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক গৃহের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। পোলাণ্ডদেশীয় এক জন দাসী ফুৎকারদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু ইন্ধনসমূহের আর্দ্রতা-

নিবন্ধন তাহার উদ্যম সফল হইতেছে না। তন্নিবন্ধন সমুদায় গৃহ ধূমরাশিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে।”

নেপোলিয়ন প্রাটের সহিত কথোপকথনকালে ভয়ানক দুর্ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত গোপন করিয়া, কেবল সামান্যাকারে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেন এবং কহিলেন, যে “এই যাত্রায় যা ক্ষতি হইয়াছে, পারিসে প্রতিগমন করিলে, তাহা পরিপূরিত হইতে পারিবে।” এই রূপ কথোপকথন ও কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করিয়া, তিনি পারিসাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং নিরাপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে প্রুসিয়-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সুতরাং এ অবস্থায় তিনি রাজধানীতে সত্বর প্রতিগমন করিয়া, উত্তম কার্য্যই করিলেন। যাহা হউক, তিনি রাত্রিকালে যখন স্বীয় বাসভবনে গমন করেন, তৎকালে রাজ্ঞী মেরিয়া লুইসা নিদ্রাগত ছিলেন। তদীয় পরিচারিকাগণ অকস্মাৎ ঊর্ণাসম্বীত একটী অদ্ভুত আকার দর্শন করিয়া, ত্রস্ত ও চকিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যখন সম্রাটের পরিচিত স্বর শ্রবণ করিল, তখন তাহাদের শঙ্কা দূরীভূত হইল এবং হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এদিকে ফরাসি সেনাগণ নীহারাবৃত রুসিয়াদেশে নিপতিত হইয়া, প্রতিদিন ভূরিপরিমাণে নিধন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রুসিয়দিগের সহিত নিরন্তর সংগ্রামনিবন্ধন তাহাদের সঙ্খ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে আবার তাহারা দুরন্ত শীতের প্রচণ্ড প্রতাপ অরাতিগণের অসিধারায় আত্মসমর্পণ অপেক্ষাও ভীষণতর বিবেচনা করিল। যাহা হউক, রুসিয়াদেশে যাত্রাকালে প্রায় ছয় লক্ষ সেনা নেপোলিয়নের সমভিব্যাহারী

হয়, তন্মধ্যে পঞ্চাশৎ সহস্র শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আবার বিংশতি সহস্র ব্যক্তি চিকিৎসালয়ে অবস্থান-কালেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশিষ্ট সৈনিকগণের মধ্যে প্রায় লক্ষপরিমিত সেনা কেবল বিপক্ষবর্গের অধীনস্থ হইয়া বন্দিদশায় ছিল, তদ্ব্যতীত, আর সকলেই সমরে নিহত ও রুসিয়াদেশীয় তুষারসম্পাতে গতাসু হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

নেপোলিয়ন পারিসে উপস্থিত হইবার পর একটী অশুভ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। ম্যালেট নামক এক জন কর্ম্মচারী তত্রত্য কারাগৃহে রুদ্ধ ছিল। সে ব্যক্তি তথা হইতে পলায়ন করিয়া, "সম্রাট্ রুসিয়যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন," এই মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া দেয়। অনন্তর কতিপয় সাহসিক সহচরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, সেনেট সভার একখানি কৃত্রিম আদেশপত্র প্রস্তুত করে। তাহারা যাবতীয় রাজকার্য্যালয়ে উহা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিল, যে "সেনেটসভা অভিনব শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই আদেশপত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।" তদনুসারে প্রায় সকলেই তাহাদের কুহকে পতিত হইয়াছিল। ফলতঃ তৎকালে তাহারা ঈদৃশ দক্ষতাসহকারে আপনাদের দুরভিসন্ধির অভিনয় করিয়াছিল, যে তন্নিবন্ধন নেপোলিয়নের কতিপয় মন্ত্রীপর্য্যন্ত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পুলিষকর্ম্মচারিগণ পরিশেষে ম্যালেটকে পলায়িত বন্দী বলিয়া চিনিতে না পারিলে এবং

তাহাকে ধৃত ও বন্দীকৃত না করিলে, তদ্দ্বারা রাজ্যের মহত্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

নেপোলিয়নের পারিসে প্রতিগমনের পূর্ব্বেই ঐ চক্রান্ত-ঘটিত ব্যাপার নিরবশেষিত হয়, কিন্তু তথাপি তিনি উক্ত বৃত্তান্ত-শ্রবণে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, "মদীয় রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্রকারীরা যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা প্রায় ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে আমার রাজ্যের পত্তনভূমি যথোপযুক্ত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই। অন্যথা 'আমার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, তাহারা নির্ভয়ে ঈদৃশ সাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে কদাপি প্রবৃত্ত হইতে পারিত না।"

এই সময়ে অপরাপর কয়েকটী অননুকূলঘটনাবশতঃ নেপোলিয়নের চিত্ত উদ্বেগ ও শঙ্কায় আকুলিত হইল। "রুসিয়-দিগের সহিত সংগ্রামকালে বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়াতে, তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রতিগমন করিয়াছেন,' এই সংবাদ ইউরোপের সর্ব্বত্র আশু প্রচারিত হইলে, তাঁহার অজেয়তা-প্রসিদ্ধি প্রায় বিলুপ্ত হইল, এবং যে সকল জাতি তাঁহার অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া এতাবৎকাল অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, তাহাদের অন্তঃকরণে এই আশা সঞ্চার হইতে লাগিল, যে "অতি দুর্দ্দান্ত ফরাসি সম্রাটের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে।" এদিকে রুসিয় সম্রাট্‌, ইউরোপীয় অপরাপর রাজগণ তাঁহার সহায়তা করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিলেন "ইউরোপীয় রাজ্যসমুদায়ের সাম্যাবস্থা যে বিদূরিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি

সেই সমতাবিধানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলে, ঈদৃশ অনুকূল ঘটনা শীঘ্র ঘটিবার সম্ভাবনা অতিবিরল; অতএব সমবেত হইয়া, সকলেরই তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যেহেতুক এ প্রকার অনুষ্ঠিত হইলে, অত্রত্য রাজ্যসমুদায় শান্তিসলিলে অবগাহন ও প্রত্যেক ব্যক্তি সুখস্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।" রুসিয় সম্রাটের উক্ত ঘোষণানুসারে প্রুসিয়রাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং অষ্ট্রিয় সম্রাট্ নেপোলিয়নের সহিত সন্ধিবন্ধন ছেদ করিয়া রুসিয়পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভূরিপরিমাণে তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিতে লাগিল, এবং ইতিপূর্ব্বে স্পেনে যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অভিনব উদ্যমসহকারে চালাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নেপোলিয়ন এইরূপ বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, হতভাগ্য প্রজামণ্ডলী নিপীড়নপূর্ব্বক অভিনব সেনাসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্নিবন্ধন তাহাদের অসন্তোষের পরিসীমা রহিল না। তাহারা রাজকীয় যুদ্ধপরম্পরার গরলময় ফল বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিল, এই নিমিত্ত সম্রাটের প্রতি সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল। রুসিয় রণক্ষেত্র হইতে নেপোলিয়নের প্রতিপ্রয়াণের পর পারিসের অধিকাংশ অধিবাসী স্বজনবিরহে ছয় মাস কাল নিয়ত শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ কতিপয়মাত্র পরিবারকে কেবল তদ্বিযোগজনিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয় নাই। সৈন্যবিভাগে প্রবিষ্ট ফরাসিদেশীয় যুবা পুরুষেরা প্রায় রুসিয় সমরে ও তত্রত্য তুষাররাশিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং সম্প্রতি সংগ্রামক্রিয়ানির্ব্বাহার্থ যে সকল সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, তাহারা নিতান্ত অপরিণতবয়স্ক; তৎকালপর্য্যন্ত তাহাদিগের

পঠদ্দশা সমতীত হয় নাই। নেপোলিয়ন সত্বরতাসহকারে অনভিজ্ঞ সেই সমুদায় ছাত্রসেনা সংগ্রহ-পূর্ব্বক বিপক্ষবর্গের অভিমুখীন হইলেন, এবং সমরাঙ্গনে অবতরণ করিয়া, প্রথমতঃ দুই একটী যুদ্ধে আংশিক জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি একবারে বাম হইয়া শত্রুপক্ষকেই আশ্রয় করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি ভগ্নোদ্যম না হইয়া, বিচিত্র সমর-কৌশল প্রদর্শন ও স্বীয় সেনাগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ চাটুবচন-পরম্পরারূপ অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ভস্মে আহুতিপ্রদানসদৃশ বিফল হইয়া গেল। তিনি ক্রমে পরাজিত হইয়া, জর্ম্মনির অভিমুখে তাড়িত হইলেন এবং তথা হইতে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে ফরাসি দেশই বিবদমান রাজগণের সমরভূমি হইল। এই দেশ হইতেই প্রথমতঃ শোণিতবাহিনী সমরতরঙ্গিণী প্রসূত হইয়া স্বকীয় তরঙ্গমালায় অপরাপর জনপদ প্লাবিত করিযাছিল, এক্ষণে ঈশ্বরের অচিন্তনীয় মহিমাবলে তাহা স্বস্থানেই পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এই ব্যাপার উপস্থিত হইলে, নেপোলিয়ন স্বদেশীয় লোক-দিগের সহায়তা প্রাপ্তির আশয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইলেন এবং আক্রমণকারীদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নানাপ্রকারে সমুত্তেজনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না। সাধারণের উপর তাঁহার যে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং তাহাদিগেরও তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তি ও অনুরাগ থাকিল না। এই নিমিত্ত তৎকালে তাহারা অমৃতবর্ষিণী তদীয় বচনপরম্পরায় আস্থা প্রদর্শন করিল না। বিশেষতঃ যুদ্ধের

নিমিত্ত প্রকৃতিবর্গ যাদৃশ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিল, তাহাতে অধিকাংশ লোক সম্রাটের প্রতি বীতরাগ হইয়া, মনে মনে তদীয় রাজ্যভ্রংশ প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং ইহাও ব্যক্ত করিল, যে " এই প্রজাপীড়ক সম্রাটের বিনিপাত হইলে, ইউরোপের সর্ব্বত্র শান্তিদেবী বিরাজ করিতে পারেন।" যাহা হউক, পরিশেষে সকলে মিলিত হইয়া, তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব করিল, "মহারাজ! আপনি অপরাপর জনপদজয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া ফরাসিদেশের পূর্ব্বতন সীমা অধিকারপূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করুন।" প্রকৃতিবর্গ এই প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। গর্ব্বিতবচনে যেরূপ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন, ফলও তদনুরূপ প্রাপ্ত হইলেন। আক্রামক সৈন্য ও ফরাসিদেশের রাজধানী উভয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রায় যাবতীয় সেনানিবেশ তদীয় হস্তবহির্ভূত হইল। অনন্তর যে নগরী হইতে ইতিপূর্ব্বে বিজয়মূলক বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত ও অন্যান্য জাতির সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত নানা কুসৃষ্টি কল্পিত হইয়াছিল, সেই পারিসনগরীও অবশেষে অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া এবং প্রুসিয়াদেশীয় সমবেত সেনাগণ অবরোধ করিল।

এই অবরোধবার্ত্তাশ্রবণে নেপোলিয়নের উদ্বেগ ও চিন্তার পরিসীমা রহিল না। তাঁহার ললাটদেশ হইতে অজস্র স্বেদবিন্দু বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহার যাদৃশী আন্তরিক যাতনা উপস্থিত হইল, তাহা সামান্য লোকের পক্ষে অনুভব করা সুকঠিন। ফলতঃ তিনি মনঃক্ষোভবশতঃ কিয়ৎকাল বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এতকাল যে সকল সোপান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পরিশেষে ভগ্ন হইয়া গেল এবং অসৎপথ-

প্রবৃত্ত হইয়া, যে অসাধারণ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একবারে বিলুপ্ত হইল। তন্নিবন্ধন যে সকল দুষ্কৃত সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই গুলিই কেবল লোকের মনে জাগরূক থাকিল। যাহা হউক, তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অল্প-সংখ্যক সেনাসমভিব্যাহারে রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী ফণ্টেব্লো নগরীস্থ প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সমবেত পূর্ব্বোক্ত রাজ্যত্রিতয়ের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন এবং সেই রাজ্যেশ্বরগণের নিকট প্রথমতঃ এই প্রস্তাব করিলেন, "আমি স্বয়ং রাজপদ পরিত্যাগ করিতেছি। মদীয় পুত্র আমার পরিবর্ত্তে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হউক। মেরিয়া লুইসা তদীয় বয়ঃপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করুন।" তাঁহার এই প্রস্তাবে সেই অধীশগণ অনুমোদন করিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, এবিষয়ে সম্মতিপ্রদান ন্যায়ানুগত নহে। এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে পরিণামে নেপোলিয়ন স্বয়ংই রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন। পুত্রকে সাম্রাজ্যে দীক্ষিত করা কেবল ব্যাপদেশমাত্র।" ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা নেপোলিয়নকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করুন; অন্যথা আমাদের নিকট ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। আমাদের কোপানলে আপনাকে পতিত হইতে হইবে।" অনন্তর ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডনামক এক জন বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ রাজ্যপরিত্যাগপত্র স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত স্বীয় প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে তিনি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া, অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। সে প্রথমতঃ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিলে, তিনি সুবিশ্বস্ত প্রভুপরায়ণ সেই সৈনিককে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং স্মরণার্থ তুরুষ্কদেশীয় একখানি

প্রিয় তরবারি তাহাকে উপহার প্রদান করিলেন। অনন্তর হস্তে লেখনী ধারণপুর্ব্বক সেই ত্যাগপত্রে স্বকীয় নাম স্বাক্ষর করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই, নেপোলিয়ন অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ ফ্রান্স ও ইটালির সিংহাসনে আর কদাপি অধিরোহণ করিতে পারিবেন না। এই অবধি তাঁহাদিগের পক্ষে সে পথ একবারে রুদ্ধ হইল।”

নেপোলিয়নের রাজ্য-পরিত্যাগবার্ত্তা তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র, তাহারা তদীয় সেবাপরাঙ্মুখ হইল এবং অচিরভাবী অভিনব গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্মপ্রার্থনায় বিপক্ষ ভুপালগণের অনুবৃত্তি করিতে লাগিল। এই রূপে বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনপুর্ব্বক তাহারা অন্তর্হিত হইলে, কেবল একজন সেনানী প্রভুভক্তি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় প্রভুর ভাগ্যের উপরেই আপনার সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া, ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। এই সময়ে তদীয় অনুচরবর্গ যাদৃশ স্বার্থপরতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা উক্ত সেনানায়ক সুন্দররূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে চাটুকারগণ, সম্রাট্ রাজ্যত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া, নিতান্ত অধীর হইল এবং এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল, “হায়! আমরা কি নির্ব্বোধ। যিনি সম্প্রতি কেবল নামমাত্র প্রভু, তাঁহারই অনুবৃত্তি করিবার নিমিত্ত অদ্যাপি ফণ্টেব্লোনগরে অবস্থিতি করিতেছি। এ সময় পারিসে থাকিলে, নূতন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইতে পারিতাম।” যাহা হউক, সম্রাটের মন্ত্রি-সমাজের দ্বার তৎকালে অহোরাত্র উদ্ঘাটিত ছিল। অভীষ্ট লেখ্যপত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না, দেখিবার নিমিত্ত স্তাবকগণ দলবদ্ধ হইয়া, অন্তরাল হইতে সতত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর উহা সম্পন্ন হইলে,

প্রথমতঃ সম্রাটের প্রিয় সেনানী বার্থিয়ার, তদনন্তর মামলুক-জাতীয় রোষ্টান তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, প্রধান অবধি নিকৃষ্ট কর্ম্মচারিপর্য্যন্ত সকলেই প্রভুভক্তি বিস্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে নেপোলিয়ন অনুতাপানলে সাতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ফলতঃ স্বার্থপর লোকের ধর্ম্মই এই, যে তাহারা প্রভুর অভ্যুদয়-কালে নিয়ত তদীয় শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যদশা দর্শন করিলে একবারে অদৃশ্য হয়। নেপোলিয়নের সমগ্র প্রভুশক্তি স্বার্থপরতারূপ ভিত্তিমূল আশ্রয় করিয়াই বিরাজমান ছিল। সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে যে ঈদৃশী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? যাহা হউক, সম্প্রতি নেপোলিয়নের যেরূপ দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল, তাহাতে বক্ষ্যমাণ কবিবাক্য তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রযুক্ত হইতে পারে;—

"সর্ব্বনাশকর কার্য্য সাধে যেই বলে
কালবশে দেখা যায় পতন তাহার।
সর্ব্বজয়ী বলি যিনি খ্যাত ধরাতলে,
কালেতে তিনিও হন অধীন সবার।
যার ইচ্ছাধীন রহে পরকীয় প্রাণ,
কাতরেতে সেও যাচে স্বকীয় পরাণ।"

অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া এবং রুসিয়ার অধীশ্বরেরা নানা চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, "ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বধ্যমঞ্চে যে হতভাগ্য নরপতির প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তদীয় ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই সম্প্রতি ফরাসিদেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করুন, এবং নেপোলিয়ন ইটালির অপর ভাগে স্থিত এল্‌বানামক দ্বীপে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হউন। এই রাজ্যচ্যুত সম্রাট্

তথায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে, সহজেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তন্নিবন্ধন তদীয় দুর্জ্জয় বাসনা বলবতী ও ইউরোপের শান্তিসুখ ব্যাহত হইবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না।” তাঁহারা এইরূপ স্থির করিয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, যে তাঁহাদের আশা সম্যক্ ফলবতী হয় নাই। তিনি ভবিষ্যতে মহারাজ অষ্টাদশ লুইকে দূরীকৃত করিয়া, ফ্রান্সের রাজাসনে পুনর্ব্বার সমাসীন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, উল্লিখিত অধিরাজগণ যৎকালে এই প্রকার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, সেই সময় সমুদায় ইউরোপখণ্ডে নেপোলিয়নের পতনবার্ত্তা প্রচারিত হওয়াতে, তত্রত্য অধিবাসিগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। যিনি একদা প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বত্র অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি যে হীনশক্তি ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইহা সাধারণে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। উহা তাহারা স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় অমূলক বিবেচনা করিতে লাগিল।

অনন্তর নেপোলিয়ন সত্বরতাসহকারে ফরাসিদেশ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন। উহা সম্পন্ন হইলে; ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২০সে এপ্রিল তারিখে তিনি এল্‌বা দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদীয় যাত্রার পূর্ব্বে প্রাচীন রক্ষিসেনাগণ ফণ্টেব্লো নগরীস্থ রাজসভায় তাঁহার সমক্ষে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, দণ্ডায়মান হইল। তিনি বিপৎকালীন বন্ধু সেই সমুদায় সৈনিকদিগকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কারুণ্যরসব্যঞ্জক ঈদৃশ কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন, যে তন্নিবন্ধন তাহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাহারা তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত

হইলে, তিনি তাহাদিগের পতাকায় অঙ্কিত ঈগল পক্ষীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, " প্রিয়তম ঈগল! এক্ষণে আমি তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করি। তোমার প্রতি মদীয় স্নেহসূচক সম্বর্দ্ধনাদি যেন এই সমুদায় সাহসিক সৈনিকগণের চিত্তপটে চিরকাল চিহ্নিত থাকে," ইহা বলিয়া তিনি " সাহসিক সহচরবর্গ!" এই বাক্যে পুনর্ব্বার সেনাগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন "প্রিয়তম বৎসগণ! তোমরা বিদায়কালে আর একবার আমাকে প্রদক্ষিণ কর। আমি যত কাল জীবিত থাকিব, তত কাল তোমরা আমার স্মৃতিপথে নিরন্তর জাগরূক থাকিবে। এক্ষণে আশা করি, যে তোমরাও যেন কদাপি আমাকে বিস্মৃত না হও।" ইহা বলিয়া তিনি শকটে আরোহণ করিলে, শকটপরিচালক তদীয় বিবাসনদ্বীপ লক্ষ্য করিয়া, দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতে লাগিল।

যাত্রাকালে তিনি যে সকল নগরের অভ্যন্তর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তত্রত্য অধিবাসিগণ উপযুক্ত অবসর পাইয়া, তদীয় দুরাকাঙ্ক্ষস্বভাবনিবন্ধন তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি উপহাস ও নানাপ্রকারে অপমান করিতে লাগিল। তৎকালে কোন প্রতীকারের উপায় না থাকায়, তাঁহাকে অগত্যা সেই সমুদায় অবমাননা সহ্য করিতে হইল। এই সময়ে একদা তিনি ঈদৃশ বিপদে পতিত হন, যে তাঁহার জীবনবিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তৎকালে কেবল ধাবকের বেশ পরিগ্রহ করিয়া, সেই বিষম সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অন্যথা সেই যাত্রাতেই তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, তিনি এইরূপে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, দুঃখিত ও বিষণ্ণচিত্তে অষ্টাহের পর এল্‌বাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মেরিয়া

লুইসা তদীয় দুঃখের অংশভাগিনী হইতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজনীতিঘটিত নিয়মানুসারে তাঁহার পতিসমভিব্যাহারে গমন নিষিদ্ধ হওয়াতে, তাঁহাকে ফ্রান্সেই অবস্থিতি করিতে হইল। নেপোলিয়নের অপরা পত্নী যোষেফাইন, স্বামী বিপদে পতিত হইলে, স্বেচ্ছাবশতঃ নিয়ত তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিতেন। তিনি পতির এবম্প্রকার দুরবস্থাদর্শনে ভগ্নমনাঃ হইয়া, অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার ফরাসিদেশ পরিত্যাগ করিবার এক মাস পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নেপোলিয়ন অনতিবিস্তৃত এল্‌বাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, তাহার উন্নতিসাধনবিষয়ে সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। তিনি স্বাভাবিক ক্ষিপ্রকারিতা অবলম্বনপূর্ব্বক অসাধারণ উৎসাহসহকারে নূতন পয়ঃপ্রণালী ও বর্ত্ম-নির্ম্মাণ এবং স্থানে স্থানে খাত খনন করাইলেন। তাঁহার নিজের বাসের নিমিত্ত তথায় একটী মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মিত এবং মধুমক্ষিকাত্রয়চিহ্নিত অভিনব জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। আলজিরিয়াদেশীয় জলদস্যুগণ তত্রত্য উন্নত ভূভাগ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, উক্ত দ্বীপ আক্রমণ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে তিনি সন্নিহিত একটী দ্বীপ অধিকার করিয়া, তদুপরি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। এইরূপে আপনার তদানীন্তন ক্ষুদ্র রাজ্যের নানাপ্রকার উন্নতিসাধন করিয়া, তিনি তাহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করিলেন। ফলতঃ এল্‌বাদ্বীপের অধিবাসিগণ বহুকালাবধি যে সকল সুখসৌভাগ্যে বঞ্চিত ছিল, নেপোলিয়নের প্রসাদে তৎকালে তাহাদের কিছুরই অভাব ছিল না। তদবধি উক্ত দ্বীপ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া, যেন কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

নেপোলিয়নের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত

এল্‌বাদ্বীপে ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে একজন কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত নেপোলিয়নের বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, নৌকারোহণে মধ্যে মধ্যে মৎস্য ধরিতে যাইতেন। সেই অবসরে নেপোলিয়ন তাঁহাকে বলিতেন, "এক্ষণে অপর কেহ এস্থলে উপস্থিত নাই, আপনি এ সময় আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার সদুত্তর প্রদান করিব।" যাহা হউক, তিনি স্বল্পকালমধ্যেই এল্‌বাদ্বীপের যাদৃশ অদ্ভুত-পূর্ব্ব বাহ্য শোভা সম্পাদন করিলেন, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, অনেক ভ্রমণকারী তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই আদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনাদি করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সকলের সমক্ষেই মুক্তকণ্ঠে ইহা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, যে "আমার রাজনীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার একপ্রকার শেষ হইয়াছে। এক্ষণে যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল কেবল তাহার দর্শকমাত্র থাকিব।" যাহা হউক, তিনি বাহ্যে মুনিজনের ন্যায় ঈদৃশ উদাসীনভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কিরূপে পুনর্ব্বার ফ্রান্সের অধীশ্বর হইবেন, মনে মনে তাহারই উপায় চিন্তনে সাতিশয় অভিনিবেশ প্রদান করিলেন।

এদিকে বোর্বোঁবংশীয় নরপতি ফরাসি দেশের সিংহাসনে আসীন হওয়াতে, তত্রত্য অধিবাসিগণ সন্তোষ লাভ করিল না। তাহারা নেপোলিয়নের রাজত্বকালে স্বদেশের যাদৃশী মহীয়সী সমুন্নতি দর্শন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার অভাব নিরীক্ষণ করিয়া, সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরন্তু নূতন সম্রাটের প্রতি তাহাদের ঈদৃশ বিরাগ জন্মিল, যে তাহারা ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্

নেপোলিয়নের পুনরাগমন মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় রাজ্যভ্রংশকালে বহুসংখ্যক সেনা দূরদেশে অবস্থিত ছিল। তাহারা এই সময় স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, প্রভুর বিপদ্বার্ত্তাশ্রবণে অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ইহাও ব্যক্ত করিল, যে "আমরা তৎকালে এস্থলে উপস্থিত থাকিলে, মহারাজের ভাগ্যে এতৎপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, সূক্ষ্ম অনুসন্ধানদ্বারা লোকের এই সকল মনোগত ভাব অবগত হইয়া, নেপোলিয়নের অন্তঃকরণে দ্বিগুণতর সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি কিরূপে পুনরায় ফরাসিদেশের অধীশ্বর হইবেন এবং ইউরোপীয় অপরাপর জনপদ হস্তগত করিবেন, মনে মনে তাহারই উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অধীনে অল্পমাত্র সেনা ছিল। তিনি সঙ্কল্পিত-বিষয়-সাধনার্থ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তাহাদের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং তদীয় প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া, যাত্রার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদায় বিষয় স্থিরীকৃত হইলে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬ সে ফিব্রুয়ারি রবিবার সায়ংকালে তিনি সেই সমুদায় সেনাসমভিব্যাহারে অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন এবং ১লা মার্চ্চ তারিখে ফ্রান্সের অন্তর্গত ফ্রিজসের সন্নিহিত ক্যানিস্ পোতাশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া, তাহা হইতে স্থলে অবতীর্ণ হইলেন।

নেপোলিয়নের আগমনবার্ত্তাশ্রবণে ফরাসিদেশীয় প্রকৃতিবর্গ সাতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা এই সময়ে তদীয় অলৌকিক ক্ষমতাগুণে যে কি পর্য্যন্ত বশীভূত হইয়াছিল, তাহা বক্তব্য নহে। যে সকল সম্প্রদায় ইতিপূর্ব্বে চপলতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার বিবাসনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে আবার

তাহারাই আগ্রহাতিশয়সহকারে তদীয় প্রতিগমন অভিনন্দন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ ফরাসি সৈনিকবিভাগে তদীয় আগমনবৃত্তান্ত প্রচারিত হইলে, তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মচারী প্রগাঢ় আনন্দনীরে নিমগ্ন হইল। তাঁহার প্রতি তাহাদের যে অসাধারণ ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, তাহা বক্ষ্যমাণ ঘটনাদ্বারা সাধারণে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অচিরপ্রতিষ্ঠিত ফরাসি গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়নের আক্রমণ নিবারণার্থ যে সকল সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, দূর হইতে দর্শন করিবামাত্র, জয়শব্দদ্বারা তদীয় অভ্য না করিতে লাগিল, এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনাদলের সহিত সম্মিলিত হইল। যাহা হউক, তিনি তৎকালে যাদৃশ সমারোহে পারিসাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আক্রমণকারী না বলিয়া বিজয়ী বলিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না। একজন বিচক্ষণ গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন, "নদীপ্রভৃতির তরঙ্গমালা যতই অধিকতর দূরগামিনী হয়, প্রতিগমনকালে উহাদের তীরভূমি ততই অধিকতর প্রচণ্ডবেগে আহত হইয়া থাকে। নেপোলিয়নও প্রত্যাবৃত্ত তাদৃশ ঊর্ম্মিমালার ন্যায় ফরাসিদেশে পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।"

অনন্তর তিনি সেই অল্পসঙ্খ্যক সেনাসমভিব্যাহারে গ্রিনাবেল নগরের সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে একটী সেনাদল তথাকার শাসনকর্ত্তার আদেশানুসারে তদীয় আগমন প্রতিরোধ করিবার মানসে পুরোভাগে বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, প্রতিরোধক সৈনিকগণ মদীয় সেনাগণকে দেখিবামাত্র, ভূতপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব স্মরণ করিয়া, তাহাদের সহিত মিলিত হইবে, কিন্তু সম্প্রতি অন্যথাভাব নয়ন-

গোচর করিয়া, সাহসসহকারে অগ্রসর হইলেন, এবং বিনয়গর্ভ মধুর বচনে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম বৎসগণ! তোমরা কি আমাকে চিনিতে পার? আমি তোমাদের সম্রাট্ ও পিতা; যদি আমাকে গুলি করা তোমাদের অভিপ্রেত হয়, অনায়াসে তাহা করিতে পার। এই আমার বক্ষঃস্থল; ইহার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিয়া, তোমাদের পিতার প্রাণবধ কর।" তিনি এইরূপ করুণাপূর্ণ বচনপরম্পরাদ্বারা সেই সৈনিকদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া, পরিশেষে স্বীয় বক্ষঃস্থলের বসন উন্মোচন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে তাহারা আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা অপরাপর চিন্তা বিস্মরণপূর্ব্বক তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া, তদীয় পাদ লেহন করিতে লাগিল, এবং তাঁহার সেনাদলের সহিত সম্মিলিত হইল। এই ঘটনার পর তিনি যাবতীয় সেনাসমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যে নগরের সিংহদ্বার অবরুদ্ধ ও তত্রত্য দুর্গের উপরিভাগে কামান সকল শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে, এবং অস্ত্রধারী পুরুষ সমুদায় বিপক্ষবর্গের আক্রমণ নিবারণার্থ বন্দুকফলক উত্তোলন করিয়া সজ্জীভূত রহিয়াছে। তিনি নগরপ্রবেশের এই সমুদায় প্রতিবন্ধক নিরীক্ষণ করিয়া, দুর্গরক্ষি-সেনাগণের নিকট পূর্ব্ববৎ কারুণ্যরসব্যঞ্জক বচনামৃত বর্ষণ করিলে, তাহারা আর তাঁহার পুরোগমনে বাধা প্রদান করিল না। তাহারা তদীয় পুনরাগমনে পরম প্রীতি লাভ করিল এবং নূতন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্যগ্রহণকালে যে সকল প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়া, বহুমানপুরঃসর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। কেবল সমরসংক্রান্ত নিয়মলঙ্ঘনভয়ে তাহারা স্বয়ং সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে পারিল না। যাহা হউক, নেপোলিয়ন একটী

কামানের আঘাতে অব্যাঘাতে উক্ত দ্বার ভগ্ন করিয়া, নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তত্রত্য যাবতীয় ব্যক্তি স্নেহপূর্ণনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও তদীয় হিতকামনা করিতে লাগিল। ফলতঃ এই সময়ে গ্রিনোবেল নগরে এ প্রকার হুল স্থুল পড়িয়া গেল, যে বোর্বোঁ পরিবারের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিরাও তাঁহাদের মায়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নেপোলিয়নের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। অধিক কি, মার্সলপদবীবিশিষ্ট নেনামক একজন সেনানায়কের উপর বিশ্বাস করিয়া, অভিনব গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সৈনাপত্যপদ প্রদান করিয়াছিল। তিনিও গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, যে নেপোলিয়নকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করিবেন। কিন্তু তৎকালে সেই মহাবীরের প্রতি সাধারণের মনোগত ভাব পরীক্ষা করিয়া, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন এবং অধীনস্থ সেনাগণের সহিত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন।

এদিকে বোর্বোঁ পরিবার এইরূপে নেপোলিয়নের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আপনাদের প্রতি বিরাগদর্শনে ভীত হইয়া, পারিস নগর পরিত্যাগ করিলে, তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২০ শে মার্চ্চ তারিখে রাজধানীতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন এবং টুলারিস প্রাসাদে পরমসুখে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ন যে সময় ফরাসিদেশে উপনীত হইলেন, তৎকালে বিয়েনানগরে ইউরোপীয় মিত্র রাজগণের মন্ত্রিবর্গের একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহারা ইউরোপীয় ভাবী শাসনপ্রণালীগত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেছিলেন। এই অবসরে নেপোলিয়নের পুনরাগমনবৃত্তান্ত তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইলে, তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প সকল বিফল হইয়া গেল। তাঁহারা উক্ত সম্রাটের ফ্রান্সে প্রতিগমন কদাপি সম্ভাবনা করেন নাই।

এই অসম্ভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাদের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। যাহা হউক, তাঁহারা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নেপোলিয়নকে সমুচিত প্রতিফল দিবার মানসে নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহারা দশ লক্ষেরও অধিক সেনা সংগ্রহ করিয়া, অগ্রেই ফ্রান্সের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এদিকে নেপোলিয়নও রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আলস্যে সময় ক্ষেপণ করিলেন না। তিনি ছয়লক্ষ সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয়রাজ্যের স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্থাপিত করিলেন। এই ব্যাপার সমাধা করিয়া, তিনি দ্রুতবেগে বেলজিয়মের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন, বিপক্ষবর্গের সৈন্যমণ্ডলী পরস্পর মিলিত হইবার পূর্ব্বেই ব্যূহবিন্যাসবিষয়ক পূর্ব্ব পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাস্ত করিবেন। কিন্তু তৎকালে তদীয় বাহু স্বাভাবিক শক্তিবিরহিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, ১৮ই জুন তারিখে প্রসিদ্ধ ওয়াটরলুর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধিনায়কতায় অবস্থিত ইংরাজ সেনাগণের সহিত সমস্ত দিবস ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং যে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া, ইউরোপীয় অপরাপর জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হইলেন।

অনন্তর তিনি পারিসে সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া, বিপক্ষবর্গের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার মানসে নানাস্থানবিক্ষিপ্ত স্বীয় সৈনিকগণকে সমবেত করিবার নিমিত্ত বহুপ্রয়াস পাইলেন। কিন্তু প্রতিকূল-দৈবনিবন্ধন তাঁহার তদ্বিষয়ক মনোরথ বিফল

হইল। তৎকালে পলায়নব্যতিরেকে আর জীবনরক্ষার উপায় নাই, ইহা স্থির করিয়া, তিনি সমুদ্রের উপকূলে উপনীত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তথায় আমেরিকার অভিমুখে গমনশীল কোন না কোন অর্ণবপোত নয়নগোচর হইবে। তাহাতে আরোহণ করিতে পারিলে, প্রাণবিনাশের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু তৎকালে বৈদেশিক পোতস্থিত-দ্রব্যাদিলুণ্ঠনকারী ইংলণ্ডীয় দস্যুগণ সমুদায় উপকূলভাগ বেষ্টন করিয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি বিষম সঙ্কটাবস্থায় পতিত হইয়াছেন, ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়া, পরিশেষে ইংলণ্ডীয় সংগ্রাম-পোতাধ্যক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, "ইউরোপীয় অপরাপর রাজগণের প্রতি আমি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের হস্তে পতিত হইলে, আমার জীবন সংশয় হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যক্তির শরণাগত হইলে, তাদৃশ গুরুতর বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা অতি বিরল।" ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি অগত্যা তাহাই করিলেন।

নব্যগ্রন্থকারেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নেপোলিয়ন আপনার জীবনবিনাশবিষয়ে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অমূলক ছিল না। ইউরোপীয় তাঁহার কতিপয় শত্রু গুলি করিয়া, তদীয় প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিন পরে সেই রণতরি ইংলণ্ডের উপকূলে নীত হইলে, নেপোলিয়ন তথায় অবতরণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানাকারণে তাঁহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইল না। তিনি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতাবলে সমুদায় ইউরোপ-

খণ্ডে সর্ব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তৎকালে বহুসংখ্যক দর্শক তদীয় দর্শনলালসায় দলবদ্ধ হইয়া, তথায় সমাগত হইতে লাগিল, এবং তিনি যে পোতে অধিরূঢ় ছিলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল। হায়! যিনি এতাদৃশ বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহার ভাগ্যে পরিণামে যে এই দশা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেও কেহ অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে বন্দিদশায় এই সকল অবমাননা সহ্য করিতে হইল, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক, তিনি ইংলণ্ডে যাবজ্জীবন বাসের নিমিত্ত নির্ব্বন্ধসহকারে তত্রত্য মন্ত্রিসমাজে আবেদন করিলেন; কিন্তু রাজনীতিসংক্রান্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় বলিয়া, তাঁহারা তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। তাঁহারা সেণ্টহেলেনাদ্বীপ তদীয় বিবাসনস্থান নিরূপণ করিলেন, এবং সেস্থানে তিনি যাহাতে সুখে ও স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে পারেন, তাহার উপায়বিধানে যত্নশীল হইলেন। পরন্তু তিনি উক্ত দ্বীপে উপনীত হইলে, তাঁহাকে বন্দিদশায় নিক্ষেপ না করিয়া, কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসমাজ নেপোলিয়নকে স্বদেশে আশ্রয় না দিবার এই হেতু নির্দ্দেশ করেন, যে তিনি একবার মুক্তিলাভ করিয়া, ইউরোপীয় জনপদবাসীদিগকে যেরূপ সশঙ্ক করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিতীয়বার অব্যাহতি পাইবার সুযোগ দিলে, তাঁহার দ্বারা লোকের মহৎ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা তদীয় ইংলণ্ডবাস অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু মন্ত্রিসমাজ আত্মদোষক্ষালনের নিমিত্ত যে কারণই প্রদর্শন করুন না কেন, ভিন্নদেশীয় গ্রন্থকারেরা তন্নিবন্ধন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের মহত্বের প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছেন।

অনন্তর সিংহাসনচ্যুত সম্রাট্ কতিপয় প্রভুভক্ত অনুচরের

সহিত অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক সেণ্টহেলেনাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। উক্ত দ্বীপ ইংলণ্ড ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে গমনাগমনের মধ্যপথে অবস্থিত। তৎকালে উহা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত ছিল। গমনকালে পথিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। তিনি এই যাত্রায় নাবিকগণের নিকট স্বীয় প্রফুল্লচিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং হৃদয়রঞ্জক ব্যবহারদ্বারা তাহাদিগের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তারিখে উক্ত অর্ণবপোত তদীয় ভাবী কারাগৃহের সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি দূর হইতে নিবিড় অন্ধকারময় পর্ব্বতসমূহ নয়নগোচর করিলেন, এবং তদভিমুখে দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক তদুপরি নেত্র পাতিত করিয়া, স্থিরচিত্তে সেই স্থানের অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শত্রুগণের আক্রমণনিবারণার্থ সেই সকল পর্ব্বতের উপরিভাগে কামান সকল শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে, এবং বৃক্ষপত্রাদিবিরহিত হওয়াতে, তৎসমুদায় মরুভূমির ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। তথাকার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শন করিয়া, তদীয় অন্তঃকরণ সাতিশয় বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হইল। কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ছিল, যে তৎকালে কেহই তদীয় মানসিক অসন্তোষের চিহ্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। যাহা হউক, তত্রত্য প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার লঙউডনামক স্থানস্থিত গ্রীষ্মকালীন বাসভবন তদীয় বাসস্থান নিরূপিত হইল। তিনি সেই সমুদায় অনুচরবর্গের সহিত অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিয়া, তথায় আবসথ করিলেন। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে, যে তৎসমভিব্যাহারী ভৃত্যবর্গ তাঁহার ঈদৃশ দুর্ভাগ্যদশাতেও প্রভুভক্তি বিস্মৃত হন নাই।

নেপোলিয়ন বন্দিদশায় অবস্থানকালে কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব করিতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার আহারাদি-বিষয়ে কোন কষ্ট না থাকিলেও, তিনি সাতিশয় অধীরতা ও অসন্তোষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ইউরোপে স্বকীয় নাম দীর্ঘতর কাল স্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া, সেণ্টহেলেনার শাসনকর্ত্তার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তথায় তাঁহাকে যে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয় অত্যুক্তিপরিপূরিত ও নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, সমুদায় ইউরোপখণ্ডে প্রচারিত করিয়া দিলেন। ফলতঃ এবম্প্রকার নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক শাসনকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ করা, তৎসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। যাহা হউক, তিনি কখন স্বীয় অনুচরবর্গের নিকট অতীত আত্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, চিত্তবিনোদন করিতেন; কখন বা ভারতবর্ষে গমনাগমনকালে উক্ত দ্বীপে সমাগত অর্ণবপোতনিচয়ে অবস্থিত ব্যক্তিব্যূহের সহিত নানাবিষয়ক কথোপকথন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি স্বীয় চিত্তসংযমনশক্তিপ্রভাবে সেই সকল বৈদেশিক লোকের সমীপে আপনার দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করেন নাই, কিন্তু তথাপি তিনি যে একজন শোচনীয় ব্যক্তি, তাহারা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নেপোলিয়নকে সেণ্টহেলেনাদ্বীপ হইতে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, কিন্তু ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সতর্কতানিবন্ধন তৎসমুদায় ফলোপধায়ক হইতে পারে নাই। সেই সমুদায় উপায়ের মধ্যে একটী বড় আশ্চর্য্যজনক ছিল। জনসন্ নামক একজন কূটব্যবসায়ী

এপ্রকার একখানি পোত নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, যে উহা স্বেচ্ছানুসারে জলমগ্ন এবং ভেলা ও বায়ুপূর্ণ যন্ত্রবিশেষদ্বারা পুনর্ব্বার জলোপরি ভাসমান করা যাইতে পারে। সে আশা করিয়াছিল, যে এই অদ্ভুত উপায়বলে রাত্রিকালে নবনির্ম্মিত পোত সেণ্টহেলেনায় নীত হইলে, কেহই জানিতে পারিবে না। সুতরাং নেপোলিয়নকে তথা হইতে প্রত্যানয়ন করিবার বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইবে। ইহা স্থির করিয়া, সে টেমস্ নদীতীরস্থ কোন কারখানায় তাদৃশ পোত নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু উহার বিশিষ্টপ্রকার গঠন প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রথমতঃ কর্ত্তৃপক্ষের সংশয় উপস্থিত হয়। অনন্তর তাঁহারা সূক্ষ্ম অনুসন্ধানদ্বারা উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিয়া, তাহা সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন।

ক্লেশকর বন্দিদশায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া, নেপোলিয়নের উৎকটরোগের লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি মর্ম্মঘাতী হৃদ্ব্রণরোগে আক্রান্ত হইলেন। তদীয় পিতাও এই রোগে কলেবর বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে আপনার মুমূর্ষু দশা চিন্তা করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, "মহাবীর নেপোলিয়ন বলিয়া যেন কেহ আমার নাম আর উচ্চারণ না করে; আমার সে সমস্ত দিবস অতীত হইয়াছে। হায়! কামানের গোলার আঘাতে কেন আমার মৃত্যু হয় নাই; তাহা হইলে আমাকে আর এই বিষম যাতনা সহ্য করিতে হইত না।" তিনি এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, পরিচারকদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার মৃত্যু হইলে, তোমরা ইউরোপে প্রতিগমন করিতে পারিবে, এবং স্ব স্ব পরিজন ও বন্ধুবর্গকে

দর্শন করিয়া পরমসুখী হইবে। এই অবসরে আমি স্বর্গধামে গমনপূর্ব্বক সাহসিক সহচরবর্গের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিব। তাঁহারা মদীয় আগমনবৃত্তান্তশ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া, আমাকে প্রত্যুদ্গামন করিবেন, এবং আর একবার অধ্যবসায় ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইবেন। আমি প্রথমতঃ তাঁহাদের সমীপে মদীয় অবশিষ্ট জীবনবৃত্ত কীর্ত্তন করিব। পরিশেষে সকলে মিলিত হইয়া, সিপিয়, হানিবাল, সিজর এবং ফ্রেডরিকপ্রভৃতি মহারথিগণের নিকট আমাদের যুদ্ধবিষয়ক বৃত্তান্ত বর্ণন করিব।” এইরূপে বাক্য শেষ করিয়া, তিনি নীরব হইয়া রহিলেন।

কিয়দ্দিবস এইরূপে রোগের বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার মুখ হইতে যে সমুদায় বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে মুমূর্ষুদশাতেও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা করিবার বাসনা সম্যক্ বলবতী ছিল; এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেও তিনি যুদ্ধবিষয়িণী চিন্তা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। যে দিবস তিনি কলেবর বিসর্জ্জন করেন, সেই দিবস সায়ংকালে সেণ্টহেলেনাদ্বীপে প্রবল-বেগে ভীষণ বাত্যা উত্থিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, যিনি সমরপরম্পরানিবন্ধন নিয়ত মানবজাতির চিত্তসংক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়াই যেন, বায়ুপ্রভৃতি ভূতগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, ৮ই মে তারিখে মৃত সম্রাটের দেহ সমাহিত করিবার নিমিত্ত আয়োজন হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাম্রসম্পুটে তাঁহাকে শায়িত করিয়া, তদুপরি মারেঙ্গোর যুদ্ধকালে ব্যবহৃত পরিচ্ছদ

নিহিত হইল, এবং ইংলণ্ডীয় দীর্ঘকায় সেনাগণ তদীয় শব স্কন্ধে বহন করিলে পর, বহুসংখ্যক লোক দীনবেশে সমারোহে ধীরে ধীরে সমাধিস্থলে গমন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সকলে তথায় উপনীত হইলে, গোলন্দাজ সেনাগণ গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অবসরে তদীয় মৃতদেহ স্বদেশীয় রীত্যনুসারে সমাধিক্ষেত্রে নিহিত হইল।

নেপোলিয়ন মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বয়ং আপনার সমাধিস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহা একটী প্রস্রবণের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। তদীয় পরিচারকগণ তাঁহার নিত্য ব্যবহারার্থ প্রতিদিন সেই প্রস্রবণ হইতে পানীয় আহরণ করিত। তথায় প্রায় জন মানবের সমাগম ছিল না, এবং তাহা ঈদৃশ রমণীয় ও প্রাকৃতিক শোভায় সুশোভিত ছিল, যে দর্শকগণ সেই স্থান নয়নগোচর করিবামাত্র, শান্তরসাস্পদ বলিয়া তাহাদের প্রতীতি জন্মিত। কিন্তু নেপোলিয়ন যেরূপ ধাতুর লোক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এবম্প্রকার স্থাননির্ণয় তদীয় স্বভাবের নিতান্ত বিপরীত বলিতে হইবে। যাহা হউক, কালক্রমে তথায় একটী উইলোবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া, তদীয় সমাধিস্তম্ভ আশ্রয় করিয়াছিল। নেপোলিয়নের স্মরণীয় চিহ্ন রাখিবার মানসে সাধারণ লোকে সেই বৃক্ষের শাখাপ্রভৃতি যে কোন অবয়বের কিয়দংশ গ্রহণার্থ সাতিশয় লোলুপ হয়। তদ্দর্শনে ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা উক্ত বৃক্ষের বিনাশ সম্ভাবনা করিয়া, তথায় প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের মৃত্যুসম্বাদ ইউরোপের সমস্তাৎ প্রচারিত হইলে, সকলেই দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু এই শোচনীয় বৃত্তান্ত-শ্রবণে সাধারণের যাদৃশ শোকাবেগ উচ্ছলিত হইবার সম্ভাবনা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই ঘটিল না। কতিপয় বৎসরাবধি

তাঁহার রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না বটে; কিন্তু তথাপি বসুমতী যে একটী অপূর্ব্ব রত্ন হারাইলেন, সকলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। যাহা হউক, যিনি এতাবৎকাল পৃথিবীস্থ লোকের স্বাস্থ্যসুখে ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া, সকলকেই শঙ্কাকুলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন; সুতরাং আর কোন ভয়ের কারণ নাই, ইহা অবগত হইয়া, তদবধি ইউরোপীয় জাতিসমুদায় স্বাধীনভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ন মৃত্যুর পূর্ব্বে চরমলেখ প্রস্তুত করেন, তাহা পরিশেষে মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার অনেক স্থল পাঠ করিলে, কৌতুক ও বিষাদ উভয়ই উৎপন্ন হয়। তদীয় স্বভাবের অনুরূপ নীচাশয়তাও তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ওয়াটর-লুর যুদ্ধকালে যে সৈনিক তাঁহার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ডিউক অব ওয়েলিংটনের উপাংশুবধসাধনে উদ্যত হয়, তিনি তাহাকেই স্বীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ চরম-লেখের একটী ধারায় তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, যে "ফরাসিদিগের প্রতি আমার অদ্যাপি প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। এই নিমিত্ত আমি নিতান্ত বাসনা করি, যে সীননদীতীরস্থ যে যে স্থানে তাহারা নিয়ত গতিবিধি করিয়া থাকে, তাহার অন্যতম প্রদেশে যেন আমাকে সমাহিত করা হয়।" ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার উক্ত অভিলাষ পরিপূরিত হইয়াছিল। ফরাসি গবর্ণমেণ্টের আদেশানু-সারে পারিসে তদীয় শবানয়নার্থ যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর, তাঁহার সমাধিস্থান খনন করিলে দৃষ্ট হইল, যে তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার শরীরের বিকৃত দশা উপস্থিত হয় নাই।

তিনি সচরাচর যেরূপ পরিচ্ছদ, ত্রিকোণ শিরস্ত্রাণ ও উপানৎ ব্যবহার করিয়া, সমরভূমিতে অবতরণ করিতেন, তাম্রসম্পুটে তদবস্থাতেই নিহিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দর্শকগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং সেই নির্জীব মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল। তৎকালে তাহাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাবীর পরমসুখে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। যাহা হউক, পরিশেষে তদীয় মৃতদেহ অতিসমারোহে পারিসে আনীত ও পুনঃসমাহিত হইল। তৎকালে অনেকেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে অদ্যাবধি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পরস্পর বিবাদানলও যেন চির কালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

নেপোলিয়নের পরিবারগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। কিন্তু তদীয় অধিকারকালে তাঁহারা যাদৃশ সম্ভ্রম লাভ করেন, প্রভুত ধনসম্পত্তিসত্ত্বেও তাহা হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তদীয় পুত্র ক্ষযরোগে ও সহধর্ম্মিণী যোষেফাইন ভগ্নমনাঃ হইয়া, তাঁহার জীবদ্দশাতেই কালকবলে পতিত হন, এবং তদীয় জননী স্থিরচিত্তে পারিবারিক দুর্ঘটনা সহ্য করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে কলেবর বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরন্তু মেরিয়া লুইসা রাজবাটীর একজন প্রধান কর্ম্মচারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, সামান্যাবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন। অল্প দিন হইল, তিনিও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এইরূপে স্বপ্নকল্পিত বিষয়ের ন্যায় মহাবীর নেপোলিয়নের বংশ ধ্বংস হইয়াছে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের চরিত্রসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় ও

অপরাপর জনপদস্থ যে সমুদায় ব্যক্তিব্যূহের প্রতিকূলে [illegible] সংগ্রামক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাহারা তাঁহাকে মানবাকৃতি রাক্ষসপ্রায় বর্ণন করিয়াছে। তদীয় অবাস্তিগণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, তাঁহার কোন প্রকার দোষের বিষয় উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, এবং মানুষের স্বভাবসুলভ যে যে উৎকৃষ্ট গুণসদ্ভাবসম্ভাবনা, তাঁহার সম্বন্ধে তৎসমুদায়ের অপলাপ করিয়াছে। তাঁহার সমকালীন বিপক্ষগণ এইরূপে তদীয় দোষ কীর্ত্তন করিলেও, অসম্বদ্ধাক্রান্ত লোকেরা তাহা অত্যুক্তি-পরিপূরিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরতানিবন্ধন তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পক্ষপাতশূন্যহৃদয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাঁহার যেরূপ কতকগুলি দোষ ছিল, সেইরূপ তিনি নানা গুণরত্নেও মণ্ডিত ছিলেন। তিনি ফরাসিদেশীয় সামাজিক উৎকর্ষসাধন ও ব্যবস্থাপ্রণয়নের নিমিত্ত অসাধারণ পরিশ্রম এবং তত্রত্য শিল্প ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিসাধনার্থ প্রগাঢ় উৎসাহ প্রদান করিয়া, সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অদ্বিতীয় রণপাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব ব্যূহরচনাপ্রভৃতি যোদ্ধৃজনসুলভ যে সমস্ত গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল, তৎসমুদায় দূরে থাকুক, কেবল উল্লিখিত অবদানপরম্পরা গ্রহণ করিলেও, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ মহৎ লোকের সঙ্খ্যায় গণনীয় করা যাইতে পারে। পরন্তু অপরাপর বিজেতৃবর্গের সহিত তাঁহার তারতম্য করিতে পারেও, তিনিই সমধিক প্রশংসাভাজন হন। যেহেতুক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার বিষয়ে প্রায় সকলেই সমান ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ অল্প, কেহবা অধিক, [illegible] বিশেষতঃ কিন্তু যে মহাবীরের বিষয় বর্ণিত [illegible]